জুন ২০২৫ । বর্ষ ৩০ । সংখ্যা ৩৪৬

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsprokashon.com

বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকশ তারুণ্যের সঙ্গী

- প্রথম জলাভূমি-নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য
- এক ঠিকানায় নাগরিক সেবা
- NBR বিলুপ্ত : নতুন দুই বিভাগ
- তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে বাংলাদেশ
- প্রথম মার্কিন পোপ চতুর্দশ লিও
- ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য সফর
- ভারত-পাকিস্তান সংঘাত

শিশুশ্রম ও মানবাধিকার

Blue Economy Unlocking Wealth of Oceans

প্রশ্ন সমাধান

- ৮ ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন
- রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
- কারা অধিদপ্তর
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
- বন অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

চাকরি প্রস্তুতি

- প্রশ্ন বিশ্লেষণে ৪৭তম বিসিএস
- Question Bank on New Circular
- ব্যাংক ভাইভা

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

সূচিপত্র

সাম্প্রতিক

০৩ | মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২৫
০৪ | তথ্যপ্রবাহ
০৬ | সাম্প্রতিক বিষয়ের MCQ
০৮ | Recent Info Inquiry
০৯ | সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর
১০ | দশ দিগন্ত
১২ | পদক-পুরস্কার
১৩ | রিপোর্ট-সমীক্ষা
১৪ | দেশ পরিক্রমা
এক ঠিকানায় নাগরিক সেবা
দেশের প্রথম জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য
জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা
১৮ | ব্যাংক-বীমা
১৯ | NBR বিলুপ্ত : নতুন দুই বিভাগ
২০ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ
২১ | বাংলাদেশের উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের সুবর্ণজয়ন্তী
২২ | তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে বাংলাদেশ
২৪ | বিশ্ব পরিক্রমা
PKK'র সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান
যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন খনিজ চুক্তি স্বাক্ষর
প্রথম মার্কিন পোপ চতুর্দশ লিও
২৮ | যুক্তরাষ্ট্র
২৯ | ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য সফর
৩০ | ভারত-পাকিস্তান সংঘাত
৩২ | মহাকাশ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৪০ | খেলাধুলা

চাকরি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

৪৯ | Combined 8 Bank and 1 Financial Institution
৫৩ | পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন
৫৫ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫৬ | কারা অধিদপ্তর
৫৭ | রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড
৫৯ | বন অধিদপ্তর
৬০ | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
৬২ | বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
৬৩ | বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

প্রবন্ধ-ফিচার

৪৪ | শিশুশ্রম ও মানবাধিকার
৪৬ | Blue Economy : Unlocking Wealth of Oceans
৪৮ | Short Notes

চাকরির প্রস্তুতি

৬৪ | প্রাথমিকে কোটাবিহীন শিক্ষক নিয়োগ
৬৫ | ৪৭তম বিসিএস প্রস্তুতি
৭৪ | Question Bank on New Circular
৮২ | ব্যাংক ভাইভা প্রস্তুতি

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

৮৩ | GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
৮৫ | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৮৬ | খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
৮৬ | কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

অন্যান্য আয়োজন

৩৩ | তথ্যকণিকায় বাজেট
৩৪ | বিশ্ব মানচিত্রে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল : পর্ব-৩
৩৫ | করিডোরের ইতিবৃত্ত
৩৬ | তথ্যকোষে রূপক কথা : পর্ব-৭
৩৭ | পরীক্ষার প্রশ্নমালায় পরিবেশ
৩৮ | ঈদুল আযহা : আত্মত্যাগের অনন্য দিন
৩৯ | ক্রিকেটের জয়ন্তী
৪২ | বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী : মারমা
৭৮ | বাংলা শেখার পাঠশালা
৭৯ | English Erudition
৮০ | ম্যাথ মেডিসিন
৮১ | রকমারি বিজ্ঞান
৮৮ | সংস্থা পরিচিতি : সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা
৮৯ | আবিষ্কার : অণুবীক্ষণ যন্ত্র : গবেষণার অনন্য হাতিয়ার
৯০ | বিশ্ব-জ্ঞান-দৃষ্টি : পর্ব-১০
৯১ | ক্যারিয়ার যখন কপিরাইটিং
৯২ | জেলা পরিচিতি : বগুড়া
৯৪ | স্বাস্থ্যবার্তা
৯৫ | বিচিত্র বিশ্ব
পাদটীকা : স্পেন ও অ্যান্ডোরা

৪৭তম BCS প্রিলিমিনারির সর্বশেষ প্রস্তুতির জন্য
প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স
BCS বিশেষ সংখ্যা
পাওয়া যাচ্ছে জেলা-উপজেলার লাইব্রেরি ও পত্রিকার স্টলে
BCS পরীক্ষায় সর্বাধিক কমনপ্রাপ্ত সংকলন
প্রফেসর'স প্রকাশন

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২৫

প্রকাশ : ৬ মে ২০২৫ | সংস্করণ : ৩৩তম | প্রকাশক : জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) | প্রতিবেদনের শিরোনাম : Human Development Report 2025 : A matter of choice: People and possibilities in the age of AI | অন্তর্ভুক্ত দেশ ও অঞ্চল : ১৯৫টি। এর মধ্যে ২টি দেশ— উত্তর কোরিয়া ও মোনাকোকে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়নি | প্রতিবেদন তৈরির পদ্ধতি : বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয় ও সম্পদের উৎস, বৈষম্য, লৈঙ্গিক সমতা, দারিদ্র্য, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রবাহ, যোগাযোগ, পরিবেশের ভারসাম্য ও জনমিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে।

প্রতিবেদনে বিশ্ব

সূচক : ০.৭৫৬ | গড় আয়ু : ৭৩.৪ বছর | মাথাপিছু আয় : ২০,৩২৭ মার্কিন ডলার | শীর্ষ দেশ : আইসল্যান্ড (সূচক ০.৯৭২) • সর্বনিম্ন দেশ : দক্ষিণ সুদান (সূচক ০.৩৮৮) | গড় আয়ুতে ➤ শীর্ষ : মোনাকো (৮৬.৪ বছর) • সর্বনিম্ন : নাইজেরিয়া (৫৪.৫ বছর) | মাথাপিছু আয়ে (ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে) ➤ শীর্ষ : লিচটেনস্টাইন (১,৬৬,৮১২ মার্কিন ডলার) • সর্বনিম্ন : দক্ষিণ সুদান (৬৮৮ মার্কিন ডলার) | শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হারে শীর্ষ ➤ পুরুষ : বাহামাস (৯৬.৮%) • নারী : বাহামাস (৯৮.৭%) | দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসে শীর্ষে : মাদাগাস্কার (৭০.৭%) | মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণে শীর্ষে : কাতার (৪২.৬ টন)।

শীর্ষ ৪ দেশ

দেশ	সূচক	গড় আয়ু (বছর)	মাথাপিছু আয় (PPP) মা.ড.
১. আইসল্যান্ড	০.৯৭২	৮২.৭	৬৯,১১৭
২. নরওয়ে	০.৯৭০	৮৩.৩	১১২,৭১০
৩. সুইজারল্যান্ড	০.৯৭০	৮৪.০	৮১,৯৪৯
৪. ডেনমার্ক	০.৯৬২	৮১.৯	৭৬,০০৮

সর্বনিম্ন ৪ দেশ

দেশ	সূচক	গড় আয়ু (বছর)	মাথাপিছু আয় (PPP) মা.ড.
১৯৩. দক্ষিণ সুদান	০.৩৮৮	৫৭.৬	৬৮৮
১৯২. সোমালিয়া	০.৪০৪	৫৮.৮	১,৪৭৫
১৯১. মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	০.৪১৪	৫৭.৪	১,১০০
১৯০. শাদ	০.৪১৬	৫৫.১	১,৭৪৮

গড় আয়ুতে (বছর) শীর্ষ ৫ দেশ

সার্বিক		পুরুষ		নারী	
মোনাকো	৮৬.৪	মোনাকো	৮৪.৪	মোনাকো	৮৮.৫
সান ম্যারিনো	৮৫.৭	সান ম্যারিনো	৮৪.২	হংকং	৮৮.১
হংকং	৮৫.৫	হংকং	৮২.৮	জাপান	৮৭.৭
জাপান	৮৪.৭	অস্ট্রেলিয়া	৮২.১	দক্ষিণ কোরিয়া	৮৭.২
দক্ষিণ কোরিয়া	৮৪.৩	এন্ডোরা	৮২.১	সান ম্যারিনো	৮৭.১

মাথাপিছু আয়ে (মা.ড.) শীর্ষ ৫ দেশ

সার্বিক		পুরুষ		নারী	
লিচটেনস্টাইন	১,৬৬,৮১২	লিচটেনস্টাইন	২,০৩,৫১৮	লিচটেনস্টাইন	১,৩০,৫৯৩
নরওয়ে	১,১২,৭১০	নরওয়ে	১,৩০,৫৭৩	সিঙ্গাপুর	৯৬,১০০
সিঙ্গাপুর	১,১১,২৩৯	কাতার	১,২৫,৭৩৯	নরওয়ে	৯৪,৫৬৯
কাতার	১,০৫,৩৫৩	সিঙ্গাপুর	১,২৫,৩৮৯	আয়ারল্যান্ড	৭৪,৮১৯
আয়ারল্যান্ড	৯০,৮৮৫	আয়ারল্যান্ড	১,০৭,২৭১	লুক্সেমবার্গ	৭০,৫৩৭

প্রতিবেদনে সার্কভুক্ত দেশ

| সূচকে ➤ শীর্ষ : শ্রীলংকা • সর্বনিম্ন : আফগানিস্তান।
| গড় আয়ুতে ➤ শীর্ষ : মালদ্বীপ • সর্বনিম্ন : আফগানিস্তান।
| মাথাপিছু আয়ে ➤ শীর্ষ : মালদ্বীপ • সর্বনিম্ন : আফগানিস্তান।

দেশ	সূচক	গড় আয়ু (বছর)	মাথাপিছু আয় (PPP) মা.ড.
৮৯ শ্রীলংকা	০.৭৭৬	৭৭.৫	১২,৬১৬
৯৩ মালদ্বীপ	০.৭৬৬	৮১.০	১৯,৩১৭
১২৫ ভুটান	০.৬৯৮	৭৩.০	১৩,৮৪৩
১৩০ বাংলাদেশ	০.৬৮৫	৭৪.৭	৮,৪৯৮
১৩০ ভারত	০.৬৮৫	৭২.০	৯,০৪৭
১৪৫ নেপাল	০.৬২২	৭০.৪	৪,৭২৬
১৬৮ পাকিস্তান	০.৫৪৪	৬৭.৬	৫,৫০১
১৮১ আফগানিস্তান	০.৪৯৬	৬৬.০	১,৯৭২

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ

অবস্থান : ১৩০ | সূচক : ০.৬৮৫ | গড় আয়ু : ৭৪.৭ বছর ➤ পুরুষ : ৭৩.০ বছর • নারী : ৭৬.৪ বছর | মাথাপিছু আয় (ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে) : ৮,৪৯৮ মার্কিন ডলার ➤ পুরুষ : ১১,৮২০ মার্কিন ডলার • নারী : ৫,২৮০ মার্কিন ডলার | শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার ➤ পুরুষ : ৮০.৮% • নারী : ৪৩.৪% | দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস : ১৮.৭% | মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ : ০.৭ টন।

স্পেন ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

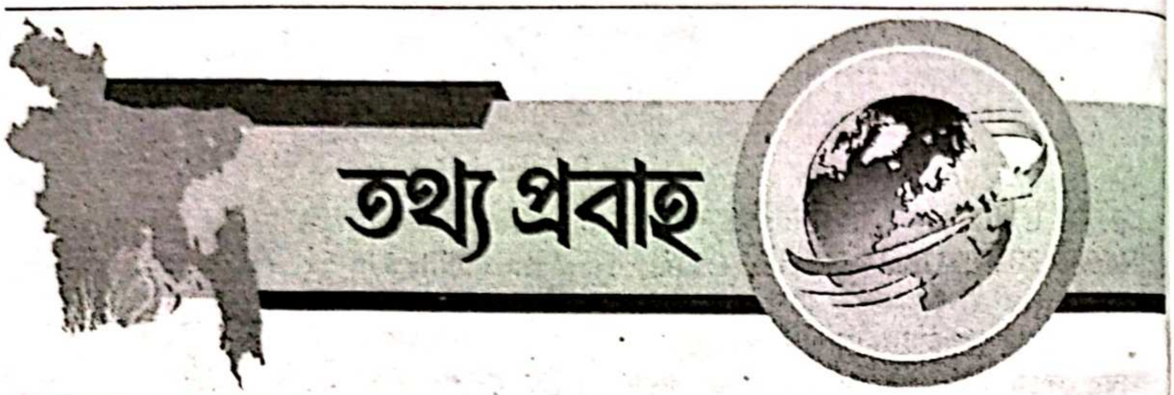

গত সংখ্যার বাকি অংশ

আন্তর্জাতিক ♦ ২৩ এপ্রিল ২০২৫

—পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত করে ভারত।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৫ এপ্রিল ২০২৫

—উত্তর কোরিয়া ৫,০০০ টনের বহুমুখী ডেস্ট্রয়ার যুদ্ধজাহাজ উদ্বোধন করে।

বাংলাদেশ ♦ ২৭ এপ্রিল ২০২৫

—প্রথমবারের মতো সলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কার্গো ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়।

—ইশরাক হোসেনকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ।

বাংলাদেশ ♦ ২৮ এপ্রিল ২০২৫

—হজযাত্রীদের জন্য মোবাইল অ্যাপ 'লাব্বাইক' উদ্বোধন।

—'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠার গেজেট জারি।

আন্তর্জাতিক

—কানাডায় জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ♦ ২৯ এপ্রিল

—BTRC 'স্টারলিংক সার্ভিসেস বাংলাদেশ লিমিটেড'কে ১০ বছরের জন্য লাইসেন্স দেয়।

আন্তর্জাতিক

—হোয়াইট হাউসে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রত্যাবর্তনের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শততম দিন।

বাংলাদেশ ♦ ৩০ এপ্রিল ২০২৫

—পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ২৪টি পণ্যকে GI (ভৌগোলিক নির্দেশক) নিবন্ধন সনদ প্রদান করে।

আন্তর্জাতিক

—ইউক্রেনের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদকে যৌথভাবে কাজে লাগাতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেন।

মে

বাংলাদেশ ♦ ১ মে ২০২৫

—'শ্রমিক-মালিক এক হয়ে, গড়বো এ দেশ নতুন করে' প্রতিপাদ্য নিয়ে মহান মে দিবস পালিত।

আন্তর্জাতিক

—দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হান ডাক-সু পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

আন্তর্জাতিক ♦ ২ মে ২০২৫

—তিউনিসিয়ার আদালত দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী আলী লারাইদকে ৩৪ বছরের কারাদণ্ড দেয়।

—সৌদি আরবের কাছে ৩৫০ কোটি ডলারের ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক ♦ ৩ মে ২০২৫

—ভারতের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যে পাকিস্তান 'আবদালি' নামের স্বল্পপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায়।

বাংলাদেশ ♦ ৪ মে ২০২৫

—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ ও সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

আন্তর্জাতিক

—যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে নির্মিত সব চলচ্চিত্রের ওপর ১০০% শুল্ক আরোপের নির্দেশ দেওয়ার কথা জানান দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কুখ্যাত আলকাট্রাজ কারাগার আবার খোলার নির্দেশ দেয়।

বাংলাদেশ ♦ ৫ মে ২০২৫

—প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয় স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্কার কমিশন।

আন্তর্জাতিক

—মাইক্রোসফটের জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম স্কাইপে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

—গাজা দখলের পরিকল্পনা ইসরায়েলের নিরাপত্তা সভায় অনুমোদিত।

—ইরাকে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (PKK) তিনদিনব্যাপী দলীয় সম্মেলন শুরু।

আন্তর্জাতিক ♦ ৬ মে ২০২৫

—জার্মানির ১০ম চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন রক্ষণশীল নেতা ফ্রিডরিশ ম্যার্ৎস।

আন্তর্জাতিক ♦ ৭ মে ২০২৫

—মালির সামরিক সরকার দেশটিতে রাজনৈতিক কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ জারি করে।

—ভ্যাটিকান সিটির সেন্টপিটার্স ব্যাসিলিকায় প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের পরবর্তী পোপ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

বাংলাদেশ ♦ ৮ মে ২০২৫

—Code of Civil Procedure (Amendment) Ordinance, ২০২৫ জারি।

—আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন।

—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী।

মে ২০২৫ সংখ্যার সংশোধনী

পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	যা আছে	যা হবে
৪৩	০২	০৬	ঘ) তুরস্ক	খ) জাপান
৫৭	০১	২৩	গ) অপাদানে শূন্য	কর্তৃকারকে শূন্য
৮৬	০২	০২	ঘ) 6	5
৯৫	০১	৩৭	২১ মার্চ ২০২৬	২১ মার্চ ২০২৫

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বাংলাদেশ ♦ ৯ মে ২০২৫

— ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

আন্তর্জাতিক

— রাশিয়ার ৮০তম বিজয় দিবস পালিত।

বাংলাদেশ ♦ ১০ মে ২০২৫

— International Crimes (Tribunals) (Second Amendment) Ordinance, ২০২৫ জারি।

আন্তর্জাতিক

— ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর' সেনা অভিযানের পাল্টা জবাব দিতে পাকিস্তান 'অপারেশন বুনিয়ানুম মারসুস' শুরু করে।

— যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ভারত-পাকিস্তান অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়।

বাংলাদেশ ♦ ১১ মে ২০২৫

— সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত এমন ব্যক্তি ও সংগঠনের (সত্তা) কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার বিধান রেখে 'সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করে।

আন্তর্জাতিক

— ওমানের রাজধানী মাস্কাটে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চতুর্থ দফায় পরমাণু আলোচনায় বসে ইরান।

বাংলাদেশ ♦ ১২ মে ২০২৫

— রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর নিবন্ধন স্থগিত করে প্রজ্ঞাপন জারি।

— রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ ; জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং গ্রামীণ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয় বৈদ্যুতিক শাটল বাস সার্ভিস।

আন্তর্জাতিক

— যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ৯০ দিনের জন্য পাল্টাপাল্টি শুল্ক কমানোর ঘোষণা।

বাংলাদেশ ♦ ১৩ মে ২০২৫

— মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সিরিয়ার ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেন।

— জার্মানির বার্লিনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মন্ত্রী পর্যায়ের দুদিনের বৈঠক শুরু।

— যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চার দিনের সফরে মধ্যপ্রাচ্যে যান।

বাংলাদেশ ♦ ১৪ মে ২০২৫

— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্মানসূচক ডি. লিট ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

— চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর ওপর কালুরঘাট রেল-সড়ক সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

আন্তর্জাতিক

— কলম্বিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের Belt and Road Initiative (BRI) যোগ দেয়।

বাংলাদেশ ♦ ১৫ মে ২০২৫

— অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া এবং 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহিদ পরিবার আহত ছাত্র-জনতার কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক

— যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনা করতে রাশিয়ার একটি প্রতিনিধি দল ইস্তানবুলে যায়।

— ইসরায়েলের বাহিনী গাজায় চারদিক থেকে Operation Gideon's Chariot নামক সামরিক আক্রমণ শুরু করে।

বাংলাদেশ ♦ ১৬ মে ২০২৫

— জাতীয় নাগরিক পার্টির (NCP) যুব সংগঠন জাতীয় যুবশক্তির আত্মপ্রকাশ।

— আবাসন সমস্যার সমাধানসহ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সব দাবি সরকার মেনে নেয়।

বাংলাদেশ ♦ ১৭ মে ২০২৫

— নিজেদের স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশি পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্য প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয় ভারত।

বাংলাদেশ ♦ ১৮ মে ২০২৫

— জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) অনুমোদন করে।

— দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর (ভিসি), প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সার্চ কমিটি গঠন।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৯ মে ২০২৫

— বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সদস্যরা বৈশ্বিক মহামারি চুক্তির পক্ষে ভোট দেয়।

— বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা কমানো, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

আন্তর্জাতিক ♦ ২০ মে ২০২৫

— পাকিস্তানের ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে ফিল্ড মার্শাল র‍্যাংক পান দেশটির বর্তমান সেনাপ্রধান আসিম মুনির।

আন্তর্জাতিক ♦ ২১ মে ২০২৫

— ইরানের পার্লামেন্ট রাশিয়া ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত ২০ বছরের কৌশলগত অংশীদারীত্ব চুক্তি অনুমোদন করে।

আন্তর্জাতিক ♦ ২২ মে ২০২৫

— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম জার্মানি দেশের বাইরে লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসে স্থায়ীভাবে সেনা মোতায়েন করে।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৩ মে ২০২৫

— সিরিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে ট্রাম্প প্রশাসনের আদেশ জারি।

শীর্ষ সংবাদ

২৩ এপ্রিল : 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করে প্রজ্ঞাপন জারি।

০১ মে : বাংলাদেশের চতুর্থ নারী হিসেবে আন্তর্জাতিক নারী মাস্টারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পান ওয়াদিফা আহমেদ।

০৭ মে : দেশে প্রথম 'জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য' ঘোষণা।

: পাকিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ভারত।

০৮ মে : রোমান ক্যাথলিকদের ২৬৭তম পোপ নির্বাচিত হন রবার্ট ফ্রান্সিস প্রিভোস্ট।

১২ মে : কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (PKK) আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্তির ঘোষণা।

২০ মে : বাংলাদেশ স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের যুগে প্রবেশ করে।

২১ মে : সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

সাম্প্রতিক বিষয়ের MCQ

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

বাংলাদেশ

১. 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করা হয় কবে?
ⓚ ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ ⓚ ১২ জানুয়ারি ২০২৫
ⓖ ১২ মার্চ ২০২৫ ⓖ ২৩ এপ্রিল ২০২৫

২. 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর' কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?
ক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
খ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ঘ প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

৩. ২৪ মে ২০২৫ পর্যন্ত দেশে মোট সরকারি স্কুলের সংখ্যা কত?
ক ৬৮০টি খ ৬৮৮টি গ ৭৮০টি ঘ ৭৮৮টি

৪. বাংলাদেশ কবে স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের যুগে প্রবেশ করে?
ক ১৪ মে ২০২৫ খ ১৮ মে ২০২৫
গ ২০ মে ২০২৫ ঘ ২২ মে ২০২৫

৫. ২০২৫ সালে বাংলাদেশ কোন দেশে প্রথমবারের মতো আম রপ্তানি শুরু করে?
ক চীন খ যুক্তরাষ্ট্র গ ফ্রান্স ঘ রাশিয়া

৬. ১৪ মে ২০২৫ কোন বিশ্ববিদ্যালয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ডক্টর অব লিটারেচার (ডি.লিট) ডিগ্রি প্রদান করে?
ক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
গ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঘ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭. বর্তমানে দেশে 'জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য' কতটি?
ক ১টি খ ২টি গ ৩টি ঘ ৪টি

৮. দেশে প্রথমবারের মতো 'জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য' ঘোষণা করা হয় কবে?
ক ১ মে ২০২৫ খ ৫ মে ২০২৫
গ ৭ মে ২০২৫ ঘ ৯ মে ২০২৫

৯. দেশে প্রথম 'জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য' কোন জেলায় অবস্থিত?
ক সিলেট খ যশোর গ নাটোর ঘ রাজশাহী

১০. ২০২৫ সালের এপ্রিলে কোন চা বাগানটি বাংলাদেশ চা বোর্ডকর্তৃক নিবন্ধিত হয়?
ক পঞ্চগড় টি কোম্পানি খ ইস্পাহানি লিমিটেড
গ কাজী অ্যান্ড কাজী ঘ অর্গানিক অরিজিন

১১. বর্তমানে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত চা বাগানের সংখ্যা কতটি?
ক ১৬৮টি খ ১৬৯টি গ ১৭০টি ঘ ১৭১টি

১২. বর্তমানে 'জাতীয় যুব দিবস' কবে?
ক ১২ জুলাই খ ১২ আগস্ট
গ ১ অক্টোবর ঘ ১ নভেম্বর

১৩. বর্তমানে 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস' কবে?
ক ২৭ ফেব্রুয়ারি খ ১৫ আগস্ট
গ ২০ সেপ্টেম্বর ঘ ২০ অক্টোবর

১৪. 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা হয় কবে?
ক ২০ মে ২০২৫ খ ২১ মে ২০২৫
গ ২২ মে ২০২৫ ঘ ২৩ মে ২০২৫

অর্থ-বাণিজ্য

১৫. গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের মালিকানা কত শতাংশ?
ক ১০% খ ২০% গ ৩০% ঘ ৪০%

১৬. গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা কতজন?
ক ১২ খ ১৩ গ ১৪ ঘ ১৫

১৭. ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করা হবে কবে?
ক ১ জুন ২০২৫ খ ২ জুন ২০২৫
গ ৩ জুন ২০২৫ ঘ ৪ জুন ২০২৫

১৮. ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের আকার কত কোটি টাকা?
ক ৭ লক্ষ ৪০ হাজার খ ৭ লক্ষ ৭০ হাজার
গ ৭ লক্ষ ৯০ হাজার ঘ ৮ লক্ষ ১০ হাজার

১৯. দেশে কত ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (EFD) বা ভ্যাট স্মার্ট চালান ব্যবহার বাধ্যতামূলক?
ক ২৫ খ ২৭ গ ২৯ ঘ ৩১

২০. ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের চা সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় কোন দেশে?
ক কুয়েত খ সংযুক্ত আরব আমিরাত
গ পাকিস্তান ঘ জাপান

আন্তর্জাতিক

২১. ১৪ মে ২০২৫ কোন দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের Belt and Road Initiative (BRI) যোগ দেয়?
ক ব্রাজিল খ ভুটান গ ভারত ঘ কলম্বিয়া

২২. রোমান ক্যাথলিকদের ২৬৭তম পোপ নির্বাচিত হন কে?
ক ফ্রান্সিস খ বেনেডিক্ট ষোড়শ
গ রবার্ট ফ্রান্সিস প্রিভোস্ট ঘ দ্বিতীয় জন পল

২৩. বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সেতু 'হুয়াজিয়াং গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন' কোন দেশে অবস্থিত?
ক চীন খ দক্ষিণ কোরিয়া
গ জাপান ঘ ফ্রান্স

রিপোর্ট-সমীক্ষা

২৪. ২০২৫ সালের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক সিঙ্গাপুর খ সুইজারল্যান্ড
গ আয়ারল্যান্ড ঘ তাইওয়ান

উত্তর

১.	ঘ
২.	গ
৩.	খ
৪.	গ
৫.	ক
৬.	গ
৭.	খ
৮.	গ
৯.	ঘ
১০.	ক
১১.	গ
১২.	খ
১৩.	ঘ
১৪.	খ
১৫.	ক
১৬.	খ
১৭.	খ
১৮.	গ
১৯.	খ
২০.	খ
২১.	ঘ
২২.	গ
২৩.	ক
২৪.	ক

আইবেরিয়ান ইউনিয়নে স্পেন ও পর্তুগাল জোটবদ্ধ ছিল (১৫৮০-১৬৪০)

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

২৫. ২০২৫ সালের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ⓚ জিম্বাবুয়ে ⓚ ভেনিজুয়েলা
ⓖ কিউবা ⓖ উত্তর কোরিয়া

২৬. ২০২৫ সালের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ⓚ ১২২তম ⓚ ১২৭তম
ⓖ ১৩২তম ⓖ ১৪৫তম

২৭. বিশ্বে সামরিক ব্যয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ⓚ চীন ⓚ জার্মানি ⓖ যুক্তরাষ্ট্র ⓖ ভারত

২৮. ২০২৫ সালের বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ⓚ নরওয়ে ⓚ এস্তোনিয়া
ⓖ নেদারল্যান্ড ⓖ সুইডেন

২৯. ২০২৫ সালের বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ⓚ উত্তর কোরিয়া ⓚ ইরিত্রিয়া
ⓖ চীন ⓖ মিয়ানমার

৩০. ২০২৫ সালের বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ⓚ ১৪৯তম ⓚ ১৫২তম
ⓖ ১৬২তম ⓖ ১৬৫তম

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২৫

৩১. মানব উন্নয়ন সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ⓚ সুইজারল্যান্ড ⓚ আয়ারল্যান্ড
ⓖ নরওয়ে ⓖ আইসল্যান্ড

৩২. মানব উন্নয়ন সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ⓚ শাদ ⓚ দক্ষিণ সুদান
ⓖ সোমালিয়া ⓖ মালি

৩৩. মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ⓚ ১২৭তম ⓚ ১২৯তম
ⓖ ১৩০তম ⓖ ১৪৩তম

৩৪. গড় আয়ুতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ⓚ সুইজারল্যান্ড ⓚ জাপান
ⓖ হংকং ⓖ মোনাকো

৩৫. গড় আয়ুতে সর্বনিম্ন কোন দেশ?
ⓚ মালাবি ⓚ লেসেথো
ⓖ নাইজেরিয়া ⓖ শাদ

৩৬. মাথাপিছু আয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ⓚ লিচটেনস্টাইন ⓚ সিঙ্গাপুর
ⓖ কাতার ⓖ লুক্সেমবার্গ

৩৭. মাথাপিছু আয়ে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ⓚ কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ⓚ দক্ষিণ সুদান
ⓖ বুরুন্ডি ⓖ মালাবি

সংস্থার সদস্য

৩৮. স্থায়ী সালিশি আদালতের (PCA) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ⓚ ১২২টি ⓚ ১২৩টি ⓖ ১২৪টি ⓖ ১২৫টি

৩৯. ২৩ এপ্রিল ২০২৫ কোন দেশ PCA'র ১২৫তম সদস্যপদ লাভ করে?
ⓚ আর্মেনিয়া ⓚ আফগানিস্তান
ⓖ মঙ্গোলিয়া ⓖ ভানুয়াতু

সম্মেলন-বৈঠক

৪০. ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কততম অধিবেশন শুরু হবে?
ⓚ ৭৮তম ⓚ ৭৯তম ⓖ ৮০তম ⓖ ৮১তম

৪১. ন্যাটোর পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ⓚ ২৪-২৫ জুন ২০২৫ ⓚ ২৪-২৬ জুলাই ২০২৪
ⓖ ২৪-২৬ আগস্ট ২০২৪ ⓖ ২৪-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪

৪২. ন্যাটোর পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ⓚ মাদ্রিদ, স্পেন ⓚ হেগ, নেদারল্যান্ডস
ⓖ লিসবন, পর্তুগাল ⓖ ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র

পদক-পুরস্কার

৪৩. ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার লাভ করেন কে?
ⓚ কিরণ দেশাই ⓚ অ্যাঞ্জেলা রোডেল
ⓖ বানু মুশতাক ⓖ জন ব্যানভিল

৪৪. কোন ছোট গল্পের সংকলনের জন্য ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার দেওয়া হয়?
ⓚ Gehen, ging, gegangen ⓚ Heart Lamp
ⓖ Heimsuchung ⓖ Kairos

৪৫. বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত ২০২৫ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন কে?
ⓚ রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা
ⓚ ড. অসীম দত্ত
ⓖ এ এম এম মহীউজজামান চৌধুরী ময়না
ⓖ খ + গ

৪৬. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট প্রবর্তিত ২০২৪ সালে নজরুল পুরস্কার লাভ করেন কে?
ⓚ আবদুল হাই শিকদার ⓚ নাসিম আহমেদ
ⓖ শাহীন সামাদ ⓖ ক + খ

ক্রীড়াঙ্গন

৪৭. ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে ২৪তম শিরোপা লাভ করে কোন দল?
ⓚ আবাহনী লিমিটেড ⓚ মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব
ⓖ লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ ⓖ শেখ জামাল

৪৮. বাংলাদেশ ফেডারেশন কাপ প্রতিযোগিতার ৩৬তম শিরোপা লাভ করে কোন দল?
ⓚ আবাহনী লিমিটেড ⓚ মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব
ⓖ ব্রাদার্স ইউনিয়ন ⓖ বসুন্ধরা কিংস

৪৯. ১১তম নারী ফুটবল বিশ্বকাপে মোট কতটি দল অংশগ্রহণ করবে?
ⓚ ৩২টি ⓚ ৪০টি ⓖ ৪৪টি ⓖ ৪৮টি

৫০. ২০৩১ সালে ১১তম নারী ফুটবল বিশ্বকাপ কোন দেশে অনুষ্ঠিত হবে?
ⓚ যুক্তরাষ্ট্র ⓚ ব্রাজিল
ⓖ আর্জেন্টিনা ⓖ স্পেন

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

উত্তর

২৫.	ঘ
২৬.	ক
২৭.	গ
২৮.	ক
২৯.	খ
৩০.	ক
৩১.	ঘ
৩২.	খ
৩৩.	গ
৩৪.	ঘ
৩৫.	গ
৩৬.	ক
৩৭.	খ
৩৮.	ঘ
৩৯.	ক
৪০.	গ
৪১.	ক
৪২.	খ
৪৩.	গ
৪৪.	খ
৪৫.	ঘ
৪৬.	ঘ
৪৭.	ক
৪৮.	ঘ
৪৯.	ঘ
৫০.	ক

ল্যাটিন হিস্পানিয়া শব্দ থেকে স্পেন শব্দের উৎপত্তি; যার অর্থ হাইর‍্যাক্সেস দ্বীপ

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

Recent Info Inquiry

Bangladesh

Ques : Which two departments were created after abolishing National Board of Revenue (NBR)?
Ans : Revenue Policy and Revenue Management.

Ques : On what date government issues notification banning Awami League activities?
Ans : 12 May 2024.

Ques : Recently which University confers honorary DLitt on Chief Adviser Muhammad Yunus?
Ans : Chittagong University.

Ques : Which country has eased Medical Visa Rules for Bangladeshi Patients?
Ans : China.

Ques : On what date gazette notification was published forming 'July Mass Uprising Directorate'?
Ans : 28 April 2025.

Ques : Which two Japanese farms signed an agreement with Bangladesh over the construction of Matarbari deep sea Port?
Ans : Japan's Penta-Ocean Construction Co. Ltd. and TOA Corporation.

Ques : What is the position of Bangladesh in World Press Freedom Index (WPFI)-2025?
Ans : 149th out of 180 countries.

Ques : What is the position of Bangladesh in UN Human Development Index (HDI) 2025?
Ans : 130th out of 193 countries.

Ques : Country's first Gharial Breeding Center has been inaugurated in—
Ans : Rajshahi.

International

Ques : On what date Pahalgam terror attack took place?
Ans : 22 April 2025.

Ques : What is the codename of the operation of India against Pakistan on 7 May 2025?
Ans : Operation Sindoor.

Ques : What is the codename of the operation of Pakistan against India on 10 May 2025?
Ans : Operation Bunyanum-Marsoos.

Ques : Internal displacement in 2024 according to IDMC—
Ans : 83.4 million.

Ques : First woman as the leader of Liberal Party of Australia (LP) and also opposition leader of parliament of Australia—
Ans : Sussan Ley.

Ques : Kurdistan Workers Party (PKK) is a militant group of which country?
Ans : Turkey.

Ques : What is the tariff rate of USA and China enacted mutually on 14 May 2025?
Ans : USA 30% (from 145%) and China 10% (from 125%).

Ques : Robert Francis Prevost known as pope Leo XIV is from—
Ans : USA.

Ques : Who wrote the book 'Heart Lamp'?
Ans : Banu Mushtaq.

Ques : Who wrote the book 'The Government of China'
Ans : China's President Xi Jinping.

Ques : Where is Alcatraz Island located?
Ans : San Francisco, California, United States.

Ques : The 51st G7 summit will be held from—
Ans : 15-17 June 2025 (in Kananaskis, Alberta, Canada).

Ques : What is Qassem Bassir?
Ans : An Iranian medium-range ballistic missile (MRBM).

Ques : Recently which country tests Fatah-II missile?
Ans : Pakistan.

Ques : Which Palestinian poet and author won Pulitzer prize 2025 on commentary?
Ans : Mosab Abu Toha.

Ques : Who is the Prime Minister of Yemen?
Ans : Salem Saleh bin Braik.

Ques : On what date was US-Ukraine minerals deal finalized?
Ans : 30 April 2025.

Ques : Incumbent Chancellor of Germany—
Ans : Friedrich Merz.

Ques : Who has become Pakistan's second Field Marshal?
Ans : Chief of Army Staff Asim Munir.

Ques : What is AG600?
Ans : World's largest civil amphibious aircraft in terms of takeoff weight built by China.

Ques : Which country unveils the world's first AI-powered hospital?
Ans : China.

Sports

Ques : Brazil's new men's national team coach—
Ans : Carlo Ancelotti.

Ques : Host country of 2025 Women's Cricket World Cup—
Ans : India (29 September–26 October 2025).

Ques : Leading Men's Cricketer in the World in the 2025 edition of Wisden Cricketers' Almanack—
Ans : Jasprit Bumrah.

Ques : Leading women's Cricketer in the World in the 2025 edition of Wisden Cricketers' Almanack—
Ans : Smriti Mandhana.

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

প্রশ্ন: ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত দেশে তৈরি পোশাকে পরিবেশবান্ধব কারখানা রয়েছে কয়টি?
উত্তর: ২৩৭টি।

প্রশ্ন: সম্প্রতি বাংলাদেশিদের জন্যে 'গ্রিন চ্যানেল' ভিসা ব্যবস্থা চালু করে কোন দেশ?
উত্তর: চীন।

প্রশ্ন: হজ অ্যাপ 'লাব্বাইক' উদ্বোধন করা হয় কবে?
উত্তর: ২৮ এপ্রিল ২০২৫।

প্রশ্ন: ধূমকেতু এক্সপ্লোরেশন টেকনোলজিস লিমিটেড (ধূমকেতুএক্স) দেশের প্রথম বাণিজ্যিক সাব-অরবিটাল রকেট 'বিদ্রোহী' উন্মোচন করে কবে?
উত্তর: ৬ মে ২০২৫।

প্রশ্ন: দেশে প্রথম AI সম্মেলন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে।

প্রশ্ন: দেশে প্রথম টার্ন টেবিল তৈরি করে 'মোস্ট ইনোভেটিভ টেকনোলজি লিডার অব দ্য ইয়ার' লাভ করেন কে?
উত্তর: প্রকৌশলী মো. তাসরুজ্জামান বাবু।

প্রশ্ন: পার্মানেন্ট কোর্ট অব আর্বিট্রেশন (PCA)-এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ পান কে?
উত্তর: বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী।

প্রশ্ন: ১৯ মে ২০২৫ সপ্তম বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন কে?
উত্তর: ইকরামুল হাসান শাকিল।

প্রশ্ন: দেশে পানি দূষণের শীর্ষ খাত কোনটি?
উত্তর: পোশাক কারখানা, দ্বিতীয় চামড়া শিল্প।

প্রশ্ন: সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির কার্যকর টিকা পাওয়ার হার সবচেয়ে বেশি কোন জেলায়?
উত্তর: ভোলায় (৯২.২%)।

প্রশ্ন: চট্টগ্রামের কালুরঘাটে কর্ণফুলী নদীর রেলসহ সড়ক সেতু নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় কবে?
উত্তর: ১৪ মে ২০২৫।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন: সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের নির্বাচনে টানা চতুর্থবারের মতো নিরঙ্কুশ জয় পায় কোন দল?
উত্তর: পিপল'স অ্যাকশন পার্টি (PAP)।

প্রশ্ন: কুখ্যাত আলকাট্রাজ কারাগার কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র।

প্রশ্ন: কানাডার নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম কী?
উত্তর: অনিতা আনন্দ।

প্রশ্ন: ১৯ মে ২০২৫ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্য কোন বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি করে?
উত্তর: প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, মৎস্যসম্পদ এবং যুব গতিশীলতা বিষয়ে।

প্রশ্ন: সম্প্রতি নির্বাচিত মার্কিন বংশোদ্ভূত নতুন পোপের নাম কী?
উত্তর: রবার্ট ফ্রান্সিস প্রিভোস্ট বা চতুর্দশ লিও।

প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সৌদি আরব সফর করেন কবে?
উত্তর: ১৩ মে ২০২৫।

প্রশ্ন: ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্মদিন ও যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী কবে পালিত হয়?
উত্তর: ১৪ জুন ২০২৫।

প্রশ্ন: অ-নেপালি ব্যক্তিদের মধ্যে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টে ১৯তম বারের মতো আরোহণ করেন কে?
উত্তর: ব্রিটিশ পর্বতারোহী কেন্টন কুল।

প্রশ্ন: কোন দেশের প্রেসিডেন্ট টানা ১৫ ঘণ্টার সংবাদ সম্মেলন করে বিশ্ব রেকর্ড করেন?
উত্তর: মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুহম্মদ মুইজ্জু।

প্রশ্ন: 'দ্য গভর্নমেন্ট অব চায়না' বইটির রচয়িতা কে?
উত্তর: সি চিন পিং।

প্রশ্ন: বিশ্বের বৃহত্তম উভচর বিমান AG600 তৈরি করে কোন দেশ?
উত্তর: চীন।

প্রশ্ন: কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (PKK) আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্তির ঘোষণা করা হয় কবে?
উত্তর: ১২ মে ২০২৫।

প্রশ্ন: গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন কোন দেশ গঠন করে?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র।

প্রশ্ন: বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) হাসপাতাল চালু করে কোন দেশ?
উত্তর: চীন।

প্রশ্ন: ২৬ এপ্রিল ২০২৫ PLO'র ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন কে?
উত্তর: হুসেন আল শেখ।

প্রশ্ন: ১০ মে ২০২৫ ভারতের বিরুদ্ধে চালানো পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের নাম কী?
উত্তর: অপারেশন বুনিয়ানুস মারসুস।

প্রশ্ন: বিশ্বের একমাত্র মাইসেটোমা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: সুদানে।

প্রশ্ন: সম্প্রতি আফ্রিকার কোন দেশ সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে?
উত্তর: মালি।

প্রশ্ন: RS-24 Yars কোন দেশের ক্ষেপণাস্ত্র?
উত্তর: রাশিয়া।

প্রশ্ন: ইয়েমেনের নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
উত্তর: সালেম বিন বুরাইক।

প্রশ্ন: ১৮ জুন ২০২৫ প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে।

প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন খনিজ সম্পদ চুক্তি স্বাক্ষর করে কবে?
উত্তর: ৩০ এপ্রিল ২০২৫।

প্রশ্ন: পাকিস্তানের ফেডারেল মন্ত্রিসভা দেশের সেনাপ্রধান জেনারেল সৈয়দ আসিম মুনীরকে কোন পদে পদোন্নতির অনুমোদন দেয়?
উত্তর: ফিল্ড মার্শাল।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রশ্ন: পেশাদার ফুটবল লিগে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় কোন ক্লাব?
উত্তর: মোহামেডান।

প্রশ্ন: ১৩তম নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর: ভারতে।

প্রশ্ন: সম্প্রতি আফগানিস্তানে কোন খেলাকে নিষিদ্ধ করা হয়?
উত্তর: দাবা খেলা।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

দশ দিগন্ত

নব-নিযুক্ত

বাংলাদেশ

- মহাপরিচালক, পেটেন্ট, শিল্প নকশা ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর (DPDT) : মো. জাহাঙ্গীর হোসেন; নিয়োগ ৫ মে ২০২৫।
- সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় : মো. মাহবুব-উল-আলম; নিয়োগ ৩০ এপ্রিল ২০২৫।

আন্তর্জাতিক

প্রধানমন্ত্রী

- ত্রিনিদাদ ও টোবাগো : কমলা প্রসাদ-বিশ্বেশ্বর; দায়িত্বগ্রহণ ১ মে ২০২৫। তিনি এর আগে ২৬ মে ২০১০-৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ মেয়াদে দেশটির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
- ইয়েমেন : সালেম সালেহ বিন ব্রেক; দায়িত্ব গ্রহণ ৩ মে ২০২৫।
- পেরু : এডুয়ার্দো আরনা ইয়াসা; দায়িত্ব গ্রহণ ১৪ মে ২০২৫।

প্রেসিডেন্ট

- টোগো : Jean-Lucien Savi de Tové; দায়িত্বগ্রহণ ৩ মে ২০২৫।
- রোমানিয়া : নিকুশর ডান; নির্বাচিত হন ১৮ মে ২০২৫।

বিবিধ

- ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ৫২তম প্রধান বিচারপতি : বি আর গাভাই; শপথ নেন ১৪ মে ২০২৫। তিনি ভারতের দ্বিতীয় তফসিল জাতিভুক্ত প্রধান বিচারপতি। এর আগে বিচারপতি কে জি বালাকৃষ্ণন ছিলেন প্রথম।

পাকিস্তানের দ্বিতীয় ফিল্ড মার্শাল

২০ মে ২০২৫ পাকিস্তানের ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে ফিল্ড মার্শাল র‍্যাংক পান দেশটির বর্তমান সেনাপ্রধান আসিম মুনির। পাকিস্তানের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান ছিলেন প্রথম ফিল্ড মার্শাল।

অনন্তলোক

♦ **মুস্তাফা জামান আব্বাসী (৮ ডিসেম্বর ১৯৩৬-১০ মে ২০২৫)** : বরেণ্য সংগীতশিল্পী, গবেষক ও লেখক। আব্বাসী ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ মুহম্মদ হোসেন খসরু এবং ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খাঁর নিকট সংগীতের তালিম গ্রহণ করেন। বাবা আব্বাসউদ্দীন আহমদ পল্লিগীতির কিংবদন্তি শিল্পী। তার বড় ভাই মোস্তফা কামাল ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও বোন ফেরদৌসী রহমান সংগীতশিল্পী। ১৯৫৬ সালে টেলিভিশনে ও ১৯৬৪ সালে বেতারে গান গাওয়া শুরু করেন। তার উপস্থাপনায় বিটিভির 'ভরা নদীর বাঁকে', 'আমার ঠিকানা', 'আপন ভুবন' প্রভৃতি অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তা পায়। সংগীতে অবদানের জন্য তিনি ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত একুশে পদকে ভূষিত হন।

♦ **দাউদ হায়দার (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-২৬ এপ্রিল ২০২৫)** : কবি, লেখক ও সাংবাদিক। তিনি পাবনার দোহারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সত্তরের দশকের শুরুর দিকে দাউদ হায়দার দৈনিক সংবাদ-এর সাহিত্য পাতার সম্পাদক ছিলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সাহিত্য পাতায় 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায় কালো বন্যায়' নামের একটি কবিতা লেখেন। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মামলায় ২১ মে ১৯৭৪ দাউদ হায়দারকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি ১৩ বছর কলকাতায় ছিলেন।

♦ **হোসে মুজিকা (২০ মে ১৯৩৫-১৩ মে ২০২৫)** : 'পেপে' নামে পরিচিত উরুগুয়ের সাবেক প্রেসিডেন্ট। ১ মার্চ ২০১০-১ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত উরুগুয়ে শাসন করা সাবেক এই গেরিলা তার বেতনের বেশির ভাগ অংশ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করে 'বিশ্বের দরিদ্রতম প্রেসিডেন্ট' হিসেবে খ্যাতি পান। ১৯৬০-এর দশকে তিনি টুপামারোস ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্ট (MLN-T) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। ১৯৭০ ও ১৯৮০ দশকে মুজিকা ১৪ বছরের বেশি সময় কারাগারে ছিলেন।

প্রাইজবন্ডের ১১৯তম ড্র

৩০ এপ্রিল ২০২৫

পুরস্কার	মূল্যমান টাকা	প্রাইজবন্ড নং
প্রথম	৬,০০,০০০	০২৬৪২৫৫
দ্বিতীয়	৩,২৫,০০০	০৩৯৮০৬৮
তৃতীয় (২টি)	১,০০,০০০	০২৩৯১৬৪ ও ০৪৪২৯৫৮
চতুর্থ (২টি)	৫০,০০০	০১৫৮৬৪৯ ও ০২৩০২২৪

- পঞ্চম পুরস্কার (৪০টি) ১০,০০০ টাকা।

০০১২২০৬	০২৩৯৩১০	০৩৯০০২৫	০৫৭০২৮৫	০৭৯৩৯৬০
০০২১২২২	০২৪৩৩৩০	০৪০৪১৪৯	০৫৯১১৭৭	০৮২৩৮৫০
০০৪৮৫১৯	০২৪৪০০৪	০৪১৯৮৮৩	০৫৯৫২২০	০৮২৯০২৪
০০৫৪২১৬	০২৮১৬১২	০৪৪৯৮৬৭	০৬১৬৮৭৯	০৮৬৫৪৩২
০০৬৪৯৯৩	০৩১১১৩৯	০৪৭৩৮৪০	০৬৬৫১৪৭	০৮৭৯২৬৬
০০৬৯৭৯৬	০৩৪৩০৭৫	০৪৮৯৯৩৩	০৭২৬৮২০	০৯৫১৫৩৮
০০৮৭৫৫৯	০৩৫৭৪৮৪	০৪৯৪৫৮৩	০৭৭০৭৮২	০৯৬৩৮২৬
০১৪৫৪৯০	০৩৫৭৭৩০	০৪৯৭১৪১	০৭৮৩৯৩৪	০৯৬৮৬৫৩

বি.দ্র. প্রাইজবন্ডের পুরস্কারের দাবি 'ড্র' এর তারিখ হতে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে গ্রহণযোগ্য।

• মাদ্রিদ আরবি শব্দ থেকে উদ্ভূত; যার অর্থ Place of many Streams

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

সম্মেলন-বৈঠক

■ **বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলন (WHA)**
আয়োজন : ৭৮তম | সময়কাল : ১৯-২৭ মে ২০২৫ | স্থান : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড | সম্মেলনের প্রতিপাদ্য— Health Assembly is : One World for Health।

■ **আরব লীগ সম্মেলন**
আয়োজন : ৩৪তম | সময়কাল : ১৭ মে ২০২৫ | স্থান : বাগদাদ, ইরাক।

■ **কাতার ইকোনমিক ফোরাম**
আয়োজন : পঞ্চম | সময়কাল : ২০-২২ মে ২০২৫ | স্থান : দোহা, কাতার।

■ **ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের (IsDB) বার্ষিক বৈঠক**
৫০তম | সময়কাল : ১৯-২২ মে ২০২৫ | স্থান : আবদেলতিফ রাহাল, আলজিয়ার্স

■ **এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) বার্ষিক বৈঠক**
আয়োজন : ৫৮তম | সময়কাল : ৪-৭ মে ২০২৫ | স্থান : মিলান, ইতালি | ৫৯ তম বার্ষিক সভা : ৩-৬ মে ২০২৬: সমরখন্দ, উজবেকিস্তান।

■ **G7 শীর্ষ সম্মেলন**
আয়োজন : ৫১ তম | সময়কাল : ১৫-১৭ জুন ২০২৫ | স্থান : আলবার্টা, কানাডা।

দিবস প্রতিপাদ্য : মে

জাতীয়

১৬ : ঐতিহাসিক ফারাক্কা দিবস।

সপ্তাহ

৭-১৩ : নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ। প্রতিপাদ্য— দূষণমুক্ত নদী ও নিরাপদ নৌযান, সুস্থ থাকবে পরিবেশ, রক্ষা হবে প্রাণ।

২৯ এপ্রিল-২ মে : পুলিশ সপ্তাহ। প্রতিপাদ্য— আমার পুলিশ আমার দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ।

১০-১৫ : জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ। প্রতিপাদ্য— মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করি, বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি।

আন্তর্জাতিক

১ : মহান মে দিবস। প্রতিপাদ্য— শ্রমিক-মালিক এক হয়ে, গড়বো এ দেশ নতুন করে।

৩ : বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস। প্রতিপাদ্য— সাহসী নতুন দুনিয়ায় সাংবাদিকতা-সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব।

৪ : আন্তর্জাতিক অগ্নিনির্বাপক দিবস।
: (মে মাসের প্রথম রবিবার) : বিশ্ব হাসি দিবস।

৫ : আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফারি বা ধাত্রী দিবস। প্রতিপাদ্য— মিডওয়াইফ : প্রতিটি সংকট মোকাবিলায় অপরিহার্য।

৬ : (মে মাসের প্রথম মঙ্গলবার) : বিশ্ব অ্যাজমা বা হাঁপানি দিবস। প্রতিপাদ্য— ইনহেলার চিকিৎসা সবার নাগালে রাখুন।

৭ : বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স দিবস।

৮ : বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস। প্রতিপাদ্য— থ্যালাসেমিয়ার জন্য সামাজিক ঐক্য গড়ি, রোগীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করি।
: বিশ্ব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস।
: বিশ্ব গাধা দিবস।

১০ : (মে মাসের দ্বিতীয় শনিবার) : বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস।

১১ : (মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার) : বিশ্ব মা দিবস।

১২ : আন্তর্জাতিক নার্স দিবস। প্রতিপাদ্য— আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ, নার্সিং পেশার উন্নতি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।

১৫ : (মে মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার) : বিশ্ব প্রবেশগম্যতা সচেতনতা দিবস।।
: আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস। প্রতিপাদ্য— পরিবারকে ঘিরেই টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি গড়া।

১৬ : আন্তর্জাতিক আলোক দিবস।

১৭ : বিশ্ব উচ্চ রক্তচাপ দিবস।
: বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস। প্রতিপাদ্য— ডিজিটাল রূপান্তরে নারী-পুরুষের সমতায়ন।

১৮ : আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। প্রতিপাদ্য— দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে জাদুঘরের ভবিষ্যৎ।
: বিশ্ব এইডস ভ্যাকসিন দিবস।

২০ : বিশ্ব পরিমাপ দিবস। প্রতিপাদ্য— সর্বকালেই পরিমাপ সকলের জন্য।
: বিশ্ব মৌমাছি দিবস।

২১ : আন্তর্জাতিক চা দিবস।

২২ : আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস।

২৩ : আন্তর্জাতিক ফিস্টুলা সচেতনতা দিবস।

২৫ : বিশ্ব থাইরয়েড দিবস।

২৮ : বিশ্ব নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস।

২৯ : আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস।

৩১ : বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস।

দুই দিবস একসাথে

ব্যয় সাশ্রয়ে 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস' এবং 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস' একই সঙ্গে ২০ অক্টোবর পালন করা হবে। ৩০ এপ্রিল ২০২৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ বিষয়ে পরিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ২০ অক্টোবর 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস' পালিত হয়। এর আগে ২৭ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস' উদ্‌যাপিত হতো, নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস'-এর নির্ধারিত তারিখে 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস' পালিত হবে এবং প্রতি বছর ২০ অক্টোবর 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস' পালিত হবে।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

পদক-পুরস্কার

সিলভার স্টেভি অ্যাওয়ার্ড

বাংলাদেশে প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে ট্রেনের ইঞ্জিন ও কোচ ঘোরানোর জন্য টার্ন টেবিল তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে 'সিলভার স্টেভি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫' পান লালমনিরহাট রেলওয়ে বিভাগের প্রকৌশলী তাসরুজ্জামান বাবু। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্টেভি অ্যাওয়ার্ড ইনকরপোরেশন থেকে 'মোস্ট ইনোভেটিভ টেকনোলজি লিডার অব দ্য ইয়ার' ক্যাটাগরিতে ১৭ এপ্রিল ২০২৫ পদকজয়ী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করা হয়।

রবীন্দ্র পুরস্কার

বাংলা একাডেমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২০১০ সাল থেকে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রবর্তন করে। প্রতি বছর দুইজনকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০২৫ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন বিশিষ্ট গবেষক ড. অসীম দত্ত ও প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী এ এম এম মহীউজজামান চৌধুরী ময়না।

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম পুরস্কার

২০২৫ সালের 'ইউনেস্কো/গিলেরমো ক্যানো বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম পুরস্কার' লাভ করে নিকারাগুয়ার সবচেয়ে পুরোনো পত্রিকা La Prensa। প্রেসিডেন্ট দানিয়েল ওর্তেগা নিজের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে গিয়ে সংবাদ মাধ্যমটির ওপর চড়াও হন। এতে এর কর্মীরা বাধ্য হয়ে দেশের বাইরে থেকে অনলাইন সংস্করণ চালিয়ে আসছেন। এ পুরস্কারের অর্থমূল্য হিসেবে বিজয়ী বা বিজয়ীদের ২৫,০০০ মার্কিন ডলার ও পদক প্রদান করা হয়।

নজরুল পুরস্কার

- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রবর্তিত ২০২৩ সালের নজরুল পুরস্কার লাভ করেন অধ্যাপক ইরশাদ আহমেদ শাহীন এবং রুমী আজনবী। এছাড়া ২০২৪ সালের নজরুল পুরস্কার লাভ করেন কবি আবদুল হাই শিকদার এবং নাসিম আহমেদ।
- বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রবর্তিত ২০২৫ সালের নজরুল পুরস্কার লাভ করেন অধ্যাপক আনোয়ারুল হক এবং সংগীতশিল্পী শবনম মুশতারী।

আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার

২০ মে ২০২৫ ঘোষণা করা হয় ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার। ছোটগল্পের সংকলন Heart Lamp-এর জন্য ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার লাভ করেন ভারতীয় লেখক, আইনজীবী ও অধিকারকর্মী বানু মুশতাক। বানু মুশতাক কান্নাড়া ভাষায় লেখালেখি করেন। এই ভাষার লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম বুকার পুরস্কার পেলেন। ছোটগল্পের সংকলন কান্নাড়া ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন দীপা ভাস্তি। পুরস্কারের ৫০,০০০ পাউন্ড বিজয়ী ও অনুবাদককে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া হয়। Heart Lamp-এ ১২টি গল্প সংকলিত হয়। গল্পগুলোতে দক্ষিণ ভারতের মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন জীবন ফুটে উঠেছে।

পুলিৎজার পুরস্কার

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 'পুলিৎজার পুরস্কার' সাংবাদিকতার নোবেল হিসেবেও খ্যাত। ১৯১৭ সাল থেকে এ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকতা ছাড়াও সাহিত্য, সংগীত ও নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির একটি বোর্ড প্রতিবছর এ পুরস্কার ঘোষণা করে। ৫ মে ২০২৫ এবারের পুলিৎজার বিজয়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করা হয়। ২০২৫ সালের বিজয়ী—

■ সাংবাদিকতা

- ♦ পাবলিক সার্ভিস : ProPublica
- ♦ ব্রেকিং নিউজ রিপোর্টিং : The Washington Post
- ♦ তদন্তমূলক প্রতিবেদন : Reuters
- ♦ ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন : The New York Times
- ♦ স্থানীয় প্রতিবেদন : The New York Times
- ♦ জাতীয় প্রতিবেদন : The Wall Street Journal
- ♦ আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন : The New York Times
- ♦ ফিচার রচনা : Esquire
- ♦ ভাষ্য : The New Yorker
- ♦ সমালোচনা : Bloomberg CityLab
- ♦ সম্পাদকীয় রচনা : Houston Chronicle
- ♦ ব্রেকিং নিউজ আলোকচিত্র : The New York Times
- ♦ ফিচার আলোকচিত্র : The New Yorker
- ♦ অডিও রিপোর্টিং : The New Yorker

■ সাহিত্য

- ♦ কল্পকাহিনী : James (পার্সিভাল এভারেট)
- ♦ নাটক : Purpose (ব্র্যান্ডেন জ্যাকবস-জেনকিন্স)
- ♦ জীবনী : Every Living Thing : The Great and Deadly Race to Know All Life (জেসন রবার্টস)
- ♦ স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনী : Feeding Ghosts : A Graphic Memoir (টেসা হালস)
- ♦ কবিতা : New and Selected Poems (মেরি হাও)

■ সংগীত : Sky Islands (সুসিয়ে ইবাররা)

স্পেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক Banco de España

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

রিপোর্ট-সমীক্ষা

বেসিক স্ট্যাটিস্টিকস

প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৫ । প্রকাশক : এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) । অন্তর্ভুক্ত দেশ : ৪৬টি; তালিকায় জাপান নেই । সূচকের শিরোনাম : Basic Statistics 2025 ।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী—

GDP'তে শীর্ষ ১০ দেশ ($ বিলিয়ন)

দেশ	GDP	দেশ	GDP
চীন	১৮,৯৫৬.৭	সিঙ্গাপুর	৫৪৭.৪
ভারত	৩,৯১১.৪	থাইল্যান্ড	৫৪০.৫
দক্ষিণ কোরিয়া	১,৮৬৯.৫	ভিয়েতনাম	৪৭৬.৩
ইন্দোনেশিয়া	১,৩৯৬.৩	ফিলিপাইন	৪৬১.৪
তাইওয়ান	৭৯৫.৯	বাংলাদেশ	৪৫০.৫

বৈশ্বিক সামরিক ব্যয়

প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৫ । প্রকাশক : Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) । শিরোনাম : Trends in World Military Expenditure, 2024 ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- ২০২৪ সালে সামরিক ব্যয়ে শীর্ষ ৫ দেশ (বি.মা.ড.) ➤ ১. যুক্তরাষ্ট্র (৯৯৭), ২. চীন (৩১৪), ৩. রাশিয়া (১৪৯), ৪. জার্মানি (৮৮.৫) ও ৫. ভারত (৮৬.১)।

বৈশ্বিক অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত প্রতিবেদন

প্রকাশ : মে ২০২৫ । প্রকাশক : Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) । প্রতিবেদনের শিরোনাম : Global Report on Internal Displacement 2025 ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- ২০২৪ সালে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৮৩.৪ মিলিয়ন ।
- দুর্যোগের কারণে ৭৩.৫ মিলিয়ন ও সংঘাত-সহিংসতার কারণে ৯.৮ মিলিয়ন মানুষ উদ্বাস্তু হয়।

বাস্তুচ্যুত

সংঘাত ও সহিংসতায়		দুর্যোগে	
দেশ	সংখ্যা (মিলিয়ন)	দেশ	সংখ্যা
সুদান	১১.৬	আফগানিস্তান	১,৩০,০০,০০০
সিরিয়া	৭.৪	শাদ	১,২০,০০,০০০
কলম্বিয়া	৭.৩	ফিলিপাইন	১,০০,০০,০০০
গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	৬.২	ইথিওপিয়া	৭,৫৭,০০০
ইয়েমেন	৪.৮	সোমালিয়া	৭,৩৩,০০০
অন্যান্য দেশ	৩৬.৩	অন্যান্য দেশ	৪,৯০,০০,০০০

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক

প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৫ । প্রকাশক : The Heritage Foundation, যুক্তরাষ্ট্র। অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৭৬। সূচকের শিরোনাম : 2025 Index of Economic Freedom ।

সূচক অনুযায়ী—

- শীর্ষ দেশ : সিঙ্গাপুর ♦ সর্বনিম্ন দেশ : উত্তর কোরিয়া
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ১০২. ভুটান, ১২২. বাংলাদেশ, ১২৮. ভারত, ১৩১. নেপাল, ১৪৮. শ্রীলংকা, ১৫০. পাকিস্তান ও ১৫৫. মালদ্বীপ ।

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচক

প্রকাশ : ২ মে ২০২৫ । প্রকাশক : ফ্রান্সভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা Reporters Without Borders (RSF) । অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৮০টি । প্রতিবেদনের শিরোনাম : RSF World Press Freedom Index 2025 । **সূচক অনুযায়ী—**

- সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতে ➤ শীর্ষ দেশ : নরওয়ে • খারাপ দেশ : ইরিত্রিয়া ।
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ৯০. নেপাল, ১০৪. মালদ্বীপ, ১৩৯. শ্রীলংকা, ১৪৯. বাংলাদেশ, ১৫১. ভারত, ১৫২. ভুটান, ১৫৮. পাকিস্তান ও ১৭৫.আফগানিস্তান।

ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪

৪র্থ কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর)

প্রকাশ : ১৮ মে ২০২৫

ক্যাটাগরি		২০২৪ [১৯তম ICLS অনুযায়ী]	
		৪র্থ কোয়ার্টার	বার্ষিক
মিলিয়ন	শ্রমশক্তি	৫৮.৯৩	৬০.২৬
	কর্মে নিয়োজিত	৫৬.২০	৫৭.৫৬
	বেকার	২.৭৩	২.৭০
	শ্রমশক্তির বাহিরে	৬২.৮১	৬১.৫১
	যুব শ্রমশক্তি (১৫-২৯ বছর)	২৩.৯৮	২২.৬২
বেকারত্ব (%)		৪.৬৩	৪.৪৮
শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণকারী (%)		৬৮.০৯	৬৯.১১

সেক্টরভিত্তিক কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী (মিলিয়ন)

খাত	২০২৪ [১৩তম ICLS অনুযায়ী]	
	৪র্থ কোয়ার্টার	বার্ষিক
কৃষি	৩১.০৫	৩০.৮৭
শিল্প	১১.৬২	১২.০১
সেবা	২৫.৪২	২৬.২৩
মোট	৬৮.০৯	৬৯.১১

BCS নোটিশ

- ৪৬তম বিসিএস লিখিত ➤ আবশ্যিক : ২৪ জুলাই-৩ আগস্ট ২০২৫ ♦ পদ সংশ্লিষ্ট ১০-২১ আগস্ট ২০২৫
- ৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্ট (MCQ Type) ➤ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
- ৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) প্রিলিমিনারি পরীক্ষা

  মোট নম্বর ২০০ ➤ মেডিকেল সায়েন্স বিষয়ে ১০০ ♦ সাধারণ বিষয়ে ১০০

  সাধারণ বিষয়ের নম্বর বণ্টন ➤ বাংলা ২০ । ইংরেজি ২০ । বাংলাদেশ বিষয়াবলি ২০ । আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি ২০ । গাণিতিক যুক্তি ১০ । মানসিক দক্ষতা ১০

স্পেনের পূর্বের মুদ্রার নাম পেস্টা

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

দেশ পরিক্রমা

সুন্দরবনে শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)-এর ধারা ৫-এর ক্ষমতাবলে সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চারপাশে ১০ কিমি এলাকাজুড়ে ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার (ECA) মধ্যে নতুন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। ১২ মে ২০২৫ প্রজ্ঞাপনে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এর আগে ২১ এপ্রিল ২০২৫ জাতীয় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নির্বাহী কমিটির ১৬তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন

৮ মে ২০২৫ আইন ও বিচার বিভাগ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সাবেক বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন করে। ট্রাইব্যুনালের সদস্য পদে নিয়োগ পান অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মঞ্জুরুল বাছিদ এবং মাদারীপুরের জেলা ও দায়রা জজ নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রাপ্ত অভিযোগ, অভিযুক্তের সংখ্যা ও দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন করা হয়। এছাড়া প্রজ্ঞাপনে বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদার, বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বিদ্যমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

প্রাথমিকে নতুন অধিদপ্তর

১৯ মার্চ ২০২৫ প্রাথমিক শিক্ষার মান পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আরও একটি নতুন অধিদপ্তর গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট (Compulsory Primary Education Implementation Monitoring Unit) রূপান্তর করে হচ্ছে নতুন এই অধিদপ্তর। এর নাম প্রস্তাব করা হয় 'প্রাথমিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিদপ্তর'। এই অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষার মান পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা এবং সুপারিশ প্রণয়ন করবে। এছাড়াও ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও বক্তব্য প্রচারসহ বিভিন্ন কাজও করবে।

ক্যানসার শনাক্তে জিন প্রযুক্তি

২৪ এপ্রিল ২০২৫ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (icddr,b) জিনোম সিকোয়েন্সিং-ভিত্তিক ক্যানসার শনাক্ত শুরু করে। এর ফলে দেশে ক্যানসার শনাক্তে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। icddr,b আন্তর্জাতিক ও সর্বোচ্চ গুণমান নিশ্চিত করে Next-Generation Sequencing (NGS)-ভিত্তিক ক্যানসার শনাক্তের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এতে অল্প সময়ে ক্যানসার শনাক্তের প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। এছাড়া কোনো ওষুধ ক্যানসারের ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে থাকলে, তা-ও রোগীকে জানিয়ে দেবে icddr,b। নমুনা মহাখালী, মিরপুর, মতিঝিল, ধানমন্ডি, উত্তরা, নিকেতন, গুলশান ও বারিধারার icddr,b'র ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও বুথে জমা দেওয়া যাবে। ক্যানসার ভেদে নমুনা পরীক্ষার ফি ১১-৩৪ হাজার টাকা। বর্তমান যুগে তিনভাবে বা তিন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্যানসার শনাক্ত হয়। এগুলো হলো Immunohistochemistry (IHC), Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) এবং Next-Generation Sequencing (NGS)।

এভারেস্ট জয়ী ৭ বাংলাদেশি

নাম	এভারেস্ট জয়	বিশেষ তথ্য
মুসা ইব্রাহীম	২৩ মে ২০১০	প্রথম এভারেস্ট জয়ী
এম এ মুহিত	২১ মে ২০১১ ১৯ মে ২০১২	দু'বার এভারেস্ট জয়ী
নিশাত মজুমদার	১৯ মে ২০১২	প্রথম নারী এভারেস্ট জয়ী
ওয়াসফিয়া নাজরীন	২৬ মে ২০১২	দ্বিতীয় নারী এভারেস্ট জয়ী
মো. খালেদ হোসাইন	২০ মে ২০১৩	তিনি নেমে আসার পথে মৃত্যুবরণ করেন
বাবর আলী	১৯ মে ২০২৪	ষষ্ঠ এভারেস্ট জয়ী
ইকরামুল হাসান শাকিল	১৯ মে ২০২৫	সবচেয়ে বেশি পথ হেঁটে এভারেস্ট জয় করেন

মুসা ইব্রাহীম

নিশাত মজুমদার

ইকরামুল হাসান শাকিল

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

তিন অর্থবছরে GDP'র আকার প্রক্ষেপণ

সম্প্রতি আগামী তিন আর্থিক বছরের জন্য GDP'র হিসাব প্রক্ষেপণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়। এছাড়া চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে GDP'র আকারও সংশোধন করে অর্থ বিভাগ। ৬ জুন ২০২৪ যখন বাজেট দেওয়া হয় তখন চলতি বছরের GDP'র আকার প্রক্ষেপণ করা হয় ৫৫,৯৭,৪১৪ কোটি টাকা। এখন তা সংশোধন করে ৫৬,৪৫,২৩৮ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়।

অর্থবছর	GDP'র আকার (কোটি টাকা)
২০২৫-২৬	৬২,৪৪,৫৭৮
২০২৬-২৭	৬৯,১৭,১৯০
২০২৭-২৮	৭৬,৭৬,১২০

সিলেট থেকে কার্গো ফ্লাইট

২৭ এপ্রিল ২০২৫ সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কার্গো ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়। এর মাধ্যমে ঢাকার বাইরে প্রথম মালবাহী ফ্লাইট পরিচালনাকারী বিমানবন্দর হিসেবে যাত্রা শুরু করে ওসমানী বিমানবন্দর। এত দিন ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধার আওতায় ভারতের পেট্রাপোল ও গেদে স্থলবন্দর ব্যবহার করে তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানি করত বাংলাদেশ। কিন্তু কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ৮ এপ্রিল ২০২৫ ভারত এ সুবিধা বাতিল করে। এরপর বিকল্প হিসেবে কার্গো ফ্লাইট পরিচালনার জন্য ওসমানী বিমানবন্দর ব্যবহারের উদ্যোগ নেয় সরকার।

- কার্গো বিমান (Cargo Aircraft) হলো স্থির-উইং বিমান যা যাত্রীদের পরিবর্তে মালবাহী পরিবহনের জন্য ডিজাইন বা রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এমিরেটস, ক্যাথে প্যাসিফিক, কাতার এয়ারওয়েজ, তুর্কিশ এয়ারলাইন্স এবং ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের মতো বড় এয়ারলাইন্সগুলো কেবল এইচএসআইএ থেকে কার্গো ফ্লাইট পরিচালনা করছে।

১৩তম সিটি কর্পোরেশন বগুড়া

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বগুড়া সিটি কর্পোরেশন গঠনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে একটি প্রাথমিক প্রস্তাবনা পাঠানো হয়। এরপর ১০ এপ্রিল ২০২৫ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা থেকে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশনা দেওয়া হয়। বগুড়া পৌরসভা এলাকার ২১টি ওয়ার্ডের মৌজাগুলোকে নিয়ে বগুড়া সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৭ এপ্রিল ২০২৫ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখা থেকে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এ বিষয়ে কারো মতামত বা আপত্তি থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসনে জানানোর অনুরোধ করা হয়। আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য অতিরিক্ত ১৫ দিনসহ মোট ৪৫ দিনের মধ্যে বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। উল্লেখ্য, ১ জুলাই ১৮৭৬ বগুড়া পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১ আগস্ট ১৯৮১ পৌরসভাটি 'ক' শ্রেণির মর্যাদা পায়। কালক্রমে এর আয়তন বেড়ে দাঁড়ায় ১৪.৭৬ বর্গকিলোমিটার। এরপর ২০০৪ সালে বর্ধিত করে ৬৯.৫৬ বর্গকিলোমিটার করা হয়। সিটি কর্পোরেশনের জন্য ন্যূনতম আয়তন হতে হয় কমপক্ষে ২৫ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা হতে হয় ৪ লাখ। বর্তমানে এর জনসংখ্যা ৪,৮৫,৯৪৪ জন। বগুড়া সিটি কর্পোরেশনের স্বীকৃতি পেলে এটি হবে দেশের ১৩তম সিটি কর্পোরেশন।

এক ঠিকানায় নাগরিক সেবা

এক ঠিকানায় সকল নাগরিক সেবা পৌঁছে দিতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের উদ্যোগে আসছে নতুন সেবা আউটলেট 'নাগরিক সেবা বাংলাদেশ' (Nagorik Sheba Bangladesh), যার সংক্ষেপিত রূপ 'নাগরিক সেবা' (Nagorik Sheba)। ১ মে ২০২৫ থেকে সেবাদাতা হিসেবে ব্যক্তি উদ্যোক্তারা আবেদন করতে পারছেন। চলমান ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকেও এখানে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে। আগ্রহী উদ্যোক্তাদের www.nagoriksheba.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনের অনুরোধ করা হয়। শুরুতে একশো সেবা দিয়ে এ কার্যক্রম শুরু হবে। উল্লেখ্য, 'নাগরিক সেবা' কেন্দ্রে আবেদনের পরে নাগরিককে আবেদনের জন্য 'প্রিন্টেড পেপার' নিয়ে কোনো সরকারি বা আধা বেসরকারি অফিসে যেতে হবে না। বরং সেবা কেন্দ্রের সাইট থেকে অনলাইনে জমা দেওয়া অবেদন সরাসরি ট্র্যাকিং নাম্বারসহ সংশ্লিষ্ট অফিসে পৌঁছে দেওয়া হবে।

'নাগরিক সেবা বাংলাদেশ' এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে প্রশিক্ষিত ও নিবন্ধিত উদ্যোক্তারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় থেকে এই সেবা সরবরাহ করতে পারবেন।

উদ্যোগের আওতায় থাকছে— নাগরিক পরিচয় পত্র, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক আবেদন। পরিচয়পত্র সংশোধন ও পুনর্মুদ্রণ। ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ও আবেদন, সিঙ্গেল ল্যান্ড সার্ভিস গেটওয়ে। নতুন পাসপোর্টের আবেদন, পাসপোর্ট নবায়ন। অনলাইন জিডি। আয়কর রিটার্ন আবেদন। ভ্যাট চালান জমাদান আবেদন। ট্রেড লাইসেন্স ও ট্রেড মার্ক আবেদন। বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ভাতা ও অনুদানের আবেদন। বিদ্যুৎ পানি গ্যাসসহ সকল ইউটিলিটি বিল। ড্রাইভিং লাইসেন্স, যানবাহন রেজিস্ট্রেশন নবায়ন। শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কৃষি সেবা। ড্রাইভিং লাইসেন্স, যানবাহন রেজিস্ট্রেশন নবায়ন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল সেবা।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

হজ অ্যাপ লাব্বাইক

হজযাত্রার সময় ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, স্থানীয় অবকাঠামো সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং জরুরি সহায়তার প্রয়োজনীয়তার মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় মোবাইল অ্যাপ— 'লাব্বাইক' উন্মোচন করে। ২৮ এপ্রিল ২০২৫ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস মোবাইল অ্যাপ 'লাব্বাইক' (Labbaik) উদ্বোধন করেন। 'লাব্বাইক' অ্যাপটি হজযাত্রীর ফ্লাইট তথ্য, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, লোকেশন ট্র্যাকিং, ধর্মীয় সহায়িকা এবং জরুরি সহায়তার মতো সকল প্রয়োজনীয় সেবা একত্র করেছে। হজযাত্রীরা বিপদে পড়লে বা হারিয়ে গেলে এসওএস বাটনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সহায়তা পাবেন। ফ্লাইট কোড, বোর্ডিং সময় এবং লাগেজের ওজন সীমার বিস্তারিত তথ্য সেবা পাবেন।

নতুন সারের গুদাম

১৩ মে ২০২৫ সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে সার মজুতের জন্য দুটি গুদাম নির্মাণের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এর একটি হবে নেত্রকোনায়, অন্যটি ময়মনসিংহে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের 'সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহে সারের গুদাম নির্মিত হবে। নেত্রকোনার গুদামটি হবে ১০,০০০ টন সার ধারণক্ষমতার। আর ময়মনসিংহেরটি হবে ২৫,০০০ টন ধারণক্ষমতার। গুদাম দুটি তৈরি হবে ইস্পাত দিয়ে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (BCIC) এই দুটি গুদাম তৈরির বাস্তবায়নকারী সংস্থা। উল্লেখ্য, ৪ নভেম্বর ২০১৮ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) ৩৪টি গুদাম তৈরির প্রকল্প অনুমোদন পায়।

রংপুরে নতুন রাডার স্টেশন

১১ মে ২০২৫ রংপুরে নবনির্মিত ডপলার রাডার স্টেশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। নতুন রাডার স্টেশনের মাধ্যমে মেঘের অবস্থান, গতি, দিক, তাপমাত্রা জানা ও বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে। রংপুর নগরের কলেজ রোড মাস্টারপাড়া এলাকায় ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের অধীনে আবহাওয়া, রাডার ও ভূ-কম্পন পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করা হয়। আড়াই একর জমির ওপর নির্মিত এ কেন্দ্রে জাপান সরকারের অর্থায়নে ১৯৯৯ সালে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কনভেনশনাল রাডার স্থাপন করা হয়। রাডারটির আয়ুষ্কাল ছিল ১০ বছর। কিন্তু ২০০৭ সালে রাডারে ত্রুটি ধরা পড়ে। ২০১২ সালে এটি পুরোপুরি বিকল হয়ে যায়। ৩১ মার্চ ২০২৩ নতুন রাডার স্থাপনের কাজ শুরু হয়।

ঢাবি ক্যাম্পাসে বৈদ্যুতিক শাটল বাস

১২ মে ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয় বৈদ্যুতিক শাটল বাস সার্ভিস। 'গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন'-এর উদ্যোগে চালু হওয়া শব্দ ও ধোঁয়াহীন চারটি শাটল বাস প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত তিনটি নির্ধারিত রুটে চলাচল করছে। কুয়েত মৈত্রী হল ও তৎসংলগ্ন হলের শিক্ষার্থীরা এ সেবার আওতায় থাকবেন। প্রাথমিকভাবে চারটি রুটে ক্যাম্পাসে বৈদ্যুতিক শাটল গাড়িগুলো চলবে। প্রতিটি শাটলে ১৪ জন করে বসতে পারবেন। ঢাবিতে শাটল বাসসেবা চালু হয় ২০২৪ সালে। তিনটি

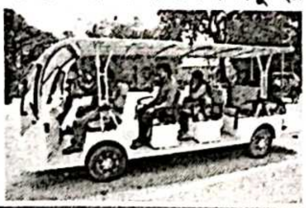

নন-এসি মিনিবাস সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চক্রাকারে ক্যাম্পাসে তিনটি রুটে চলাচল করে।

দেশের প্রথম জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য

৭ মে ২০২৫ 'বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২'-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার রাজশাহী জেলার দুটি জলাভূমিকে দেশের প্রথম 'জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য' ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। ১৫ মে ২০২৫ যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। অভয়ারণ্য দুটি হলো রাজশাহীর তানোর উপজেলার বিলজোয়ানিয়া মৌজার ১.৬৫ একর জলাভূমি এবং গোদাগাড়ী উপজেলার বিলভালা মৌজার ১৫.০৮ একর জলাভূমি। শীত মৌসুমে বিলজোয়ানিয়া ও বিলভালা জলাভূমি দেশি ও পরিযায়ী পাখির অন্যতম নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত। এসব বিলে কালেম, কোড়া, ডাহুক, গুড়গুড়ি, জলপিপি, জলময়ূরসহ দেশীয় জলচর পাখির পাশাপাশি বালি হাঁস, পাতি সরালি, বড় সরালি, পিয়াং হাঁস, খুন্তে হাঁস ও ভূতি হাঁসের মতো পরিযায়ী পাখি অবাধে বিচরণ করে। এছাড়া প্রায় শতাধিক পাখির পাশাপাশি উভচর, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীরও বাস রয়েছে এই জলাভূমিগুলোতে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

সরকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করেছে। ২৩ এপ্রিল ২০২৫ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর' নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে। ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জুলাই অধিদপ্তর করার উদ্দেশ্য তুলে ধরে সরকার। এতে বলা হয়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ, গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের পরিবার এবং আহত ছাত্র-জনতার পুনর্বাসনসহ গণঅভ্যুত্থানের আদর্শ ও চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হবে এ অধিদপ্তরের উদ্দেশ্য।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বিশ্বের শীর্ষ পরিবেশবান্ধব কারখানা

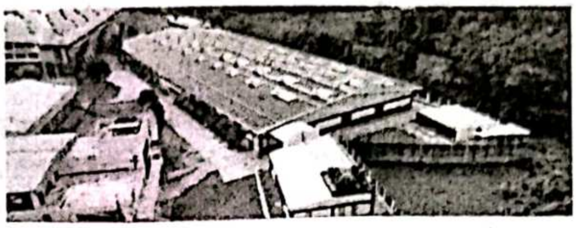

গাজীপুরের তাসনিয়া ফেব্রিকস লিড সনদে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বিশ্বের শীর্ষ পরিবেশবান্ধব কারখানার স্বীকৃতি অর্জন করেছে। কারখানাটির প্রশাসনিক ভবন ১১০ নম্বরের মধ্যে পায় ১০৭। ৮ মে ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্রের U.S. Green Building Council (USGBC) থেকে পরিবেশবান্ধব সনদ পায় তাসনিয়া ফেব্রিকসের প্রশাসনিক ভবন। একই দিন তাসনিয়া ফেব্রিকসের পোশাক কারখানা ভবনও পরিবেশবান্ধব সনদ পায়। এই স্থাপনার প্রাপ্ত নম্বর ১০৬। এতোদিন গাজীপুরের এসএম সোর্সিং বিশ্বের শীর্ষ পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানা ছিল। তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতে বর্তমানে লিড সনদ পাওয়া পরিবেশবান্ধব কারখানা ২৪৩টি। তার মধ্যে ১০১টি লিড প্লাটিনাম, ১২৮টি গোল্ড, ১০টি সিলভার এবং ৪টি কারখানা সার্টিফায়েড সনদ পায়।

গ্রিন চ্যানেল ভিসা

চীনে চিকিৎসা গ্রহণে ইচ্ছুক বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ সুবিধামূলক 'গ্রিন চ্যানেল' ভিসা ব্যবস্থা চালু করে ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাস। ৪ মে ২০২৫ বাংলাদেশে অবস্থিত চীনা দূতাবাসের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এ ব্যবস্থার অধীনে চিকিৎসা ভিসার জন্য আবেদনকারীদের নথিপত্রের প্রক্রিয়া আরও সহজ হবে। ফলে দ্রুত ভিসা দেওয়া যাবে। নতুন এই ব্যবস্থার আওতায় অনুমোদিত স্থানীয় বাংলাদেশি ট্রাভেল এজেন্সিগুলো এখন চীনে চিকিৎসার জন্য ভ্রমণকারীদের ব্যাংক ডিপোজিট সার্টিফিকেট এবং রক্তের সম্পর্ক প্রমাণস্বরূপ গ্যারান্টি পত্র ইস্যু করতে পারবে। এর ফলে আবেদনকারীদের বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

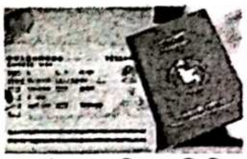

কর্তৃক অনুমোদিত সার্টিফিকেট দাখিল করার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রাধিকারভিত্তিতে সেগুলো পর্যালোচনা করা হবে। ভিসা সেন্টারে চিকিৎসা ভিসার জন্য একটি বিশেষ কাউন্টার স্থাপন করা হয়, যেখানে আবেদনকারীরা কোনো প্রকার অপেক্ষা ছাড়াই তাদের কাগজপত্র জমা দিতে পারবেন।

■ COSCAP-SA'র সভাপতি

দক্ষিণ এশিয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন Cooperative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Programme – South Asia (COSCAP-SA)। ২২-২৪ এপ্রিল ২০২৫ ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে COSCAP-SA'র ৩২তম স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের পক্ষে বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া ২০২৬ সালের জন্য সংস্থাটির সভাপতির দায়িত্ব লাভ করেন। দক্ষিণ এশিয়ার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক বা চেয়ারপারসনরা COSCAP-SA'র সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সংস্থা স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য।

■ UNESCAP'র আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য

২১-২৫ এপ্রিল ২০২৫ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (UNESCAP)-এর ৮১তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। UNESCAP'র ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আর বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী সহসভাপতি নির্বাচিত হন। এ অধিবেশনে UNESCAP'র অধীন মর্যাদাবান দুটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান-বাংলাদেশ Asian and Pacific Training Centre for ICT for Development (APCICT) ও Asian and Pacific Centre for the Development of Disaster Information Management (APDIM)-এর গভর্নিং কাউন্সিলে তিন বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়।

■ UNGA'র প্রেসিডেন্ট পদে বাংলাদেশ

১৯৮৬ সালের পর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (UNGA) প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ থেকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এ মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ছাড়াও এ পদে প্রার্থী হন জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের স্থায়ী প্রতিনিধি এবং সাইপ্রাসের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পার্মানেন্ট সেক্রেটারি। জাতিসংঘে পাঁচটি আঞ্চলিক গ্রুপ রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে প্রতিটি গ্রুপ থেকে সভাপতি নির্বাচিত হয়। ২০২৬ সালের জুনে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচিত হলে তৌহিদ হোসেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এ পদে নির্বাচিত হন।

■ PCA সদস্য

২৩ এপ্রিল ২০২৫ আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থায়ী সালিশি আদালতের (Permanent Court of Arbitration -PCA) সদস্য হিসেবে নিয়োগ পান বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী। PCA একটি জাতিসংঘ-বহির্ভূত আন্তঃসরকারি সংস্থা, যার সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত। PCA সাধারণ বিচারিক আদালতের মতো নয়। মূলত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সালিশে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে সংস্থাটি।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ব্যাংক-বীমা

ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ জারি

দুর্বল ব্যাংকের জন্য বিভিন্ন নিষ্পত্তির বিধান রেখে ১৭ এপ্রিল ২০২৫ উপদেষ্টা পরিষদ ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন করে। এরপর ৯ মে ২০২৫ ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়। অধ্যাদেশ অনুযায়ী, কোনো ব্যাংকের সুবিধাভোগী মালিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিল নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করলে ও প্রতারণামূলকভাবে অন্যের স্বার্থে ব্যবহার করলে বাংলাদেশ ব্যাংক ওই ব্যাংককে রেজল্যুশন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। রেজল্যুশনের মানে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব ক্ষমতা পায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

- ♦ সুনির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে দুর্বল যেকোনো ব্যাংকে অস্থায়ী প্রশাসক নিয়োগ দিতে পারবে।
- ♦ বিদ্যমান শেয়ারধারী বা নতুন শেয়ারধারীদের মাধ্যমে মূলধন বাড়াতে পারবে।
- ♦ দুর্বল ব্যাংক অন্য ব্যাংকের সঙ্গে একীভূতকরণ, তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি কিংবা নতুন শেয়ার ইস্যুসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে পারবে।
- ♦ ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও কার্যকর পরিচালনা অব্যাহত রাখতে এক বা একাধিক ব্রিজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ। পরে সেগুলো তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রিও করতে পারবে।
- ♦ দুর্বল বা দেউলিয়া হওয়া ব্যাংকের কার্যক্রম সাময়িকভাবে পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গঠিত ব্যাংক হলো ব্রিজ ব্যাংক।
- ♦ কোনো দুর্বল ব্যাংকের সব ধরনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্থগিত বা নিষিদ্ধ করতে পারবে।
- ♦ সাময়িক সময়ের জন্য কোনো দুর্বল ব্যাংক সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মালিকানায় নেওয়া।
- ♦ সরকারি মালিকানার কোনো কোম্পানিতে ব্যাংকের শেয়ার হস্তান্তরের আদেশ দিতে পারবে।

তফসিলি ব্যাংক ৬২*

• সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৬ • সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংক ৩
• বেসরকারি ব্যাংক ৪৪ • বিদেশি ব্যাংক ৯

তফসিল বহির্ভূত ব্যাংক ৫

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৩৫

* নগদ ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসিকে লাইসেন্স দিলেও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের মালিকানা ১০%

[১২ মে ২০২৫ গ্রামীণ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়।]

■ অধ্যাদেশের হাইলাইটস

- ♦ সরকারের মালিকানা ২৫% থেকে কমিয়ে ১০% করা হয় এবং ৯০% রাখা হয় ব্যাংকের সুবিধাভোগীর জন্য।
- ♦ ব্যাংকটিতে এখন থেকে তিনজন 'মনোনীত পরিচালক' থাকবেন, যাদের মনোনয়ন দেবেন ঋণগ্রহীতা পরিচালকেরা।
- ♦ ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (MD) বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করা হয়।
- ♦ যারা এই ব্যাংকের সুবিধাভোগী, তাদের মধ্যে থেকে ৯ জন নির্বাচিত হয়ে আসবেন। এই ৯ জনের মধ্যে থেকে আবার ৩ জন মনোনীত হবেন এবং তাদের মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবেন।
- ♦ ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদে সরকারের সদস্য বা পরিচালক ছিলেন এত দিন ৩ জন। সংশোধন করে তা ১ জনে নামিয়ে আনা হয়।
- ♦ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ৩০০ কোটি টাকা।
- ♦ একজন পরিচালক পরপর দুই মেয়াদে পরিচালক থাকতে পারবেন। তিন বছরের বিরতি দিয়ে পুনরায় তাদের পরিচালক হওয়ার সুযোগ রাখা হয়।
- ♦ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যও ১২ থেকে বাড়িয়ে ১৩ জন করা হয়। পর্ষদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়।

■ গ্রামীণ ব্যাংক

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ প্রথম গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশে সরকারের মালিকানা ৬০% এবং গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের মালিকানা ছিল ৪০%। ২ অক্টোবর ১৯৮৩ গ্রামীণ ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ১৯৮৬ সালে অধ্যাদেশ সংশোধনী করে সরকারের মালিকানা কমিয়ে ২৫% এবং গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের মালিকানা বাড়িয়ে ৭৫% করা হয়। পরিশোধিত মূলধন ৩ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৭.২০ কোটি টাকা করা হয়। ২ মার্চ ২০১১ গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি পদ থেকে মুহাম্মদ ইউনূসকে অব্যাহতি দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ জারি করে। ১২ মে ২০১১ ড. মুহাম্মদ ইউনূস ব্যাংকটির এমডি পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর ৫ নভেম্বর ২০১৩ জাতীয় সংসদে গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ পাসের মাধ্যমে ১৯৮৩ সালের গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশটি বাতিল করা হয়।

স্পেনে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র চালু হয় ২২ নভেম্বর ১৯৭৫

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

১৭ এপ্রিল ২০২৫ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নামের দুটি আলাদা বিভাগ করতে খসড়া অধ্যাদেশে অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ। ১২ মে ২০২৫ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার 'রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি এবং তা গেজেট আকারে প্রকাশ করে। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বিলুপ্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নামে দুটি আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করবে এবং বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বিলুপ্ত করা হবে।

নতুন দুই বিভাগের কার্যপরিধি

রাজস্ব নীতি বিভাগ (Revenue Policy Division)

- বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব যোগানের লক্ষ্যে সম্প্রসারণমূলক কর ভিত্তি, যৌক্তিক কর হার সীমিত, কর অব্যাহতির নীতি অনুসরণপূর্বক উত্তম করব্যবস্থা প্রবর্তন।
- স্ট্যাম্প ডিউটি, আয়কর, ভ্রমণ কর, দান কর, সম্পদ কর, কাস্টমস-শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), সম্পূরক শুল্ক, আবগারি শুল্ক, সারচার্জ এবং অন্যান্য শুল্ক করাদি, ফি আরোপ, হ্রাস-বৃদ্ধি ও অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা।
- কর আইন প্রয়োগ এবং কর আহরণ পরিস্থিতি মূল্যায়ন।
- রাজস্ব নীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন।
- আন্তর্জাতিক দ্বৈত কর পরিহার চুক্তিসংক্রান্ত কার্যক্রম।
- রাজস্ব সংক্রান্ত বৈশ্বিক ও স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও পরিসংখ্যান বিচার-বিশ্লেষণ এবং করনীতিসংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
- রাজস্ব নীতিসংক্রান্ত কার্যক্রমের দক্ষতা, কার্যকারিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন।
- সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ (Revenue Management Division)

- কাস্টমসসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন।
- আন্তর্জাতিক দ্বৈত কর পরিহারসংক্রান্ত চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন।
- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শুল্ক ও আবগারি) এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কর) ক্যাডারের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও তদাধীন দপ্তরসমূহের ক্যাডার বহির্ভূত মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা।
- করভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে করসেবা, উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি জোরদার করা এবং সকলকে করজালের মধ্যে আনয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।
- রাজস্ব ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কার্যক্রমের দক্ষতা, কার্যকারিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ।
- রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন এবং লজিস্টিকসসংক্রান্ত কার্যক্রম।
- রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগের আন্তঃউইং ও রাজস্ব নীতি বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের মধ্যে আন্তঃসংযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্বিক (comprehensive) অটোমেশন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।
- রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে রাজস্ব নীতি বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন, দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অডিট ও গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) রাজস্ব প্রশাসনের শীর্ষ সংস্থা, যার প্রধান দায়িত্ব শুল্ক-কর আরোপ করা ও তা আদায় করা। ৩০ জুন ১৯৭২ জারিকৃত The National Board of Revenue Order, 1972 দ্বারা এটি গঠিত হয়। প্রশাসনিকভাবে NBR অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব NBR'র এক্স-অফিসিও চেয়ারম্যান ও প্রশাসনিক প্রধান। কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিল ট্রাইব্যুনাল NBR'র অধীনে একটি ট্রাইব্যুনাল, যা ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২১ সাল থেকে NBR অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সুবিধা চালু করে। NBR'র প্রথম চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম এবং বর্তমান চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান।

বিশেষ তথ্য

- নতুন অধ্যাদেশ অনুযায়ী, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগটি শুল্ক-কর আদায়ের কাজ করবে। আর রাজস্ব নীতি বিভাগ শুল্ক-কর হার বৃদ্ধি বা কমানোর বিষয়টি সঠিক করবে।
- নতুন অধ্যাদেশ অনুযায়ী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জনবল রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগে ন্যস্ত হবে। এই জনবল থেকে প্রয়োজনীয় জনবল রাজস্ব নীতি বিভাগে পদায়ন করা যাবে।
- 'রাজস্ব নীতি বিভাগ' ও 'রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ' প্রতিষ্ঠা হবার সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বিলুপ্ত হবে এবং এ বিভাগের জনবল রাজস্ব নীতি বিভাগে ন্যস্ত হবে। ফলে নতুন দুই বিভাগসহ অর্থমন্ত্রণালয়ের মোট বিভাগ হবে ৫টি।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে 'শাহবাগ ব্লকেড ও গণজমায়েত' কর্মসূচি পালন করে সদ্য গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি (NCP)সহ বিভিন্ন দল ও সংগঠন। ১২ মে ২০২৫ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করে গেজেট জারি করে। এরই প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ নিয়ে এবারের আয়োজন।

ইতিহাস

২৩ জুন ১৯৪৯ প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের ঐতিহ্যবাহী এই রাজনৈতিক দল। শুরুতে নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। ১৯৫৫ সালে মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠনটির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে নতুন নাম রাখা হয় 'আওয়ামী লীগ'। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর দলটির নাম স্বভাবতই পালটে গিয়ে 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ' হয়।

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের ইতিহাস

৭ অক্টোবর ১৯৫৮ তৎকালীন পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। এরপর ২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ জেনারেল আইয়ুব খাঁন ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণ করার পর Election Bodies Disqualification Order (EBDO), 1959 অধ্যাদেশটি জারি করে আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন আইয়ুব খান। তার শাসনামলে ১৯৬২ সালে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, যা 'বেসিক ডেমোক্রেসি' নামে পরিচিত ছিল। এই সংবিধানে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা হয়, যার ফলে সীমিত পরিসরে হলেও রাজনৈতিক দলগুলো পুনর্গঠনের সুযোগ পায়। ২৬ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে আওয়ামী লীগকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' ঘোষণা করে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর ভিত্তিতে ৭ জুন ১৯৭৫ একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে কাগজে কলমে আওয়ামী লীগ ব্যতীত সকল দল নিষিদ্ধ হয়। ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করলে ধীরে ধীরে আওয়ামী লীগ পুনর্বাসিত হয়। সর্বশেষ ১২ মে ২০২৫ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গেজেটের মাধ্যমে দলটির যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে।

সাম্প্রতিক নিষিদ্ধের কারণ

১২ মে ২০২৫ সরকার আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ৬ জানুয়ারি ২০০৯ সরকার গঠনের পর থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এর সকল অঙ্গসংগঠন, সহযোগী সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্য ও ভিন্নমতের মানুষের উপর হামলা, গুম, খুন, হত্যা, নির্যাতন ও ধর্ষণসহ বিভিন্ন নিপীড়নমূলক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সারাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ১৫ জুলাই-৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনে গুম, খুন, পুড়িয়ে মানুষ হত্যা, গণহত্যা, বেআইনি আটক, অমানবিক নির্যাতন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, সন্ত্রাসীকার্য ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে এবং এসব অভিযোগ দেশি ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সরকার সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা-১৮(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এর সকল অঙ্গসংগঠন, সহযোগী সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দলটি এবং এর সকল অঙ্গসংগঠন, সহযোগী সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

নিবন্ধন স্থগিত

আওয়ামী লীগের যাবতীয় কার্যক্রমে সরকার নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর নির্বাচন কমিশন (EC) দলটির নিবন্ধন স্থগিত করে। এই প্রথম কোনো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন। এর আগে জামায়াতে ইসলামী, ফ্রিডম পার্টি, পিডিপিসহ কয়েকটি দলের নিবন্ধন বাতিল করা হয়। তবে কোনো দলের নিবন্ধন এভাবে স্থগিত করার নজির নেই। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৯০ এইচ (১) বি ধারায় রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিলে ইসিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়।

আরও কিছু তথ্য

- নিবন্ধন বাতিল হওয়া দলের সংখ্যা : ৫টি।
- নিবন্ধন পাওয়া দলের সংখ্যা : ৫৫টি।
- বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা : ৪৯টি।
- নিবন্ধন স্থগিত হওয়া একমাত্র দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।
- আওয়ামী লীগ নিবন্ধন লাভ করে : ৩ নভেম্বর ২০০৮।

স্পেন রোমান সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীন হয় ১ নভেম্বর ১৭০০

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বাংলাদেশের উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের সুবর্ণজয়ন্তী

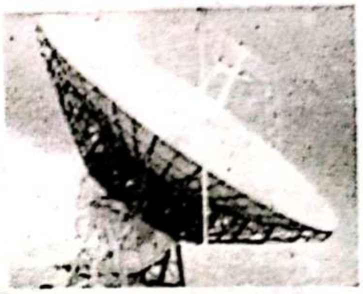

১৪ জুন ২০২৫ বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের সুবর্ণজয়ন্তী। এ প্রেক্ষাপটে উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র নিয়ে আমাদের এ আয়োজন।

উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র

উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র (Satellite Ground Station) একটি স্থলভিত্তিক সুবিধা যা উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, তথ্য গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ এবং ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত অ্যান্টেনা, রিসিভার, ট্রান্সমিটার এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত থাকে। এর প্রধান কাজগুলো হলো—

- উপগ্রহ থেকে ডেটা গ্রহণ : যেমন আবহাওয়া, মানচিত্র বা যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য
- উপগ্রহে নির্দেশ প্রেরণ : কক্ষপথ সংশোধন বা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ
- ডেটা প্রক্রিয়াকরণ : গৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা।

বৈশ্বিক ইতিহাস

৪ অক্টোবর ১৯৫৭ প্রথম কৃত্রিম স্যাটেলাইট সোভিয়েত ইউনিয়নের 'স্পুটনিক-১' উৎক্ষেপণের মাধ্যমে মহাকাশ যুগের সূচনা হয়। এটি সাধারণ রেডিও সংকেত প্রেরণ করত, যা গ্রাউন্ড স্টেশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হতো। ১০ জুলাই ১৯৬২ যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ স্যাটেলাইট 'টেলস্টার-১' উৎক্ষেপণ করা হয়। এর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে বিশেষায়িত গ্রাউন্ড স্টেশন তৈরি হয়। ৬ এপ্রিল ১৯৬৫ 'ইনটেলস্যাট-১' (আর্লি বার্ড) উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট যোগাযোগ শুরু হয়। বাণিজ্যিক উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা শুরু হওয়ার পর গ্রাউন্ড স্টেশনের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। এ সময় বিভিন্ন টেলিকম ও প্রযুক্তি কোম্পানি তাদের নিজস্ব গ্রাউন্ড স্টেশন তৈরি করে। বর্তমানে গ্রাউন্ড স্টেশনগুলো শুধু ডেটা গ্রহণ করাই নয়, উপগ্রহের নিয়ন্ত্রণ এবং ট্র্যাকিংয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) গ্রাউন্ড স্টেশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

বাংলাদেশে উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র

বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র 'বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র', যা রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়ায় অবস্থিত। ৩০ জানুয়ারি ১৯৭০ কেন্দ্রটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৪ জুন ১৯৭৫ বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের ৩০ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট বিশাল অ্যান্টেনা ছিল। কেন্দ্রটি চালুর পর থেকে ভূ-পৃষ্ঠ হতে প্রায় ৩৬,০০০ কিলোমিটার ওপরে অবস্থিত ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ইন্টেলসেট উপগ্রহের সাথে কাজ করে। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে আংশিক এবং ১৯৯৮ সালে জাপানের এনইসি কোম্পানি কর্তৃক ডিজিটাল সিস্টেমের যন্ত্রপাতি দ্বারা স্টেশনটি সুসজ্জিত করা হয়। বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের পর দেশে আরও তিনটি উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ নিয়ে ৪টি উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রই বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডের (BTCL) অধীনে। ১১ মে ২০১৮ উৎক্ষেপণ করা হয় দেশের প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' (যার বর্তমান নাম : বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১)। এ স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্য দেশে নতুন করে দুটি উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। রাঙ্গামাটি এবং গাজীপুরে অবস্থিত এ ভূ-কেন্দ্র দুটি বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের (BSCL) অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, BTCL'র অধীনে ৪টি উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র বর্তমানে অকার্যকর।

৪ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র [বর্তমানে অকার্যকর]

নাম	স্থাপিত	অবস্থান
বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র	১৪ জুন ১৯৭৫	কাউখালী, রাঙ্গামাটি
তালিবাবাদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র	২৬ জানুয়ারি ১৯৮২	কালিয়াকৈর, গাজীপুর
মহাখালী উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র	১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫	মহাখালী, ঢাকা
সিলেট উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র	১৯৯৭ সালে	সিলেট

BSCL'র অধীন ২ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র

নাম	উদ্বোধন	অবস্থান
প্রাইমারি উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র	৩১ জুলাই ২০১৮	তেলীপাড়া, গাজীপুর
সেকেন্ডারি উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র	৩১ জুলাই ২০১৮	কাউখালী, রাঙ্গামাটি

GSaaS GSaaS-এর পূর্ণরূপ হলো Ground Station as a Service। এটি একটি ব্যবসায়িক মডেল, যেখানে কৃত্রিম উপগ্রহ অপারেটররা নিজস্ব গ্রাউন্ড স্টেশন তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তৃতীয় পক্ষের সরবরাহকারীর কাছ থেকে গ্রাউন্ড স্টেশন পরিষেবা ভাড়া নেয়। সহজ ভাষায় স্যাটেলাইট যখন মহাকাশে থাকে, তখন সেটির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য মাটিতে থাকা একটি অ্যান্টেনা বা গ্রাউন্ড স্টেশন প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই স্টেশন বানানো ব্যয়বহুল এবং জটিল। GSaaS সেই সমস্যার সমাধান— আপনি ব্যবহারের ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধ করে পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় স্থাপিত গ্রাউন্ড স্টেশন ব্যবহার করতে পারবেন। উদাহরণ— Amazon-এর AWS Ground Station বা Microsoft-এর Azure Orbital এই ধরনের GSaaS প্রদান করে।

স্পেন ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে ছিল ২ মে ১৮০৮–১৭ এপ্রিল ১৮১১

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

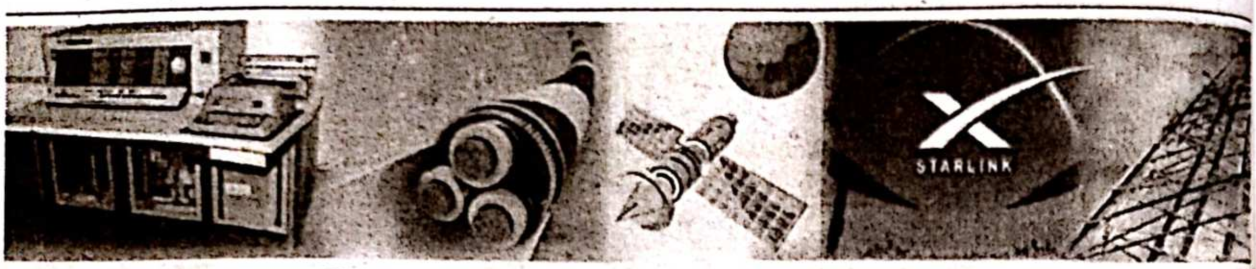

তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে বাংলাদেশ

৯ এপ্রিল ২০২৫ স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান স্টারলিংক বাংলাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে ইন্টারনেট সেবা চালু করে। এরপর ২৯ এপ্রিল ২০২৫ স্টারলিংক সার্ভিসেস বাংলাদেশ লিমিটেডকে ১০ বছর মেয়াদের দুটি লাইসেন্স দেওয়া হয়। ২০ মে ২০২৫ স্টারলিংকের যাত্রা শুরুর মাধ্যমে ইন্টারনেট স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশ করে বাংলাদেশ। এ উপলক্ষ্যে জেনে নিন বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির টাইম লাইন।

- **১৯৬৪ :** ঢাকার পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার (IBM Mainframe 1620 Model) স্থাপিত হয়।
- **১৯৬৫ :** বাংলা লেখার জন্য প্রথম বাংলা কী-বোর্ড লেআউট তৈরি করেন মুনীর চৌধুরী।
- **১৯৬৯ :** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)-এ স্থাপিত হয় একটি আইবিএম ৩৬০ কম্পিউটার।
- **১৪ জুন ১৯৭৫ :** রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়ায় দেশের প্রথম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়।
- **২৩ জুলাই ১৯৭৯ :** তথ্যপ্রযুক্তিখাতে কর্মরত পেশাজীবীদের সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে গঠিত হয় বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি।
- **৫ জুলাই ১৯৮০ :** প্রথম কম্পিউটার আইবিএম ১৬২০-কে পুরোপুরি অকার্যকর বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।
- **মে ১৯৮১ :** বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল টেলেক্স এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়।
- **১৯৮৪ :** বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষার সূচনা হয়।
- **১৯৮৫ :** প্রকৌশলী সাইফুদ্দাহার (সাইফ শহীদ) 'শহীদলিপি' নামে অ্যাপল ম্যাকিন্টশের গ্রাফিক্সভিত্তিক কম্পিউটারের জন্য প্রথম বাংলা লেখার সফটওয়্যার তৈরি করেন।

I নগর এলাকায় কয়েন বক্স টেলিফোন চালু করা হয়।

- **১৬ মে ১৯৮৭ :** কম্পিউটারে কম্পোজ করা বাংলা ভাষায় প্রথম পত্রিকা 'আনন্দপত্র' প্রকাশিত হয়।
- **১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৮ :** কম্পিউটারে বাংলা লেখালেখির জন্য প্রথমবারের মতো বিজয় কী-বোর্ড ও সফটওয়্যারের উদ্বোধন করা হয়।
- **১৯৮৯ :** বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেডের (BTL) অনুকূলে মোবাইল অপারেটরের লাইসেন্স ইস্যু করে।
- **১৯৮৯ :** দেশে মোবাইলের First Generation (1G) চালু করা হয়।
- **৪ জানুয়ারি ১৯৯০ :** দেশে প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করা হয়।
- **১৯৯১ :** বাংলাদেশের প্রথম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক ম্যাগাজিন 'কম্পিউটার জগৎ' প্রকাশিত হয়।
- **১ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- **৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ :** বাংলাদেশে কার্ড ফোন ব্যবস্থা চালু করা হয়।
- **১৯৯৩ :** দেশে মোবাইলের Second Generation (2G) চালু করা হয়।
- **১১ আগস্ট ১৯৯৩ :** দেশের প্রথম ও একমাত্র CDMA মোবাইল অপারেটর হিসেবে সিটিসেল কার্যক্রম শুরু করে।
- **১১ নভেম্বর ১৯৯৩ :** বাংলাদেশে অফলাইনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করা হয়।
- **৬ জুন ১৯৯৬ :** বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনলাইন ইন্টারনেট সংযোগ চালু হয়।
- **২৬ মার্চ ১৯৯৭ :** মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

মো. হানিফ উদ্দিন মিয়া
দেশের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার

শাহেদা মুস্তাফিজ
দেশের প্রথম নারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার

মোস্তফা জব্বার
বিজয় বাংলা কী-বোর্ডের জনক

মেহেদী হাসান খান
অভ্র কী-বোর্ডের জনক

স্পেনে একনায়কতন্ত্র বিদ্যমান ছিল ফ্রাঙ্গিসকোর নেতৃত্বে; ১ এপ্রিল ১৯৩৯–২০ নভেম্বর ১৯৭৫

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

♦ **২০ মে ১৯৯৯ :** বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট কান্ট্রি কোড টপ-লেভেল ডোমেইন ডট বিডি (.bd) চালু করা হয়।
♦ **৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ :** দেশের প্রথম কম্পিউটারকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়।
♦ **২০০১ :** বুয়েটে দেশের প্রথম V-SAT স্থাপন করা হয়।
♦ **৩১ জানুয়ারি ২০০২ :** বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) যাত্রা শুরু করে।
♦ **২৬ মার্চ ২০০৩ :** অভ্র কী-বোর্ড উন্মুক্ত করা হয়।
♦ **১৪ জুন ২০০৩ :** অভ্র ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম থেকে স্বীকৃতি পায়।
♦ **৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ :** দেশের প্রথম ডিজিটাল ফোনে এনডব্লিউডি সুবিধা চালু হয়।
♦ **৩১ মার্চ ২০০৫ :** সরকারি মোবাইল অপারেটর হিসেবে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে।
♦ **২১ মে ২০০৬ :** বাংলাদেশ প্রথম সাবমেরিন ক্যাবলে (SEA-ME-WE-4) যুক্ত হয়।
♦ **৭ জুন ২০০৬ :** ফেনীর রানীর হাটে দেশের প্রথম ও একমাত্র কম্পিউটার ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন।
♦ **২১ জুলাই ২০০৯ :** বাংলাদেশে ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি চালু হয়।
♦ **২৮ জুন ২০১০ :** বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়।
♦ **১৬ মার্চ ২০১০ :** বাংলাদেশে আইপি টেলিফোন সার্ভিস চালু হয়।
♦ **৩১ মার্চ ২০১১ :** ডাচ বাংলা ব্যাংক বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করে।
♦ **২৪ এপ্রিল ২০১১ :** বাংলাদেশে ইলেক্ট্রনিক বুক বা ই-বুকের যাত্রা শুরু হয়।
♦ **১১ অক্টোবর ২০১১ :** বাংলাদেশের তৈরি ল্যাপটপ 'দোয়েল' বাজারে আসে।
♦ **১৪ অক্টোবর ২০১২ :** বাংলাদেশে প্রথম Third Generation (3G) চালু করে টেলিটক।
♦ **১৩ এপ্রিল ২০১৩ :** দেশের প্রথম বাংলা সার্চ ইঞ্জিন 'পিপীলিকা' চালু হয়।
♦ **৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ :** ডট বাংলা (.bangla) বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইন্টারনেট কান্ট্রি কোড টপ-লেভেল ডোমেইন (CCTLD) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।
♦ **২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ :** বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে (SEA-ME-WE 5) যুক্ত হয়।
♦ **৪ জুন ২০১৭ :** দেশের প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট 'ব্র্যাক অন্বেষা' উৎক্ষেপণ করা হয়।
♦ **১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ :** দেশে Fourth Generation (4G) চালু করা হয়।
♦ **১১ মে ২০১৮ :** দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ (বর্তমানে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১) উৎক্ষেপণ করা হয়।
♦ **২৮ নভেম্বর ২০১৯ :** গাজীপুরে জাতীয় ডাটা সেন্টার উদ্বোধন করা হয়।
♦ **৭ মার্চ ২০২৩ :** সম্পূর্ণ বাংলায় তৈরি জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনীর উদ্বোধন করা হয়।
♦ **২০ মে ২০২৫ :** স্টারলিংকের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু।

স্যাটেলাইট ইন্টারনেট যুগে বাংলাদেশ

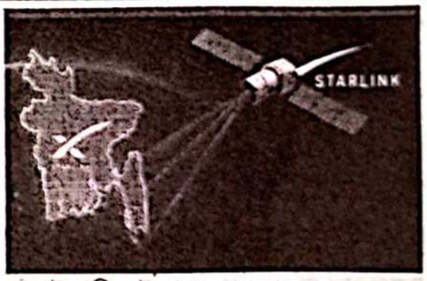

২০২৩ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশে স্টারলিংকের প্রযুক্তি পরীক্ষা করা হয়। ২০২৪ সালের অক্টোবরে স্টারলিংকের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় এসে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (BIDA) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক করে। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ইলন মাস্কের সঙ্গে টেলিফোনে স্টারলিংক প্রসঙ্গে আলোচনা করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে স্টারলিংকের স্যাটেলাইট ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট-সেবা বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে চালুর নির্দেশনা দেন। ২৬ মার্চ ২০২৫ বাংলাদেশে নন-জিওস্টেশনারি অরবিট (NGSO) স্যাটেলাইট সেবা পরিচালনার জন্য আনুষ্ঠানিক নীতিমালা ও লাইসেন্সিং নির্দেশিকা অনুমোদন দেওয়া হয়। ২৭ মার্চ ২০২৫ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (BTRC) এই নীতিমালা প্রকাশ করে। এ নির্দেশিকায় আড়ি পাতার একটা 'ডিভাইস' (যন্ত্র) থেকে ২০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০ মিটার পর্যন্ত ইন্টারনেট পাওয়া যাবে। গ্রামে এটা ৫০ - ৬০ মিটার পর্যন্ত হবে। এক ব্যক্তি কিনে বা একাধিক ব্যক্তি সমিতি আকারে কিনে সেটা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে পারবেন। সুযোগ রাখা হয়। পাশাপাশি বিদ্যমান আইনি কাঠামোয় সরকার চাইলে ইন্টারনেট বন্ধ করতে পারে। ২৯ মার্চ ২০২৫ স্টারলিংক BIDA'র কাছ থেকে বিনিয়োগের নিবন্ধন পায়। ৯ এপ্রিল ২০২৫ বাংলাদেশে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান স্টারলিংকের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়। ২৯ এপ্রিল ২০২৫ BTRC স্টারলিংক সার্ভিসেস বাংলাদেশ লিমিটেডকে ১০ বছর মেয়াদি 'নন-জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট অরবিট অপারেটর লাইসেন্স' ও 'রেডিও কমিউনিকেশন অ্যাপারেটার্স লাইসেন্স' নামে দুটি পৃথক লাইসেন্স হস্তান্তর করে। ২০ মে ২০২৫ স্টারলিংকের আনুষ্ঠানিক যাত্রার মাধ্যমে বাংলাদেশে স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের যুগে প্রবেশ করে। শুরুতে স্টারলিংক দুটি প্যাকেজ দিয়ে যাত্রা শুরু করে। প্যাকেজ দুটি হলো স্টারলিংক রেসিডেন্স এবং রেসিডেন্স লাইট। প্রথমটির মাসিক খরচ একটি ৬,০০০ টাকা, অপরটি ৪,২০০ টাকা। তবে সেটআপ যন্ত্রপাতির জন্য ৪২,০০০ টাকা এককালীন খরচ হবে। এখানে কোনো স্পিড ও ডাটা লিমিট নেই। ব্যক্তি ৩০০ এমবিপিএস পর্যন্ত গতির আনলিমিটেড ডেটা ব্যবহার করতে পারবেন।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

PKK'র সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান

১২ মে ২০২৫ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম আলোচিত সশস্ত্র গোষ্ঠী কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (PKK) আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। স্বেচ্ছায় নিজেদের বিলুপ্তির ঘোষণা দেয় গোষ্ঠীটি। এর আগে ৫-৭ মে ২০২৫ ইরাকে PKK'র ১২তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় PKK'র সাংগঠনিক কাঠামো বিলুপ্ত এবং সশস্ত্র লড়াই বন্ধ করা হবে। গোষ্ঠীটির বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে অবসান ঘটতে যাচ্ছে তুরস্ক-PKK'র প্রায় চার দশকের সংঘাতের। পাশাপাশি সংগঠনটির স্বাধীন ও সার্বভৌম কুর্দিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নেরও ইতি ঘটল। ২৭ নভেম্বর ১৯৭৮ আবদুল্লাহ ওজালান PKK প্রতিষ্ঠা করে একটি পৃথক ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লড়াই শুরু করেন। এতে ৪০,০০০-এর বেশি মানুষ প্রাণ হারান। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ইস্তানবুলের দক্ষিণ-পশ্চিমে মর্মর সাগরের ইমরালি দ্বীপের কারাগার থেকে পাঠানো একটি চিঠিতে PKK যোদ্ধাদের অস্ত্র ছেড়ে সংগঠন বিলুপ্ত করার অনুরোধ করেন আবদুল্লাহ ওজালান।

সোমালিয়ায় ইসরায়েলি রাডার স্থাপন

সোমালিয়ার আধা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল পুন্টল্যান্ডের বোসাসো বিমানবন্দরকে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের সম্ভাব্য হামলা থেকে রক্ষায় ২০২৫ সালে একটি সামরিক রাডার স্থাপন করে সংযুক্ত আরব আমিরাত। রাডারটি ইসরায়েলের তৈরি, এর নাম ইএলএম-২০৮৪ থ্রিডি অ্যাকটিভ ইলেক্ট্রনিকালি স্ক্যানড অ্যারে মাল্টিমিশন। সুদানের আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে (RSF) সহায়তা পাঠাতে অব্যাহতভাবে বোসাসো বিমানবন্দর ব্যবহার করছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। ২০২৫ সালের শুরুতে RSF'র সঙ্গে সংযুক্ত থাকার অভিযোগে সুদান সরকার সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলা করে।

ভারতের রাফাল যুদ্ধবিমান চুক্তি

ফ্রান্স থেকে আরও ২৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান ক্রয়ের চুক্তি করেছে ভারত। ২৮ এপ্রিল ২০২৫ বিবৃতিতে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানায়। এগুলো ২০২৮-২০৩০ সালের মধ্যে সরবরাহ করবে। বর্তমানে ভারতের কাছে ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান রয়েছে। রাফাল যুদ্ধবিমানগুলো তৈরি করে ফরাসি মহাকাশ সংস্থা দাসোঁ এভিয়েশন। রাফাল আকাশে ১৫০ কিমি দূরত্বে এবং আকাশ থেকে ভূমিতে ৩০০ কিমি দূরত্বের লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানতে সক্ষম। দুই ইঞ্জিনের এই বিমান পারমাণবিক অস্ত্রও বহন করতে পারে। রাফাল মূলত একই কোম্পানির তৈরি মিরাজ ২০০০-এর আধুনিক সংস্করণ। বর্তমানে ভারতে ৫১টি মিরাজ ২০০০ বিমান রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন খনিজ চুক্তি স্বাক্ষর

ইউক্রেনের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদকে যৌথভাবে কাজে লাগাতে ৩০ এপ্রিল ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন খনিজ চুক্তি স্বাক্ষর করে। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউক্রেনের ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এ চুক্তির আওতায় উভয় দেশ মিলে একটি পুনর্গঠন বিনিয়োগ তহবিল (Reconstruction Investment Fund) গঠন করবে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সরঞ্জাম সহায়তা দেয়, এই পুনর্গঠন বিনিয়োগ তহবিল গঠনের মাধ্যমে তা স্বীকৃতি পাবে। ইউক্রেনের ভূগর্ভে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের তালিকাভুক্ত ৩৪টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজের মধ্যে অন্তত ২২টির সম্ভাব্য মজুত। এর মধ্যে রয়েছে লিথিয়াম, টাইটানিয়াম, নিকেল, গ্রাফাইট, জিরকোনিয়াম, কপার ও বিরল মৃত্তিকা উপাদান (খনিজ)। ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ সম্পদের জন্য চুক্তির প্রধান কারণ দেশটি চীনের ওপর নির্ভরতা কমাতে চায়। বর্তমানে চীন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিরল খনিজ প্রক্রিয়াজাত করে।

■ ইউক্রেনের খনিজ সম্পদ

ইউক্রেনে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের ৫% রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ টন গ্রাফাইটের সুনির্দিষ্ট মজুত, যা খনিজ সরবরাহে ইউক্রেনকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশের একটিতে পরিণত করেছে। ইউরোপের মোট লিথিয়াম ভাণ্ডারের এক-তৃতীয়াংশই রয়েছে ইউক্রেনে। যুদ্ধ শুরুর আগে টাইটানিয়াম উৎপাদনে ইউক্রেনের বৈশ্বিক হিস্যা ছিল ৭%। বর্তমানে রাশিয়ার দখলে রয়েছে ইউক্রেনের ৩৫,০০০ কোটি ডলারের খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ফিলিস্তিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট

২৬ এপ্রিল ২০২৫ ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (PLO) ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তার সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে ঘনিষ্ঠ সহযোগী হুসেন আল-শেখকে মনোনয়ন দেন। এরপর তার মনোনয়ন PLO'র নির্বাহী কমিটিতে অনুমোদন পায়। ১১ নভেম্বর ২০০৪ ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর পর থেকে PLO এবং ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ (PA) — দুটিরই নেতৃত্বে রয়েছেন মাহমুদ আব্বাস। ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরের কিছু এলাকায় PA'র সীমিত স্বায়ত্তশাসন রয়েছে।

■ **হুসেন আল-শেখ**

১৪ ডিসেম্বর ১৯৬০ হুসেন আল-শেখ পশ্চিম তীরের রামাল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিলিস্তিনের ফাতাহ দলের একজন নেতা। PLO-তেও গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। বিগত তিন বছরে PLO'র নির্বাহী কমিটির মহাসচিব ছিলেন তিনি। তরুণ বয়সে ইসরায়েলের কারাগারে ১১ বছর বন্দী ছিলেন হুসেন আল-শেখ।

গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন

গাজায় ইসরায়েলি অবরোধ চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র নতুন এক মানবিক সহায়তা তহবিল গঠন করে। গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন (GHF) নামের নতুন সংস্থা সহায়তা বিতরণে ইসরায়েলের নিরাপত্তা সহায়তা পাবে। কিন্তু ইসরায়েল সরাসরি এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে না। ৮ মে ২০২৫ এ পরিকল্পনার ঘোষণা দেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস। ধারণা করা হচ্ছে হামাস ও অন্যান্য গোষ্ঠীর মাধ্যমে সহায়তা বিতরণে বাধা এড়াতে এটি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের একটি যৌথ উদ্যোগ। ৭ অক্টোবর ২০২৩ ইসরায়েলে হামাসের আকস্মিক আক্রমণের পর ইসরায়েল গাজায় ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে। সেই থেকে গাজায় অবরোধ ও হামলার মধ্যে প্রায় ৫৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত এবং আহত হয় লক্ষাধিকের চেয়ে বেশি। গাজার ২৩ লাখ মানুষের অধিকাংশই একাধিকবার বাস্তুহারা হন।

প্রথম মার্কিন পোপ চতুর্দশ লিও

৮ মে ২০২৫ রোমান ক্যাথলিকদের ২৬৭তম পোপ নির্বাচিত হন রবার্ট ফ্রান্সিস প্রিভোস্ট। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে জন্মগ্রহণকারী রবার্ট ফ্রান্সিস প্রিভোস্ট 'পোপ চতুর্দশ লিও' নামে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে ক্যাথলিক চার্চের ২,০০০ বছরের ইতিহাসে প্রথম কোনো মার্কিন নাগরিক পোপ নির্বাচিত হন। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ শিকাগো শহরে স্প্যানিশ ও ফ্রেঞ্চ-ইতালীয় বংশোদ্ভূত মা-বাবার ঘরে জন্মগ্রহণকারী প্রিভোস্ট ছোটবেলায় গির্জায় 'আল্টার বয়' (যে পুরোহিতের সহকারী হিসেবে কাজ করে, বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক চার্চে) হিসেবে কাজ করেন এবং ১৯৮২ সালে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন। পোপ ফ্রান্সিস ২০১৪ সালে প্রিভোস্টকে পেরুর চিকলাইওর বিশপ নিয়োগ দেন। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে চতুর্দশ লিও আর্চবিশপ হন এবং কয়েক মাসের মধ্যে পোপ ফ্রান্সিস তাকে কার্ডিনাল নিযুক্ত করেন।

■ **পোপ নির্বাচনের প্রক্রিয়া**

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভ্যাটিকানে রোমান ক্যাথলিক গির্জার নেতা নির্বাচন হয়। কার্ডিনালদের মধ্যে একান্তে অনুষ্ঠিত সভায় ভোটাভুটির মধ্য দিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কার্ডিনালদের অনেকেই বিশপ ও আর্চবিশপ হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। ধর্মীয় বিষয়ে সহযোগিতার জন্য পোপই এদের নিয়োগ করে থাকেন। রোমান ক্যাথলিকদের নতুন পোপ নির্বাচনের জন্য ভোটাভুটির সময় হলে বিভিন্ন দেশের ৮০ বছরের কম বয়সি কার্ডিনালরা রোমে যান। তারা পৌঁছানোর পর সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা গির্জায় সকালবেলা বিশেষ একটি ধর্মীয় সমাবেশ হয়। বিকেলে ভোটাভুটিতে অংশ নিতে কার্ডিনালরা পায়ে হেঁটে সিস্টিন চ্যাপেলের দিকে যান, যা কনক্লেভ নামে পরিচিত। এই কনক্লেভে রুদ্ধদ্বার সভায় ভোটাভুটি হয়। বর্তমানে ৭০টি দেশের ২৫২ জন কার্ডিনাল থাকলেও ১৩৫ জন নতুন পোপ নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। তাদের থেকে ২ জন স্বাস্থ্যগত কারণে ভোট দিতে বিরত থাকেন।

■ **নির্বাচন প্রক্রিয়া ২০২৫**

৭ মে ২০২৫ ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পোপ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। ওই দিন স্থানীয় সময় বিকেলে প্রথম দফায় ভোট দেন কার্ডিনালরা। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর সিস্টিন চ্যাপেলের চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হয়। অর্থাৎ প্রথম দফার ভোটে পোপ হিসেবে কেউ নির্বাচিত হননি। এরপর ৮ মে ২০২৫ সকালে দুই দফা ভোটাভুটির পরও কালো ধোঁয়া বের হয় চিমনি দিয়ে। তাই এদিন আবারও ভোটের প্রক্রিয়া শুরু হয়। পোপ নির্বাচনের প্রথা অনুযায়ী কনক্লেভের দ্বিতীয় দিন থেকে প্রতিদিন চারবার ভোট দেন কার্ডিনালরা। রবার্ট ফ্রান্সিস প্রিভোস্ট কার্ডিনালের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট নির্বাচন

৩ মে ২০২৫ অস্ট্রেলিয়ায় ৪৮তম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের ১৫০টি আসনের মধ্যে ৯৩টি লাভ করে প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজের লেবার পার্টি এবং বিরোধী পিটার ডাটনের লিবারেল-ন্যাশনাল জোট লাভ করে ৪৩টি। এতে দীর্ঘ ২১ বছর পর অস্ট্রেলিয়ায় কোনো প্রধানমন্ত্রী টানা দ্বিতীয় মেয়াদে জয়ী হলেন। ১৩ মে ২০২৫ অ্যান্টনি অ্যালবানিজ দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ২৩ মে ২০২২ তিনি প্রথম মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। উচ্চতর কক্ষ সিনেটের আসনসংখ্যা ৭৬টি।

❖ **বিরোধী দলের প্রথম নারী নেতা :** ১৩ মে ২০২৫ অস্ট্রেলিয়ার রক্ষণশীল বিরোধী দল লিবারেল পার্টির প্রথম নারী নেতা নির্বাচিত হন সুসান লে।

কারাবন্দি দুতার্তে মেয়র নির্বাচিত

মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (ICC) অধীনে আটক ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তে ১২ মে ২০২৫ দাভাও সিটির মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি ৮৭.৯১% ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তার মাদকবিরোধী লড়াইয়ে হাজার হাজার মানুষ নিহত হন। এ অভিযানে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয় এমন অভিযোগে ৭ মার্চ ২০২৫ ICC রদ্রিগো দুতার্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। ICC'র অনুরোধে ১১ মার্চ ২০২৫ তাকে গ্রেপ্তার করে ফিলিপাইনের পুলিশ। তারপর থেকে তিনি নেদারল্যান্ডসের হেগে কারাবন্দি।

সিঙ্গাপুরে পার্লামেন্ট নির্বাচন

৩ মে ২০২৫ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নগররাষ্ট্র সিঙ্গাপুরে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পার্লামেন্টের ৯৭টি আসনের মধ্যে ৮৭টি লাভ করে পিপল'স অ্যাকশন পার্টি (PAP)। নির্বাচনে মূল বিরোধী দল ওয়ার্কার্স পার্টি ১০টি আসনে জয় পায়। এর ফলে টানা ১৪ বারের মতো জয় পায় শাসক দল PAP। ১৯৫৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে বিজয়ী হয় দলটি। এ পর্যন্ত মাত্র ৪ জন প্রধানমন্ত্রী পায় সিঙ্গাপুর। এই প্রধানমন্ত্রীরা সবাই ক্ষমতাসীন দল PAP'র নেতা ছিলেন। সবচেয়ে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকার রেকর্ড সাবেক প্রধানমন্ত্রী লি সেইন লুং এর পিতা লি কুয়ান ইউ-এর। টানা ৩১ বছর দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। তার ছেলে লি সেইন লুং প্রায় ২০ বছর দেশটির প্রধানমন্ত্রী পদে থাকার পর ১৫ মে ২০২৪ পদত্যাগ করেন। তারপর থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার পরিচালনা করছিলেন দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং।

কানাডার সাধারণ নির্বাচন

২৮ এপ্রিল ২০২৫ কানাডার ৪৫তম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আইনসভার নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সের ৩৪৩ আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টি হাউস অব কমন্সে ১৭০ আসন লাভ করে। আর তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টি ১৪৩টি আসন পায়। ১৩ মে ২০২৫ কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এবং তার নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেন। এবারের মন্ত্রিসভায় মার্ক কার্নিসহ ২৯ সদস্য রয়েছেন। এছাড়াও 'সেক্রেটারি অব স্টেট' নামে আরও ১০ জন নিয়োগ দেন। মন্ত্রিসভায় ২৮ জনের মধ্যে ২৪ জনই নতুন মুখ। এরমধ্যে ১৩ জন প্রথমবারের মতো এমপি নির্বাচিত হন। ৯ বছর দায়িত্ব পালনের পর, রাজনৈতিক চাপের জেরে ৬ জানুয়ারি ২০২৫ পদত্যাগের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনি ৪ নভেম্বর ২০১৫ দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৯ মার্চ ২০২৫ লিবারেল পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মার্ক কার্নি। এরপর ১৪ মার্চ ২০২৫ কানাডার ২৪তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি। এর আগে মার্ক কার্নি ব্যাংক অব কানাডার এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর ছিলেন।

গভর্নর থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী

নাম	যে ব্যাংকের গভর্নর	দায়িত্ব পালন	
		গভর্নর	প্রধানমন্ত্রী
কোরেকিয়ো তাকাহাশি	ব্যাংক অব জাপানের সপ্তম গভর্নর	১ জুন ১৯১১-২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩	১৩ নভেম্বর ১৯২১-১২ জুন ১৯২২
মনমোহন সিং	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ১৫তম গভর্নর	১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮২-১৪ জানু. ১৯৮৫	২২ মে ২০০৪-২৬ মে ২০১৪
কার্লো আজেলিও চাম্পি	ব্যাংক অব ইতালির সপ্তম গভর্নর	৮ অক্টোবর ১৯৭৯-২৯ এপ্রিল ১৯৯৩	১৮ মে ১৯৯৯-১৫ মে ২০০৬
মারিও দ্রাঘি	ব্যাংক অব ইতালির নবম গভর্নর	১৬ জানুয়ারি ২০০৬-৩১ অক্টোবর ২০১১	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১-২২ অক্টোবর ২০২২
	ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তৃতীয় গভর্নর	১ নভেম্বর ২০১১-৩১ অক্টোবর ২০১৯	
মার্ক কার্নি	ব্যাংক অব কানাডার অষ্টম গভর্নর	১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮-১ জুন ২০১৩	১৪ মার্চ ২০২৫-বর্তমান
	ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের ১২০তম গভর্নর	১ জুলাই ২০১৩-১৫ মার্চ ২০২০	

স্পেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বিশ্বের বৃহত্তম উভচর বিমান

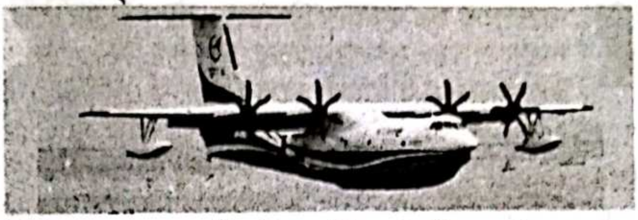

বিশ্বের বৃহত্তম বেসামরিক উভচর বিমান 'এজি-৬০০' সফলভাবে সব ধরনের মান-অনুযায়ী ফ্লাইট টেস্ট সম্পন্ন করেছে। চীনের নিজস্ব প্রযুক্তিতে নির্মিত এজি-৬০০ উভচর বিমানটির সর্বোচ্চ উড্ডয়নের ওজন (টেক-অফ ওয়েট) ৬০ টন। এ দিক থেকে এটি বিশ্বের বৃহত্তম বেসামরিক উভচর বিমান। অগ্নিনির্বাপণ থেকে শুরু করে বন সংরক্ষণসহ নানা জরুরি অভিযানে ব্যবহারের লক্ষ্যে নির্মিত এ বিমান ১২ টন পানি বহন করতে পারে। চীনের বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনও পেয়েছে বিমানটি।

সংবাদ সম্মেলন করে রেকর্ড

৩ মে ২০২৫ টানা সংবাদ সম্মেলন করে রেকর্ড করেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু। স্থানীয় সময় সকাল ১০টার দিকে মুইজ্জু সেই সংবাদ সম্মেলন শুরু করেন এবং মাঝখানে প্রার্থনার জন্য সংক্ষিপ্ত বিরতি দেওয়া ছাড়া সেটি ১৪ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট ধরে অব্যাহত ছিল। এই দীর্ঘ কনফারেন্সটি বিশ্ব সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে তিনি ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির পূর্ববর্তী রেকর্ড ভেঙে দেন। ১০ অক্টোবর ২০১৯ জেলেনস্কি ১৪ ঘণ্টার সংবাদ সম্মেলন করে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর ৭ ঘণ্টারও বেশি সময়ের সংবাদ সম্মেলনের রেকর্ড ভেঙে দেন।

সাগরের তলদেশে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ

বাল্টিক সাগরের তল দিয়ে ইউরোপের দেশ ডেনমার্ক ও জার্মানির মধ্যে তৈরি করা হচ্ছে একটি সুড়ঙ্গ। ১৮ কিমি (১১.২ মাইল) দীর্ঘ এই সড়ক ও রেল সুড়ঙ্গ ভ্রমণের সময় কমিয়ে দেবে এবং ইউরোপের বাদবাকি অংশের সঙ্গে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ ডেনমার্কের যোগাযোগের উন্নয়ন ঘটাবে। দুটি টিউবে ট্রেন ও দুটিতে গাড়ি চলবে। বিশাল অংশগুলো সমুদ্রে ডুবিয়ে একটির সঙ্গে অন্যটি জোড়া দেওয়া হবে। এ সুড়ঙ্গ দিয়ে জার্মানির উত্তরাংশের সঙ্গে যুক্ত হবে ডেনমার্ক।

ফলে রেলযাত্রী ও গাড়ি চালকদেরকে এখনকার তুলনায় ১৬০ কিমি পথ কম পাড়ি দিতে হবে। প্রকল্পের মূল নির্মাণস্থল হলো ডেনমার্কের দক্ষিণ পূর্বে লোল্যান্ড দ্বীপের উপকূলে সুড়ঙ্গটির উত্তরের প্রবেশপথে। ১ জানুয়ারি ২০২১ সুড়ঙ্গের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এটি ২০২৯ সালে চালু হবে এবং সুড়ঙ্গটির নির্মাণ ব্যয় প্রায় ৭৪০ কোটি ইউরো। এর বেশির ভাগ খরচই দিচ্ছে ডেনমার্ক। আর ইউরোপীয় কমিশন দিচ্ছে ১৩০ কোটি ইউরো।

চীনের সবচেয়ে উঁচু ভবন

১৬ আগস্ট ২০০৯ চীনের তিয়ানচিন শহরে ৫৯৭ মিটার (১,৯৫৯ ফুট) উচ্চতার Goldin Finance 117 ভবনটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বাতাস ও ভূমিকম্প প্রতিরোধে বিশেষ 'মেগা কলাম' ব্যবহার করে ভবনটি নির্মাণ শুরু করা হয়। ১১৭ তলাবিশিষ্ট এ টাওয়ারটি তখন চীনের সবচেয়ে উঁচু ভবন হওয়ার কথা ছিল। তবে ২০১৫ সালে চীনের শেয়ারবাজারে বড় ধস নামে। এতে ভবন নির্মাতা হংকংভিত্তিক কোম্পানি 'গোল্ডিন প্রপার্টিজ' আর্থিক সমস্যায় পড়ে এবং নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়। ২৫ এপ্রিল ২০২৫ ভবনটির নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু হয় এবং ২০২৭ সালে নির্মাণ কাজ শেষ হবে। অর্থনৈতিক সমস্যা ও কড়া নিয়ম থাকা সত্ত্বেও চীন এখনও বিশ্বের আকাশচুম্বী ভবন নির্মাণে শীর্ষে। 'কাউন্সিল অন টল বিল্ডিংস অ্যান্ড আরবান হ্যাবিট্যাট'-এর তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালে বিশ্বে ২০০ মিটার বা তার চেয়ে বেশি উচ্চতার ১৩৩টি ভবন তৈরি হয়। এর মধ্যে ৯১টি নির্মাণ করা হয় চীনে।

বিশ্বের উঁচু বাঁধে পানি সংরক্ষণ শুরু

দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের শুয়াংজিয়াংকৌ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে এটি হবে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বাঁধ। ১ মে ২০২৫ থেকে এই বাঁধে পানি সংরক্ষণ শুরু হয়। এই প্রকল্পটি সিচুয়ান প্রদেশের আবা তিব্বত ও কিয়াং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত। বাঁধটি দাদু নদীর উজানে অবস্থিত। এই নদী পূর্ব তিব্বত মালভূমি থেকে সিচুয়ান অববাহিকায় প্রবাহিত হয়েছে। প্রকল্পটি নির্মাণ করছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পাওয়ার কনস্ট্রাকশন করপোরেশন অব চায়না (পাওয়ার চায়না)। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয় ৩৬ বিলিয়ন ইউয়ান। বাঁধটির উচ্চতা হবে ৩১৫ মিটার (১,০৩৩ ফুট)। বছরে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি ২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে। প্রকল্পটি শেষ হতে প্রায় ১০ বছর লাগবে।

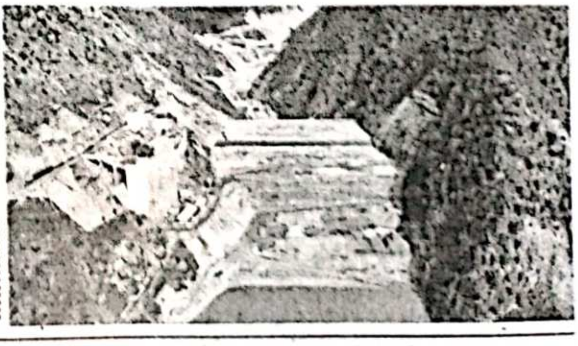

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

যুক্তরাষ্ট্র

কুখ্যাত আলকাট্রাজ কারাগার ফের চালু

যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোর গোল্ডেন গেট সেতুর কাছে একটি দ্বীপে অবস্থিত কুখ্যাত আলকাট্রাজ কারাগার। ৪ মে ২০২৫ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, ভয়ংকর ও দাগী অপরাধীদের জন্য আলকাট্রাজ কারাগারটি আবারও চালু করা হবে। উল্লেখ্য, সানফ্রান্সিসকো উপসাগরের দ্বীপে অবস্থিত আলকাট্রাজ প্রথমে একটি নৌ প্রতিরক্ষা দুর্গ ছিল। ১৯১২ সালে এটিকে একটি সামরিক কারাগারে রূপান্তর করা হয়। ১৯৩৬ সালে এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের অধীনে আসে এবং ভয়ংকর অপরাধীদের জন্য কঠোর নিরাপত্তার কারাগারে রূপ নেয়। অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে ২১ মার্চ ১৯৬৩ এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠার ২৫০তম বার্ষিকী

১৪ জুন ২০২৫ মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠার ২৫০তম বার্ষিকী। মার্কিন সেনাবাহিনী হচ্ছে মার্কিন সামরিক বাহিনীর স্থল শাখা। এটি মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর সবচেয়ে পুরোনো এবং সর্ববৃহৎ শাখা। একই সাথে এটি যুক্তরাষ্ট্রে সাতটি ইউনিফর্মড বা উর্দি পরিহিত সার্ভিসের একটি। ১৪ জুন ১৭৭৫ গঠিত হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাকামী কন্টিনেন্টাল আর্মির মাধ্যমেই এই বাহিনীর গোড়াপত্তন হয়। মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই কন্টিনেন্টাল আর্মি গঠন করা হয়। মার্কিন সেনাবাহিনী ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব দি আর্মির আওতাভুক্ত একটি সামরিক শাখা। একই সাথে এটি ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স বা

মার্কিন প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরের অধীন তিনটি সামরিক বিভাগের একটি। এই সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে আছেন সেক্রেটারি অব দি আর্মি (সেনা সচিব) এবং সেনাপ্রধান বা চিফ অব স্টাফ অব দি আর্মি এই বাহিনীর সর্বোচ্চ পদমর্যাদাধারী ব্যক্তি।

শুল্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র-চীন সমঝোতা

পাল্টাপাল্টি শুল্ক কমানোর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে সমঝোতা হয়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় উভয় পক্ষের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা শেষে ১২ মে ২০২৫ সমঝোতার বিষয়ে যৌথ ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৪ মে ২০২৫ থেকে সমঝোতা কার্যকর হয়। দুই দেশ প্রাথমিকভাবে ৯০ দিনের জন্য শুল্ক অনেকাংশে কমিয়ে আনতে রাজি হয়। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র চীনা পণ্যে আরোপিত ১৪৫% থেকে শুল্ক কমিয়ে ৩০% করে। চীনও

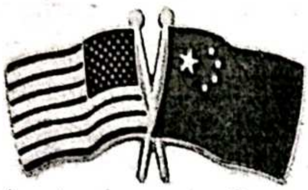

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা পণ্যে শুল্ক ১২৫% থেকে কমিয়ে ১০% করে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে আলোচনা পর্যায়ক্রমে চীন, যুক্তরাষ্ট্র বা কোনো তৃতীয় দেশে হতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী, দুই পক্ষ প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শক পর্যায়ের বৈঠক করবে। উল্লেখ্য ২ এপ্রিল ২০২৫ প্রায় সব দেশের ওপর ন্যূনতম ১০% বেসলাইন ধরে বিভিন্ন হারে শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প। যদিও পরে তা ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়। পাশাপাশি ধাপে ধাপে চীনের ওপর শুল্ক আরোপ করেন ১৪৫%। উচ্চ হারে শুল্ক আরোপের প্রতিক্রিয়ায় চীনও মার্কিন পণ্যে ১২৫% শুল্ক আরোপ করে।

ভিয়েতনামে পরাজিত হওয়ার সুবর্ণজয়ন্তী

পঞ্চাশ বছর আগে উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট গেরিলারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত বাহিনীকে পরাজিত করে পুরো দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করে। ৩০ এপ্রিল ২০২৫ রক্তক্ষয়ী সেই বিজয়ের অর্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন করে ভিয়েতনাম। ৩০ এপ্রিল ১৯৭৫ কমিউনিস্ট শাসিত উত্তর ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গন দখলে নেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির কিংবদন্তি নেতা হো চি মিনের নামে পরে শহরটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় হো চি মিন সিটি। ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘতম সামরিক সংঘাতগুলোর একটি। ১ নভেম্বর ১৯৫৫–৩০ এপ্রিল ১৯৭৫ পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর স্থায়ী হয় এই যুদ্ধ। এতে প্রায় ৩০ লাখ ভিয়েতনামি ও ৬০ হাজার মার্কিনির প্রাণহানি ঘটে।

দূরপাল্লার পথে চালকবিহীন ট্রাক

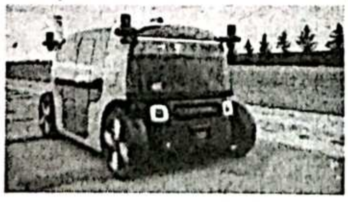

পণ্য সরবরাহ সেবা প্রদানকারী মার্কিন প্রতিষ্ঠান অরোরা ১ মে ২০২৫ ঘোষণা করে, তারা টেক্সাসে তাদের প্রথম গ্রাহক উবার ফ্রেইট ও হার্শবাক মোটর লাইন্সের অধীন চালকবিহীন ট্রাকের বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু করে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে চালকবিহীন ট্রাক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম দূরপাল্লার পথে নিয়মিত চলাচল শুরু করে। ডালাস ও হিউস্টনের মধ্যে চলাচল করছে এই ট্রাক। কোনো মনুষ্য চালক ছাড়া ১,২০০ মাইলের বেশি পথ পাড়ি দেয় স্বচালিত এই প্রযুক্তির ট্রাক। চালকবিহীন ট্রাকে এমন কম্পিউটার ও সেন্সর লাগানো রয়েছে, যা চারটি ফুটবল মাঠের চেয়েও বেশি দীর্ঘ পথ দেখতে পারে। অরোরাই প্রথম কোনো প্রতিষ্ঠান, যারা সফলভাবে ও নিরাপদে উন্মুক্ত সড়কে চালক ছাড়াই ট্রাকে পণ্য পরিবহন সেবা বাণিজ্যিকভাবে চালু করল।'

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য সফর

দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম পূর্ণাঙ্গ সফর হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যকে বেছে নেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১৩-১৬ মে ২০২৫ চার দিনের এ সফরে সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থান করেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি চুক্তি

১৩ মে ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সৌদির রাজধানী রিয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং সৌদির যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান চুক্তিগুলো স্বাক্ষর করেন। চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিক হলো—

- যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ১৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অস্ত্র ক্রয় করবে সৌদি আরব, যা প্রতিরক্ষা খাতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চুক্তি। এর মাধ্যমে সৌদিকে সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র এবং অন্যান্য সেবা দেবে যুক্তরাষ্ট্র। যার মধ্যে রয়েছে বিমানবাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং মহাকাশ সক্ষমতা বৃদ্ধি। এছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা।
- সৌদি আরবের কোম্পানি ডেটাভোল্ট যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) কোম্পানি ও জ্বালানি অবকাঠামোতে ২০ বি.মা.ড বিনিয়োগ করবে।
- যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবে গ্যাস টারবাইন এবং বোয়িং ৭৩৭-৮ যাত্রীবাহী বিমান রপ্তানি করবে। গ্যাস টারবাইনের দাম হবে ১৪.২ বি.মা.ড। অপরদিকে, বিমানের দাম হবে ৪.৮ বি.মা.ড।
- যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যখাতে সৌদির কোম্পানি মিশিগানে স্যালাইন তৈরির কারখানা তৈরি করতে ৫.৮ বি.মা.ড বিনিয়োগ করবে।
- নতুন কাজসহ বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়। এ তহবিলগুলোর মধ্যে জ্বালানি খাতের উন্নয়নে ৫ বি.মা.ড, মহাকাশ এবং প্রতিরক্ষা শিল্পের প্রসারে ৫ বি.মা.ড এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে ৪ বি.মা.ড বরাদ্দ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও কাতার চুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানির কাছ থেকে ১৬০টি বিমান ক্রয় করবে কাতার এয়ারওয়েজ। ১৪ মে ২০২৫ কাতারের রাজধানী দোহায় এমন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। বিমানগুলোর মোট মূল্য ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। বোয়িংয়ের ইতিহাসে 'সবচেয়ে বড় অর্ডার' এটি। এছাড়া প্রতিরক্ষা সহযোগিতাসংক্রান্ত কয়েকটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়াও কাতার যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে উন্নত প্রযুক্তির MQ-9B ড্রোন ক্রয় করবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও আরব আমিরাত চুক্তি

১৫ মে ২০২৫ সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট জায়েদ আল নাহিয়ান। এছাড়াও আমিরাতের ইতিহাদ এয়ারওয়েজ ১,৪৫০ কোটি (১৪.৫ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ২৮টি বোয়িং ৭৮৭ এবং ৭৭৭এক্স উড়োজাহাজ ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। যুক্তরাষ্ট্র-আমিরাত 'এআই অ্যাকসেলারেশন পার্টনারশিপ ফ্রেমওয়ার্ক' গড়তে রাজি হয়।

সিরিয়ার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

১৩ মে ২০২৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সিরিয়ার ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেন। ১৪ মে ২০২৫ সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প বৈঠক করেন, যা ২৬ মার্চ ২০০০ জেনেভায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং হাফিজ আল-আসাদের বৈঠকের পর দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে প্রথম বৈঠক।

ট্রাম্পের জন্য উড়ন্ত রাজপ্রাসাদ

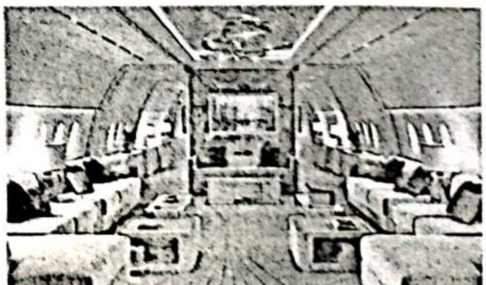

কাতারের রাজপরিবারের কাছ থেকে একটি বোয়িং ৭৪৭-৮ জাম্বো জেট বিমান উপহার পাবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিলাসবহুল এ বিমানটি এয়ার ফোর্স ওয়ান (প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমান) হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হবে। এটি ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পাওয়া অন্যতম দামি উপহার। আনুমানিক ৪০০ মিলিয়ন বা ৪০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের এ উড়োজাহাজটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই বরাদ্দ থাকবে। বোয়িং-৭৪৭-৮ মডেলের এ উড়োজাহাজটিকে বলা হয় 'প্যালেস ইন দ্য স্কাই' বা উড়ন্ত রাজপ্রাসাদ। বিলাসবহুল বেডরুম, ব্যক্তিগত অফিস, কনফারেন্স রুম-এটি দেখতে এক রাজপ্রাসাদের মতো। এতে প্রায় ৯০ জন যাত্রী এবং ১৪ জন ক্রু সদস্য আরামদায়কভাবে ভ্রমণ করতে পারেন। অন্য জায়গাগুলোতে রয়েছে পাঁচটি লাউঞ্জ, যা দুই ডেকজুড়ে বিস্তৃত। দুই ডেকের মাঝে বিলাসবহুল সিঁড়ি দিয়ে সংযোগ রয়েছে।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত

২২ এপ্রিল ২০২৫ ভারত শাসিত জম্মু কাশ্মীরের পহেলগামে হামলায় ২৬ জন পর্যটক নিহত হন। ১৯৮৯ সালের পর থেকে এ হামলা কাশ্মীরে সবচেয়ে বড় এবং ভয়াবহ হামলা হিসেবে গণ্য করা হয়। শুরু থেকে এই হামলার দায় পাকিস্তানের ওপর চাপায় ভারত। এরপর ৭ মে ২০২৫ 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযান নামে পাকিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ভারত।

সংঘাতের প্রেক্ষাপট

২২ এপ্রিল ২০২৫ ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ভয়াবহ হামলায় ২৬ জন পর্যটক নিহত হন। The Resistance Front (TRF) নামের একটি গোষ্ঠী এ হামলার দায় স্বীকার করে। ধারণা করা হয় গোষ্ঠীটি পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তাইয়েবার শাখা। এরপর থেকেই ভারত-পাকিস্তানের উত্তেজনা শুরু। এই ঘটনার পর ভারত প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ হিসেবে ২৩ এপ্রিল ২০২৫ সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত করে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে ৭ মে ২০২৫ পাকিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ভারত। পাল্টা প্রতিশোধে পাকিস্তান ১০ মে ২০২৫ ভারতের সামরিক স্থাপনায় সমন্বিত ও পরিকল্পিত হামলা চালায়।

■ **অপারেশন সিঁদুর :** কাশ্মীরের পহেলগামে হামলায় যুক্ত থাকার অভিযোগ এনে ৭ মে ২০২৫ পাকিস্তানে আকস্মাৎ হামলা চালায় ভারত। অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সিঁদুর' (Operation Sindoor)। অভিযানের নামকরণ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পহেলগামে ২৫ নারী বিধবা হন। ভারতের হামলার নাম অপারেশন সিঁদুর রাখা হয় মূলত ওই হামলায় স্বামী হারানো নারীদের ক্ষত এবং কষ্টের কথা তুলে ধরে।

■ **অপারেশন বুনিয়ানুম মারসুস :** ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর' সেনা অভিযানের পাল্টা জবাব দিতে ১০ মে ২০২৫ পাকিস্তান 'অপারেশন বুনিয়ানুম মারসুস' (Operation Bunyanum Marsus) শুরু করে। এই সামরিক অভিযানের নাম নেওয়া হয় পবিত্রগ্রন্থ কুরআন থেকে। 'বুনিয়ানুম-মারসুস' অর্থ 'গলিত সীসা দিয়ে নির্মিত অভেদ্য প্রাচীর', যা শক্তি, সংহতি ও দৃঢ়তার প্রতীক। আক্ষরিক অর্থ 'লোহার প্রাচীর'। এটি কুরআনের সূরা আছ-ছফের ৪নং আয়াতের অংশ, যার সম্পূর্ণ অর্থ- 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তার পথে এমন সুসংহতভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গলানো প্রাচীর।'

যুদ্ধবিরতি

পাল্টাপাল্টি হামলাকে কেন্দ্র করে দুই পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশীর মধ্যে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ১০ মে ২০২৫ বিকাল ৫টা থেকে উভয়পক্ষ অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়। তবে সংঘাতের এই কয়েক দিনে যে ধ্বংসযজ্ঞ হয়, তা দুই দেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে থেকে যাবে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম যুদ্ধের পর থেকে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় একাধিকবার তাদের মধ্যকার বিরোধের সমাধান হয়।

দুই পক্ষের ক্ষতির চিত্র

ক্ষতির ধরন	ভারত	পাকিস্তান
বেসামরিক মৃত্যু	৩০ জন	৬৫ জন
সামরিক মৃত্যু	৫০-৭০ জন	৩০-৪০ জন
আহত	২০০+	২৫০+
ধ্বংসপ্রাপ্ত অস্ত্র	রাফাল, এস-৪০০ রাডার, অস্ত্রাগার	ড্রোন ঘাঁটি, রাডার কমান্ড সেন্টার
ইন্টেলিজেন্স ক্ষতি	১টি কেন্দ্র	সীমিত
ক্ষতির পরিমাণ	৮,৩০০ কোটি ডলার	৪০০ কোটি ডলার

[তথ্যসূত্র : দৈনিক পত্রিকা]

রণাঙ্গণে দুই দেশের অস্ত্র

■ **ভারত ➤** এস-৪০০ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র) • বারাক ৮ ডিফেন্স • ড্রোনবিরোধী প্রযুক্তি • রাফাল যুদ্ধ বিমান • স্ক্যাল্প ক্রুজ মিসাইল • হ্যামার স্মার্ট অস্ত্র • সেন্সর-সজ্জিত কামিকাজে ড্রোন।

■ **পাকিস্তান ➤** তুর্কি সশস্ত্র ড্রোন • চীনের তৈরি পিএল-১৫ (আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র) • জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান • নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ফাতাহ-১, ফাতাহ-২ ক্ষেপণাস্ত্র (ভূমি থেকে নিক্ষেপযোগ্য)।

স্প্যানিশ ভাষা জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্ত হয় ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বিশ্বের প্রথম ড্রোন যুদ্ধ

পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিশ্বের প্রথম ড্রোন যুদ্ধ হয় দক্ষিণ এশিয়ায়। ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের ভূখণ্ডে উপর্যুপরি ড্রোন হামলা চালায়। এ তালিকায় রয়েছে চীনা 'সিএইচ-৪', তুরস্কের 'বায়রাক্তার আকিনসি' এবং পাকিস্তানের 'বুরাক' ও 'শাহপার' ড্রোন। এছাড়াও ভারতের রয়েছে ইসরায়েলের উন্নত প্রযুক্তির লোইটারিং মিউনিশন বা আত্মঘাতী 'হরপ ড্রোন'।

পহেলগাম

কাশ্মীরের পহেলগাম জম্মু-কাশ্মীর প্রদেশের অনন্তনাগ জেলার অন্তর্গত। কাশ্মীরি ভাষায় নাগ মানে ঝর্ণা এবং অনন্ত মানে অসংখ্য। তাই অনন্তনাগ মানে অসংখ্য ঝর্ণা। স্থানীয়রা একে ইসলামাবাদ/ পহেলগাঁও নামে ডাকে। কাশ্মীরি ভাষায় 'পহেলগাম' অর্থ 'মেষপালকদের উপত্যকা'। সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৭০০ সালে এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ। পরে মহারাজা গোলাব সিং ১৮৫০ সালের দিকে আবার এর নাম রাখেন পহেলগাম। শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়ে ধরে অনন্তনাগ হয়ে পহেলগাম পৌঁছাতে হয়। শ্রীনগর থেকে দূরত্ব ৯৬ কিমি।

যুদ্ধ বা সংঘাতের ইতিহাস

১৯৪৭ সালে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তারপর থেকে দুটি দেশের মধ্যে বিভিন্ন যুদ্ধ হয়। তার মধ্যে প্রায় সকল যুদ্ধই কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে। উভয় দেশই কাশ্মীরের মালিকানা দাবি করে আসছে। অঞ্চলটি বর্তমানে দুই ভাগে বিভক্ত যেখানে একটি অংশ ভারত, অপরটি পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে। দুই অংশের মাঝে রয়েছে কাঁটাতারে ঘেরা নিরাপত্তাবেষ্টিত সীমান্ত, যেটিকে বলা হয় নিয়ন্ত্রণ রেখা বা লাইন অব কন্ট্রোল (LoC)। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক সীমান্ত হিসেবে পরিচিত। ১৯৪৭ সাল থেকে এ দুই দেশ মাঝেমধ্যে যুদ্ধ ও সংঘাত করছে। কখনো শুরু করে এক পক্ষ, আবার কখনো অন্যপক্ষ।

- **প্রথম যুদ্ধ :** ২২ অক্টোবর ১৯৪৭-১ জানুয়ারি ১৯৪৯ প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একে কাশ্মীর যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে। তখন জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হয়। সে সময়ে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত করে। ভারত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে, পাকিস্তান আজাদ কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।
- **দ্বিতীয় যুদ্ধ :** ৫ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ দ্বিতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬ তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়।
- **কচ্ছ সংঘাত :** ৯ এপ্রিল ১৯৬৫ উভয় দেশই 'কচ্ছ' অঞ্চলে একে অপরের সীমান্ত চৌকির ওপর আক্রমণ চালায়। ৩০ জুন ১৯৬৫ তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন দেশ দু'টিকে সংঘর্ষ বন্ধ করতে রাজি করান। তিনি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন। ১৯৬৮ সালে ট্রাইব্যুনালের রায়ে পাকিস্তান দাবিকৃত ৩,৫০০ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ৩৫০ বর্গকিলোমিটার ভূমি লাভ করে।
- **তৃতীয় যুদ্ধ :** পাকিস্তান ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) স্বাধীনতাকামী আন্দোলন দমন করতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। এক পর্যায়ে ভারত ওই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, যা তৃতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত।
- **কার্গিল যুদ্ধ :** ৩ মে-২৬ জুলাই ১৯৯৯ কাশ্মীরের কার্গিল জেলায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাকিস্তানি ফৌজ ও কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ডি ফ্যাক্টো সীমান্তরেখা হিসেবে পরিচিত নিয়ন্ত্রণ রেখা বা লাইন অব কন্ট্রোল পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়লে এ যুদ্ধ শুরু হয়।
- **পুলওয়ামা সংকট :** ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ভারতের নিরাপত্তা কর্মীদের বহনকারী একটি গাড়ি বহর জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় আত্মঘাতী বোমা হামলার শিকার হয়। এই হামলার ফলে ৪০ জন Central Reserve Police Force (CRPF) কর্মী মৃত্যুবরণ করেন। পাকিস্তানভিত্তিক ইসলামি সংগঠন 'জাইশ-ই-মোহাম্মদ' এ হামলার দায়ভার স্বীকার করে। ওই হামলার প্রতিক্রিয়ায় যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে পাকিস্তানের ভেতরে হামলা চালায় ভারত।

সিন্ধু পানি চুক্তি

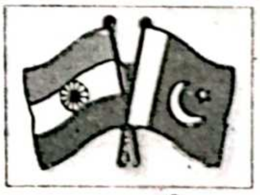

সিন্ধু পানি চুক্তি একটি যুগান্তকারী পানিবণ্টন চুক্তি। বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ স্বাক্ষরিত হয় চুক্তিটি। করাচিতে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১ এপ্রিল ১৯৬০ চুক্তিটি কার্যকর হয়। এটি বিশ্বের সবচেয়ে টেকসই আন্তঃসীমান্ত পানিচুক্তিগুলোর একটি। এই চুক্তির মাধ্যমে সিন্ধু অববাহিকার ছয়টি নদীকে দুই দেশের মধ্যে বিভক্ত করা হয়। ভারতের অংশে আছে ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু। পাকিস্তানের অংশে পড়েছে সিন্ধু, ঝিলাম ও চেনাব। এই তিন নদীই সিন্ধু অববাহিকার প্রায় ৮০% পানির উৎস। বলাবাহুল্য সব নদীর উৎসই ভারতে। অর্থাৎ, সবকটি নদীর ভাটির দেশই পাকিস্তান। চুক্তি অনুযায়ী এই নদীগুলোর পানি জলবিদ্যুৎ এবং সীমিত সেচ ব্যবহারের অধিকার রয়েছে ভারতের। তবে এসব নদীর পানি ধরে রাখা বা তাদের প্রবাহ ভিন্ন দিকে ঘোরানোর অনুমতি নেই, যা ভাটি অঞ্চলের নদীগুলোতে প্রবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। দুই দেশের মধ্যে ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে একাধিক যুদ্ধ, অসংখ্য সংঘাত এবং কখনও কখনও কূটনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লেও আগে কখনও চুক্তিটি স্থগিত করা হয়নি। চুক্তির আর্টিকেল ১২-তে স্পষ্টভাবে বলা হয়, এটি শুধু পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে সংশোধন করা যাবে, যা কখনোই হয়নি। এই সিন্ধু নদীর উৎপত্তি তিব্বতে। ভারত এবং পাকিস্তানের ওপর দিয়ে এর একটা বড় অংশ প্রবাহিত হয়েছে। কিছুটা রয়েছে আফগানিস্তান ও চীনেও।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

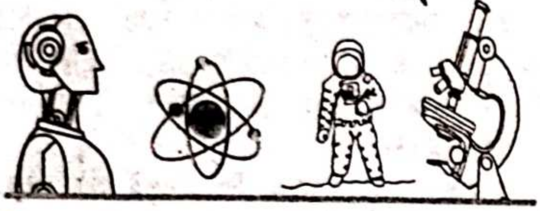

একমাত্র মাইসেটোমা গবেষণা কেন্দ্র ধ্বংস

সাম্প্রতিক সংঘাতে সুদানের রাজধানী খার্তুমে অবস্থিত বিশ্বের একমাত্র মাইসেটোমা গবেষণা কেন্দ্রটি (MRC) ধ্বংস হয়ে যায়। ২৫ এপ্রিল ২০২৫ কেন্দ্রটির পরিচালক এ কথা জানান। MRC ১৯৯১ সালে খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চর্মরোগ মাইসেটোমায় সাধারণত সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন কৃষকরা। রোগটি ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের কারণে হয়।

ড্রোনের মাধ্যমে ওষুধ সরবরাহ

মালয়েশিয়ায় ড্রোনের মাধ্যমে ওষুধ সরবরাহ চালু হবে। ১১ মে ২০২৫ মালয়েশিয়ান কমিউনিকেশন্স অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া কমিশন (MCMC) জানায় এ প্রকল্পটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, মালয়েশিয়ান রিসার্চ অ্যাক্সিলারেটর ফর টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন এবং স্থানীয় ড্রোন প্রযুক্তি প্রদানকারীদের সঙ্গে অংশীদারিত্বে পরিচালিত হবে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলো দ্বীপপুঞ্জ, প্রত্যন্ত গ্রাম এবং সঠিক রাস্তা অবকাঠামোবিহীন স্থানসহ দুর্গম এলাকায় থাকা সম্প্রদায়ের জন্য ওষুধের অ্যাক্সেস দ্রুততার সঙ্গে নিশ্চিত করা। পাইলট প্রকল্পের প্রথম ধাপটি বছরের চতুর্থ প্রান্তিকে দুটি কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত হবে এবং ২০২৬ সালে ১৫০ এবং পরের বছর ৩৯২টিতে সম্প্রসারিত করা হবে।

স্কাইপে বন্ধ

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাইক্রোসফট একসময়ের জনপ্রিয় যোগাযোগমাধ্যম স্কাইপে বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেয়। ৫ মে ২০২৫ আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যায় স্কাইপে। বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণার পর থেকেই স্কাইপের সব কার্যক্রম ধীরে ধীরে মাইক্রোসফট টিমসে স্থানান্তর করা হয়। স্কাইপে বন্ধ হয়ে গেলেও ব্যবহারকারীরা তাদের আগের সকল সুবিধা টিমসের মাধ্যমেই পাবেন। ২৯ আগস্ট ২০০৩ স্কাইপের যাত্রা শুরু হয়। ২০০৪ সালে এটি বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ২০০৫ সালে স্কাইপেকে ইবে (eBay) কিনে নেয়। এরপর ২০১১ সালে মাইক্রোসফট স্কাইপেকে কিনে নেয়। সে সময় স্কাইপেকে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে সংযুক্ত করা হয়। অ্যান্ড টু অ্যান্ড এনক্রিপশনের মাধ্যমে অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে মেসেজ আদান-প্রদান, ভিডিও কল ও গ্রুপ কল করার সুবিধা পাওয়া যেত। সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য এনক্রিপশনযুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম ছিল এটিই প্রথম।

চাঁদে GPS

চাঁদের জন্য GPS'র মতো স্মার্ট নেভিগেশন প্রযুক্তি উন্মোচন করেছে স্প্যানিশ প্রযুক্তি কোম্পানি GMV। তারা ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার (ESA) সঙ্গে যৌথভাবে একটি নেভিগেশন সিস্টেম তৈরি করছে, যার নাম 'লুপিন' (LUPIN)। ২৭ এপ্রিল-৮ মে ২০২৫ পর্যন্ত নতুন এ প্রযুক্তির পরীক্ষা চালানো হয় আফ্রিকার পশ্চিমে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের 'ফুয়েরর্তেভেনচুরায়' (Fuerteventura) দ্বীপে। পৃথিবীর এমন একটি অংশে GMV তাদের প্রোটোটাইপের মাঠপর্যায়ের পরীক্ষা চালায়, যার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য কিছুটা চাঁদের পৃষ্ঠের সঙ্গে মিল রয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় AI 'থেরাবট'

যুক্তরাষ্ট্রের ডার্টমাউথ কলেজের গবেষকরা তৈরি করেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক একটি থেরাপি অ্যাপ 'থেরাবট' (Therabot)। যা রোগীর মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম। এটি উদ্বেগ ও বিষণ্ণতার উপসর্গ মোকাবিলায় ব্যবহারকারীদের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখছে। 'থেরাবট' এমন একটি প্রযুক্তি যা মানুষের আবেগ বুঝে তার প্রতি উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম। এটি বিশেষভাবে বিষণ্ণতা, খাওয়ার সমস্যা বা আত্মবিশ্বাসের অভাবজনিত মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ডিজাইন করা হয়। ব্যবহারকারীরা তাদের অনুভূতি বা সমস্যাগুলো এই অ্যাপে জানানোর মাধ্যমে সহজেই সহায়তা পেতে পারেন।

TheraBot Ai

বিশ্বের প্রথম AI হাসপাতাল

বিশ্বে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক হাসপাতাল চালু করেছে চীন। যেখানে কাজ করছেন ১৪ জন AI চিকিৎসক। ৩ মে ২০২৫ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন উদ্যোগের ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে, হাসপাতালটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তিশালী AI প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল ও চিকিৎসা শাখার সমন্বিত দক্ষতা ব্যবহার করা হবে। বেইজিংয়ের সিংহুয়া চাংগুং হাসপাতাল ও এর অধিভুক্ত ইন্টারনেট হাসপাতালে এ ব্যাপারে প্রাথমিক পাইলট কর্মসূচি শুরু হতে চলেছে, যার মধ্যে জেনারেল প্র্যাকটিস, চক্ষুবিদ্যা, রেডিওলজিক্যাল ডায়াগনস্টিক্স ও রেসপিরেটরি মেডিসিনসহ বিভিন্ন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

দীর্ঘমেয়াদে এর লক্ষ্য হলো আধুনিক, সাশ্রয়ী ও টেকসই স্বাস্থ্যসেবা আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

তথ্যকণিকায় বাজেট

২ জুন ২০২৫ আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ৭,৯০,০০০ কোটি টাকার বাজেট দিবে অন্তর্বর্তী সরকার। সংসদ না থাকায় রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণের মাধ্যমে বাজেট উপস্থাপন করবেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। প্রতি অর্থবছরে জুন মাসের কোনো বৃহস্পতিবার বাজেট ঘোষণার রেওয়াজ থাকলেও এবার এর ব্যতিক্রম হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য বাজেট ঘোষণা করা হবে ২ জুন সোমবার। সেই আলোকে জেনে নিন দেশ-বিদেশের বাজেট তথ্য।

বাজেট

- 'বাজেট' (Budget) ইংরেজি শব্দ।
- ফরাসি শব্দ bougette থেকে Budget শব্দটি এসেছে, যার বাংলা অর্থ চামড়ার থলে বা ব্যাগ।
- অতীতে থলেতে ভরে দেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব আইনসভা বা সংসদে আনা হতো বলে একে 'বাজেট' নামে অভিহিত করা হয়।
- ১৮৬০ সালে ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী উইলিয়াম ই. গ্লাডস্টোন লাল স্যুটকেসে করে বাজেট সংক্রান্ত নথি নিয়ে আসেন। 'বাজেট ব্রিফকেস'র এ রীতি শুরু হয় ১৮ দশক থেকে।
- আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজেট দু'ভাগে বিভক্ত- উদ্বৃত্ত বাজেট ও ঘাটতি বাজেট।
- বাজেটের দুটি অংশ— রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট।
- ১৪ মার্চ ১৭৩৩ যুক্তরাজ্যের তথা বিশ্বের প্রথম প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট ওয়ালপোল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বা হাউস অব কমন্সে প্রথম জাতীয় বাজেট ও রাজস্বনীতি 'পুস্তিকা' বা প্যাম্ফলেট আকারে উত্থাপন করেন।
- ৭ এপ্রিল ১৮৬০ জেমস উইলসন ভারতের কলকাতায় ব্রিটিশ সরকারের প্রথম বাজেটের বক্তৃতা দেন এবং ১৮৬০-৬১ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেন।
- ১৬ মার্চ ১৯৪৮ পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে হামিদুল হক চৌধুরী ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট পেশ করেন।

বিভিন্ন দেশের অর্থবছর

- যুক্তরাজ্যের অর্থবছর ৬ এপ্রিল-৫ এপ্রিল।
- ব্রাজিল, স্পেন, অস্ট্রিয়া, পর্তুগাল, রাশিয়া ও সুইডেনের অর্থবছর ১ জানুয়ারি-৩১ ডিসেম্বর।
- নেপালের অর্থবছর ১৬ জুলাই-১৫ জুলাই।
- আফগানিস্তানের অর্থবছর ২১ ডিসেম্বর-২০ ডিসেম্বর।
- ইথিওপিয়ার অর্থবছর ৮ জুলাই-৭ জুলাই।
- ইরানের অর্থবছর হয়ে থাকে হিজরি সন অনুসারে।
- যুক্তরাষ্ট্র ও থাইল্যান্ডের অর্থবছর ১ অক্টোবর-৩০ সেপ্টেম্বর।
- ভারত, মিয়ানমার, জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থবছর ১ এপ্রিল-৩১ মার্চ।
- চীন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থবছর ১ জানুয়ারি-৩১ ডিসেম্বর।
- বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভুটান, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের অর্থবছর ১ জুলাই-৩০ জুন।
- দেশভাগের পর পাকিস্তানে অর্থবছর প্রথমে এপ্রিল-মার্চ থাকলেও পরে তা জুলাই-জুন করা হয়।
- বিশ্বের অনেক দেশের অর্থবছর ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, অর্থাৎ জানুয়ারি-ডিসেম্বর।

বাংলাদেশের বাজেট

- ৩০ জুন ১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দেশের ইতিহাসে প্রথম বাজেট উপস্থাপন করেন। একই সঙ্গে তিনি ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেন।
- বাংলাদেশের প্রথম বাজেটের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা।
- স্বাধীনতার পর ১৯৭২-২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশে ৫৪টি (১টি অন্তর্বর্তীকালীনসহ) বাজেট পেশ হয়।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দুটি বাজেট ঘোষণা করেন এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম।
- ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে দুবার বাজেট উপস্থাপন হয়।
- দেশের প্রথম টেকনোক্র্যাট অর্থমন্ত্রী হিসেবে বাজেট পেশ করেন আজিজুর রহমান মল্লিক, ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছর; ২৩ জুন ১৯৭৫।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাজেট পেশ করেন জিয়াউর রহমান।
- বাংলা একাডেমির বিবর্তনমূলক অভিধানে উল্লেখ রয়েছে বাংলায় বাজেট শব্দটি ১৯০২ সালে প্রথম ব্যবহার করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বাংলাদেশ সংবিধানে বাজেটকে বলা হয় বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বা Annual Financial Statement।
- বাংলাদেশ সংবিধানে বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বর্ণিত রয়েছে ৮৭নং অনুচ্ছেদে।
- স্বাধীনতার পর এই প্রথম আগের বছরের তুলনায় নতুন বাজেটের আকার ছোট হচ্ছে।

কে কতটি বাজেট পেশ করেন

১	আজিজুর রহমান মল্লিক, ড. মীর্জা নুরুল হুদা, ড. ওয়াহিদুল হক, ড. ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ ও আবুল হাসান মাহমুদ আলী
২	এমএ মুনিম ও ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম
৩	তাজউদ্দীন আহমদ ও জিয়াউর রহমান
৪	মোহাম্মদ সায়েদুজ্জামান
৫	আ হ ম মুস্তফা কামাল
৬	শাহ এ. এম. এস. কিবরিয়া
১২	এম. সাইফুর রহমান ও আবুল মাল আবদুল মুহিত।

স্প্যানিশ বিশ্বে ব্যবহারকারীর দিক থেকে চতুর্থতম ভাষা

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বিশ্ব মানচিত্রে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

পর্ব-১

সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ : জাপান ও চীন

পূর্ব চীন সাগরে অবস্থিত সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা নিয়ে জাপান ও চীনের মধ্যকার বিরোধ দীর্ঘদিনের। দুটি দেশই দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা দাবি করে আসছে। সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জটি উৎসুরি, তাইশো, কুবা, কিতা কোজিমা ও মিনামি কোজিমা নামের পাঁচটি দ্বীপ এবং তিনটি ভাসমান পাথুরে টিলার সমন্বয়ে গঠিত। এর আয়তন ৭ বর্গকিলোমিটার। তাইওয়ান থেকে ১২০ নটিক্যাল মাইল, চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল এবং জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপ থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল দূরে এর অবস্থান। জাপানিরা এই দ্বীপগুলোকে 'সেনকাকু' (Senkaku) বলে ডাকে। তবে চীনাদের কাছে এগুলো 'তিয়াওইউ' (Diaoyu) নামে পরিচিত। চতুর্দশ শতক থেকে চীন সেনকাকুর মালিকানা দাবি করে আসছে। ১৪ জানুয়ারি ১৮৯৫ জাপান প্রথম দ্বীপপুঞ্জটির নিয়ন্ত্রণ পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আত্মসমর্পণ করার আগ পর্যন্ত এটির নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই ছিল। ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র দ্বীপপুঞ্জটিকে তাদের প্রশাসনের আওতায় আনে। ১৯৬৮ সালে এশিয়ার অর্থনীতিবিষয়ক জাতিসংঘ কমিশন দ্বীপটিতে তেল-গ্যাস মজুত থাকার কথা জানায়। এর পর থেকেই তিন দেশ দ্বীপের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে টানাটানি করছে। ১৭ জুন ১৯৭১ জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত ওকিনাওয়া সংরক্ষণ চুক্তির (Okinawa Reversion Agreement) আওতায় টোকিওর কাছে দ্বীপের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করে ওয়াশিংটন। একই বছর চীন এটিতে তাদের মালিকানার কথা ঘোষণা দেয়। অবশ্য এটির নিয়ন্ত্রণ এখনো জাপানের কাছেই। ২২ জুন ২০২০ ইশিগাকি সিটি কাউন্সিল অঞ্চলটির নাম পরিবর্তন করে টোনোশিরো সেনকাকু (Tonoshiro Senkaku) করা হয়। জাপানের ইশিগাকি শহরের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল হলো টোনোশিরো। সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ফলে এই বিভ্রান্তি দূর করতেই অঞ্চলটির নাম পরিবর্তন করে টোনোশিরো সেনকাকু করেছে জাপান। ১ অক্টোবর ২০২০ থেকে এই নামের ব্যবহার শুরু করে।

কুরিল দ্বীপপুঞ্জ : জাপান ও রাশিয়া

জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপ থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বিরোধপূর্ণ অঞ্চল— যাকে রাশিয়া কুরিল দ্বীপপুঞ্জ (Kuril Islands বা Kurile Islands) বলে। অন্যদিকে জাপান এর নাম দেয় 'উত্তরের ভূখণ্ড' (Northern Territories)। কুরিল দ্বীপপুঞ্জ রাশিয়ার পূর্ব উপকূলের কাছে অবস্থিত ৫৬টি ছোট-বড় আগ্নেয় দ্বীপ নিয়ে গঠিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে জাপান দ্বীপপুঞ্জটি দখল করে নেয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রুশ নৌ-অভিযাত্রীরা কুরিল দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কুরিল দ্বীপপুঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী বৃহত্তর শাখালিন দ্বীপ নিয়ে তদানীন্তন রুশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে জাপানি সাম্রাজ্যের বিরোধ দেখা দেয়। ৭ মে ১৮৭৫ রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে সেন্ট পিটার্সবার্গের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এই চুক্তি অনুযায়ী শাখালিন দ্বীপের ওপর রাশিয়ার ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জের ওপর জাপানের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) কুরিল দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করে ৪টি দ্বীপ দখল করে নেয়, যা পরবর্তীতে রাশিয়ার অংশ হয়ে যায়। দ্বীপগুলো হলো— কুনাশির, ইতোরুপ, শিকতন ও রকি হাবমিনি। ১৯৫৬ সালে দেশ দুটির মাঝে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিতর্কিত কুড়িল দ্বীপপুঞ্জকে নিয়ে দুই দেশের বিতর্কের আজও নিষ্পত্তি হয়নি। ১৯৯০-এর দশকে জাপান রাশিয়াকে দ্বীপগুলো ফেরত দিতে কূটনৈতিক চাপ দেয়। ফলে এটি জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বের বিষয়ে পরিণত হয়।

গুয়ান্তানামো বে : কিউবা ও যুক্তরাষ্ট্র

হাভানা যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরে, ফলে কিউবার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই মাথা ঘামিয়ে আসছে। সেই ১৮২০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে 'প্রথম সুযোগেই কিউবা অধিগ্রহণ করতে হবে'। শেষ পর্যন্ত ১৮৯৮ সালে তারা সেটা করেও ফেলে। সেবার তারা স্পেনের বিরুদ্ধে কিউবার বিদ্রোহে হস্তক্ষেপ করে, সেখানে নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় মার্কিন বাহিনী কিউবার দক্ষিণ-পূর্বে ক্যারিবীয় সাগরে গুয়ান্তানামো উপসাগর বরাবর প্রায় ১১৭ বর্গ কিলোমিটার (৪৫ বর্গ মাইল) জমি দখল করে নেয়। ১৯০৩ সালে ওই দ্বীপ এলাকায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি তৈরি করা হয়। ফলে তারা ভবিষ্যতেও কিউবার ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকারের ভিত স্থাপন করে। এরপর যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে তাবেদার সরকার বসায়, যার সর্বশেষ প্রতিনিধি ছিলেন মার্কিনপন্থী ফুলগেনসিও বাতিস্তা, ১৯৫৯ সালে বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো যাকে উৎখাত করেন। এরপর থেকে কিউবার কমিউনিস্ট সরকার গুয়ান্তানামো বেতে মার্কিন সামরিক উপস্থিতিকে অবৈধ বলে মনে করে এবং বারবার এর প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানায়। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ হামলার পর ১১ জানুয়ারি ২০০২ কিউবায় কুখ্যাত গুয়ান্তানামো বে কারাগার চালু করে।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

করিডোরের ইতিবৃত্ত

মিয়ানমারের রাখাইনের রোহিঙ্গাদের জন্য শর্তসাপেক্ষে একটি মানবিক করিডোর (হিউম্যানিটারিয়ান প্যাসেজ) দেওয়ার বিষয় নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ আলোচনা চলছে। তাই করিডোর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।

করিডোর

Corridor ইংরেজি শব্দ, যার অর্থ একটি সুরক্ষিত দুর্গ ঘিরে থাকা একটি পথ। পারিভাষিকভাবে 'যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় মানবিক সহায়তা পাঠানোর যখন কোনো উপায় থাকে না, তখন একটি স্বীকৃত পথ বা প্যাসেজের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। সংঘাতময় এলাকায় মানবিক সহায়তা পাঠানোর এমন পথ বা পদ্ধতিই মানবিক করিডোর।' মূলত জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন রেজল্যুশন (৪৬/১৮২ এবং ৫৮/১১৪) এ মানবিক নীতিকে অনুমোদন করা হয়। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯১ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এই রেজল্যুশনটি গ্রহণ করে। উপসাগরীয় যুদ্ধে, সংঘাতপীড়িত ও বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য এ রেজল্যুশন পাস করা হয়।

করিডোরের ইতিহাস

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সংঘাতময় অঞ্চলগুলোতে মানবিক করিডোরের প্রচলন শুরু হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে নাৎসি নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো থেকে ইহুদি শিশুদের যুক্তরাজ্যে সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নেওয়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে বসনিয়ার সারায়েভোতে ১৯৯২-৯৫ সালে এবং ২০১৮ সালে সিরিয়ার ঘৌতা থেকে বেসামরিক লোকজনকে সরিয়ে আনার জন্য মানবিক করিডোর প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথম আর্মেনিয়া-আজারবাইজান যুদ্ধের (নাগার্নো-কারাবাখ যুদ্ধ) সময় ১৯৮৯ সালে লাচিন করিডোর স্থাপিত হলেও সেটি দুই বছরের মধ্যেই বন্ধ করে দেয় আজারবাইজান সরকার।

বিশ্বের উল্লেখযোগ্য করিডোর

■ মানবিক করিডোর

- **সারায়েভো :** নিরাপত্তা পরিষদের নেওয়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে বসনিয়ার সারায়েভোতে ১৯৯২-৯৫ সালে মানবিক করিডোর প্রতিষ্ঠা করা হয়। বেসামরিক লোকজন সরিয়ে নিতে ওই উদ্যোগ নেওয়া হয়।
- **গাজা :** ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের সঙ্গে হামাসের সংঘাতের মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন অঞ্চলে মানবিক করিডোর করা হয়। তবে সেগুলো বেশিরভাগ সময়ই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিল।
- **মারিউপোল :** ২০২২ সালের মার্চে ইউক্রেন ও রাশিয়ার কর্মকর্তারা একটি মানবিক করিডোরের বিষয়ে সম্মত হন, যার লক্ষ্য ছিল সংঘাতময় এলাকা থেকে বেসামরিক নাগরিকদের সরে যেতে সহায়তা করা।
- **গ্রোজনি :** ১৯৯৯ সালে চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনি আক্রমণ করে শহরটি অবরোধ করে রাশিয়া। এতে নগর এলাকা প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ অবরুদ্ধ শহর থেকে বেসামরিকদের সরে যাওয়ার জন্য রুশ কমান্ডাররা একটি মানবিক করিডোর প্রস্তুত করেন।

■ রাজনৈতিক করিডোর

- **চিকেনস নেক :** ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরের কাছে অবস্থিত চিকেনস নেক করিডোর অনেকটা বাঁকানো মুরগির ঘাড়ের মতো দেখায় বলে এই জায়গাটাকে অনেকে 'চিকেনস নেক' বলে। শিলিগুড়ি করিডোর পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের অংশে, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার আশপাশে অবস্থিত। এটি হিমালয়ের পাদদেশে বিস্তৃত একটি এলাকা। করিডোরের দুই পাশে নেপাল ও বাংলাদেশ এবং করিডোরের উত্তর প্রান্তে চীন ও ভুটান অবস্থিত। সিকিম রাজ্যটি এর আগে করিডোরের উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে ১৯৭৫ সালে ভারতের সঙ্গে একীভূত হয় সিকিম।
- **তিনবিঘা করিডোর :** ১৬ মে ১৯৭৪-এর ইন্দিরা গান্ধী-শেখ মুজিবুর রহমান চুক্তি অনুসারে ভারত ও বাংলাদেশ তিনবিঘা করিডোর (১৭৮ × ৮৫) মিটার বা (৫৮৪ × ২৭৯) ফুট ও দক্ষিণ বেরুবাড়ীর ৭.৩৯ বর্গকিমি (২.৮৫ বর্গমাইল) সার্বভৌমত্ব পরস্পরের কাছে হস্তান্তর করে। লালমনিরহাট জেলাধীন পাটগ্রাম উপজেলার সীমান্তবর্তী ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ছিটমহল ছিল দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা। এ ছিটমহলের সাথে তৎকালীন পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগের জন্য একটি 'প্যাসেজ ডোর' এর ব্যবস্থা রাখা হয়, যা বর্তমানে 'তিন বিঘা করিডোর' নামে পরিচিত।

মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে করিডোর

২০২৫ সালের প্রথমার্ধে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করে বিবৃতি দেয় জাতিসংঘ। এ জন্যে গৃহযুদ্ধে পর্যুদস্ত রাখাইন রাজ্যে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশের কাছে জাতিসংঘ 'করিডোর' দেওয়ার অনুরোধ করে। এর ফলে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শর্ত সাপেক্ষে মিয়ানমারের বেসামরিক লোকজনের জন্য করিডোর দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। ২৭ এপ্রিল ২০২৫ পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এ তথ্য জানান।

পিরেনিজ পর্বতমালা স্পেনকে ফ্রান্স হতে পৃথক করেছে

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

তথ্যকোষে রূপক কথা

পর্ব-৭

কল মার্জিং

Call Merging বলতে একাধিক ফোনকলকে একত্রিত করে কনফারেন্স কলে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। সাধারণত এটি অফিসিয়াল মিটিং, বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে কথা বলা বা জরুরি আলোচনার জন্য ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে প্রতারকেরা এটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বোকা বানাতে প্রথমে পরিচিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ভুয়া নাম-পরিচয় ব্যবহারে ফোনকল করে থাকে। এসব ফোনকলে সাধারণত বিশেষ অফারসহ নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তভোগীদের আস্থা অর্জন করা হয়।

গোল্ডেন হ্যান্ডশেক

Golden Handshake হলো একটি আর্থিক সুবিধা বা ক্ষতিপূরণ, যা কোনো কর্মচারীকে তার চাকরি থেকে অবসরে পাঠানো বা চুক্তি শেষ করার সময় প্রদান করা হয়। এটি নগদ, ইক্যুইটি এবং অন্যান্য সুবিধার আকারে হতে পারে এবং প্রায়শই স্টক অপশনের দ্রুত ন্যস্তকরণের সাথে থাকে। ইনভেস্টোপিডিয়া অনুসারে, একটি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক একটি সোনালী প্যারাসুটের অনুরূপ, তবে তার চেয়েও বেশি উদার কারণ এটি কেবল চাকরির অবসানের সময় আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং/অথবা স্টক অপশন প্রদান করে না, বরং অবসর গ্রহণের সময় নির্বাহীরা যে একই বিচ্ছেদ প্যাকেজ পাবেন তাও অন্তর্ভুক্ত করে।

হেজ ফান্ড

Hedge Fund হচ্ছে এক ধরনের বিকল্প বিনিয়োগ পদ্ধতি, যার মূল উদ্দেশ্যই হলো গ্রাহকদের বিনিয়োগের ওপর সর্বোচ্চ মুনাফা এনে দেওয়া। বিভিন্ন গ্রাহকের বিনিয়োগকৃত মোট অর্থকে এমনভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করা হয়, যাতে স্বল্পতম সময়ে দ্রুত মুনাফা অর্জন করা যায়। এক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ মার্কেটেই বিনিয়োগ বেশি করা হয়।

মোস্ট ফেভারড নেশন

Most Favoured Nation (MFN) হলো একটি বাণিজ্যিক মর্যাদা, যা কোনো দেশ তার বাণিজ্য অংশীদারকে দেয়, যাতে ওই দেশকে সর্বোচ্চ বাণিজ্য সুবিধা প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে শুল্ক কমানো, আমদানি-রপ্তানিতে বাধা হ্রাস এবং বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধায় সমতা নিশ্চিত করা হয়।

সার্জিক্যাল স্ট্রাইক

Sergical Strike একটি সামরিক অভিযান, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত হয়। যেমন— শত্রুপক্ষের সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করা বা কোনো হুমকি নিরসন করা। এই ধরনের হামলার মূল উদ্দেশ্য হলো আশপাশের অবকাঠামো, সাধারণ মানুষ বা অন্যান্য সম্পদের ক্ষতি যতটা সম্ভব কমানো। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— এটি নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যকে ঘিরে পরিচালিত হয়।

Foreign Office Consultations (FOCs)

Foreign Office Consultations (FOCs) হলো উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক বৈঠক, যা বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্র দপ্তর বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এসব পরামর্শমূলক বৈঠক এমন একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করে, যেখানে উভয় দেশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ এবং পারস্পরিক উদ্বেগের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন।

ফরেনসিক অডিট

Forensic Audit হলে এমন এক অডিট যা কোনো ব্যবসায়ের ফাইন্যান্সিয়াল রেকর্ডগুলোকে একটা স্ট্রাকচারাল পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করে জালিয়াতি খুঁজে বের করার চেষ্টা করে এবং পরবর্তী সময়ে কোর্টে উত্থাপনের জন্য প্রমাণপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করে।

ব্যাকডোর চ্যানেল কূটনীতি

ব্যাক ডোর চ্যানেল শব্দটি ১৯৫০ এর দশকের গোড়ার দিক থেকে সরকার এবং পররাষ্ট্র নীতি কর্মকর্তা এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তারা সীমান্ত পেরিয়ে যোগাযোগের বিকল্প পদ্ধতি বোঝাতে ব্যবহার হয়ে আসছে। এ কূটনীতি বলতে মূলত, শান্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন সরকারি চ্যানেল এবং পর্দার আড়ালে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককেই বোঝায়।

ফলস ফ্ল্যাগ

False Flag শব্দটি ১৬ শতকে একটি অভিব্যক্তি হিসেবে উদ্ভূত হয়; যার অর্থ কারো আনুগত্যের ইচ্ছাকৃত ভুল উপস্থাপনা। শব্দটি মূলত নৌ যুদ্ধের একটি চালাকি বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত রাজনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে কোনো দেশের সরকার বা গোষ্ঠী নিজেরা গোপনে অন্য আরেক দেশের বা গোষ্ঠীর নামে পরিকল্পিতভাবে যে অপারেশন চালায় তা ফলস ফ্ল্যাগ নামে পরিচিত।

স্পেনকে বলা হয় বিশ্বের জগৎমণি (Jewel of the world)

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

পরীক্ষার প্রশ্নমালায় পরিবেশ

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এ উপলক্ষ্যে বিগত পরীক্ষায় আসা পরিবেশ সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে এবারের আয়োজন।

সম্মেলন ও আন্দোলন

✓ কপ ২৮ সম্মেলনটি কী সম্পর্কিত?— জলবায়ু পরিবর্তন। [৪৬তম বিসিএস]

✓ COP মানে কী?— কনফারেন্স অব পার্টিস। [৪৪তম বিসিএস]

✓ ধরিত্রী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?— ব্রাজিলের রিওডি জেনিরোতে। [৩৭তম বিসিএস]

✓ কোন সম্মেলনে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠনের অঙ্গীকার করা হয়?— কোপেন হেগেন। [NSI'র সহকারী পরিচালক ২০১৫]

✓ জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?— স্টকহোম। [EC'র প্রশাসনিক কর্মকর্তা]

✓ বাংলাদেশের পরিবেশ আন্দোলনের নাম— বাপা। [SESIP উপজেলা একাডেমিক সুপার ২০১৫]

✓ পরিবেশ আন্দোলনের সূচনাকারী কে?— হেনরি ডেভিড থরো। [রাবি ২০০৫-০৬]

চুক্তি ও প্রটোকল

✓ পরিবেশ বিষয়ক Kyoto Protocol কোন দেশে স্বাক্ষরিত হয়?— জাপান। [BRTA'র মোটরযান পরিদর্শক ২০১৭]

✓ গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস সংক্রান্ত চুক্তি কোনটি?— কিয়োটো প্রটোকল। [বিমান বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক ২০২১]

✓ কিয়োটো চুক্তির গুরুত্বের বিষয় কী ছিল?—বিশ্ব উষ্ণতা হ্রাস। [জনপ্রশাসনের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৫]

✓ কার্টাগেনা প্রটোকল কোন সালে স্বাক্ষরিত হয়?— ২০০০ সালে। [৪২তম বিসিএস]

✓ ১৯৮৯ সাল থেকে ওজোনস্তর বিষয়ক মন্ট্রিল প্রটোকল কতবার সংশোধন করা হয়?— ৫। [৩৫তম বিসিএস]

✓ ১৯৮৭ সালে স্বাক্ষরিত মন্ট্রিল প্রটোকলের বিষয়বস্তু ছিল— পরিবেশ। [ঢাবি ২০১৬-১৭]

✓ ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু হলো— জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাস। [৪১তম বিসিএস]

✓ প্যারিস চুক্তি হলো— জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত সমঝোতা। [ঢাবি ২০১৮-১৯]

✓ যে দেশে জলবায়ু সংক্রান্ত আইন প্রথম প্রণীত হয়েছিল — যুক্তরাজ্যে। [চবি ২০১১-১২]

✓ প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে— ২২ এপ্রিল ২০১৬। [বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৬-১৭]

সংস্থা

✓ WRI কী?— প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী। [মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক ২০০০]

✓ পরিবেশ রক্ষাকারী জাতিসংঘের সংগঠন কোনটি?— UNEP। [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার ২০১৭]

✓ জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থা কোনটি? — IPCC। [অষ্টম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ২০১২]

✓ জাতিসংঘ পরিবেশবিষয়ক সংস্থা (UNEP) ও জলবায়ু বিষয়ক সংস্থা (WMO)-এর মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে— IPCC। [৩৭তম বিসিএস]

✓ IPCC-একটি— জাতিসংঘের পরিবেশবাদী সংস্থা। [রাবি ২০০৭-০৮]

✓ ওয়ার্ল্ড ওয়াচ কী?— ওয়াশিংটন ভিত্তিক বিশ্ব পরিবেশ সংস্থা। [রাবি ২০০৭-০৮]

✓ V20 গ্রুপ কীসের সাথে সম্পর্কিত?— পরিবেশ। [৪০তম বিসিএস]

✓ কোন সালে উত্তর আমেরিকায় গ্রিনপিস প্রতিষ্ঠিত হয়? — ১৯৭১। [চবি ২০০৪-০৫]

✓ আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী গ্রুপ গ্রিনপিস এর দপ্তর কোথায়?— নেদারল্যান্ডস। [তিতাসের ফিল্ড সহকারী প্রকৌশলী ২০২১]

পরিবেশগত অঞ্চল

✓ পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা— টাঙ্গুয়ার হাওর। [বন্ধ অধিদপ্তরের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর ২০২০]

✓ বাংলাদেশের কয়টি স্থান Ramsar Sites হিসেবে অন্তর্ভুক্ত?— ৩টি। [জাবি : ২০২১-২২]

✓ কোন এলাকাকে Marine Protected Area (MPA) ঘোষণা করা হয়েছে?— সেন্টমার্টিন এবং এর আশে-পাশের এলাকা। [৪৫তম বিসিএস]

✓ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোনো দেশের মোট আয়তনের শতকরা কত ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক?— ২৫ ভাগ।

✓ কোনটি বাংলাদেশের Wildlife Sanctuary?— চর কুকরি মুকরি। [জাবি : ২০১৩-১৪]

✓ দূষণ ও দখলের হাত থেকে রক্ষা করতে আদালত সম্প্রতি কোন নদীটিকে 'জীবন্ত সত্তা' ঘোষণা করে রায় দিয়েছে?— তুরাগ। [NSI'র জুনিয়র অফিসার ২০১৯]

দিবস

✓ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়— ৫ জুন। [NSI'র কনস্টেবল]

✓ বিশ্ব ধরিত্রি দিবস কবে পালিত হয়?— ২২ এপ্রিল। [৩৬তম বিসিএস]

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

পরিবেশের ইংরেজি প্রতিশব্দ Environment। এ শব্দটির উৎপত্তি ফরাসি Enviornner থেকে, যার অর্থ বেষ্টন করা বা ঘেরা। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এ শব্দ থেকেই আমাদের অর্থাৎ মানুষের চারপাশের সবকিছুকে পরিবেশ বলে আখ্যায়িত করেন। মানবজাতির বসবাসের জন্য চাই দূষণমুক্ত পরিবেশ। শুধু মানব জীবনই নয়, বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর রক্ষাকবচ এ পরিবেশ। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর ৫ জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' পালিত হয়। ৫-১৬ জুন ১৯৭২ সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশের ওপর প্রথম জাতিসংঘ সম্মেলনে পরিবেশ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। এ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতিবছর দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে।

স্পেনকে বলা হয় ইউরোপের গৌরব (Glory of Europe)

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ঈদুল-আযহা
আত্মত্যাগের অনন্য দিন

বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ইবাদতময় উৎসব ঈদুল আযহা বা কুরবানির ঈদ। আরবি জ্বিলহজ মাসের ১০ তারিখ ঈদুল আযহা পালন করা হয়। এর সাথে রয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগের ইবাদত কুরবানি।

ঈদুল আযহা
মুসলমানদের প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসবের একটি ঈদুল আযহা। এ ঈদ 'কুরবানির ঈদ' নামেও পরিচিত। ঈদ অর্থ উৎসব বা আনন্দ, আর আযহা অর্থ কুরবানি বা উৎসর্গ করা। মহানবী (স.) ঈদুল আযহার দিন ঈদের নামাজ পরবর্তী খুতবায় বলেন, এ দিনের প্রথম কাজ হলো সালাত আদায় করা, এরপর কুরবানি করা। ঈদুল আযহার দিনের প্রধান আমল কুরবানি।

ঈদের নামাজ
ঈদের নামাজ দুই রাকাত। এটি ওয়াজিব নামাজ, যা জামায়াতের সাথে পড়তে হয়। মুসলিমগণ এ নামাজ খোলা মাঠে বা মসজিদে আদায় করে থাকেন। ঈদের নামাজ সাধারণত জ্বিলহজের ১০ তারিখে, সূর্য উদয়ের পর থেকে যোহরের ওয়াক্ত আসার আগ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করা হয়ে থাকে। ঈদের নামাজ শেষে ইমামের জন্য খুৎবা পড়া সুন্নাত ও মুসল্লিদের জন্য খুৎবা শোনা ওয়াজিব। সবশেষে খুতবার পরে দোয়ায় শরিক হতে হয়।

তাকবীরে তাশরীক
জ্বিলহজ মাসের ৯ তারিখ ফজর হতে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত (মোট ২৩ ওয়াক্ত) সকলের উপর ফরয নামাযের পরেই একবার তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা ওয়াজিব। পুরুষরা উচ্চস্বরে ও স্ত্রীলোকগণ নীরবে পাঠ করবে। তাকবীরে তাশরীক হলো— আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ। ঈদুল আযহার মূল শিক্ষা হলো সম্পদের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসা সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি আত্মসমর্পণ।

ঈদুল আযহায় করণীয় ও বর্জনীয়

■ করণীয়

• খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা • মিসওয়াকসহ অজু করে ভালোভাবে গোসল করা • যথাসাধ্য উত্তম পোশাক পরা • আতর কিংবা অ্যালকোহলমুক্ত সুগন্ধি ব্যবহার করা • কোরবানির ঈদে নামাজের আগে কোনো কিছু না খাওয়া মুস্তাহাব। নামাজের পরে প্রথমে কুরবানি করা পশুর গোশত খাওয়া সুন্নত • পুরুষ হোক বা নারী, সবার জন্য ঈদের নামাজের আগে কোথাও কোনো ধরনের নফল নামাজ না পড়া এবং নামাজের পর ঈদগাহেও না পড়া • ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়া।

■ বর্জনীয়

• ঈদের দিনে রোজা • ঈদের দিনকে কবর জিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করা • ঈদের সালাত আদায় না করে শুধু আনন্দ-ফুর্তি করা • মুসাফাহা-মুআনাকা এ দিনে জরুরি মনে করা • গান-বাজনা করা, অশ্লীল সিনেমা ও নাটক দেখা।

কুরবানি
আরবি 'কুরবানি' শব্দের অর্থ যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। শব্দটি আবার ত্যাগ করা ও উৎসর্গ করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেননা এ ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

■ **কার উপর ওয়াজিব :** সেই বালেগ, মুকীম, স্বাধীন মুসলিমের ওপর কুরবানি ওয়াজিব, যিনি ১০ জ্বিলহজ ফজর থেকে ১২ জ্বিলহজ সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কাজেই তোমার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড় এবং কুরবানি কর।' (সূরা আল কাউসার, আয়াত : ২)

■ **কুরবানির সময় :** জ্বিলহজ মাসের ১০ তারিখ তথা ঈদের নামাজের পর থেকে ১২ জ্বিলহজ পর্যন্ত কুরবানি করা যায়। তবে প্রথম দিন কুরবানি করাই উত্তম।

■ **কুরবানির পশু :** উট, মহিষ, গরু, দুম্বা, ছাগল ও ভেড়া— এই ছয় শ্রেণির পশু দিয়ে কুরবানি করা যায়।

■ **গোশত বন্টন :** কুরবানির ক্ষেত্রে নিয়তের বিশুদ্ধতা অপরিহার্য। পবিত্র কুরআনে (সূরা আল হাজ্জ, আয়াত : ৩৬) তিন শ্রেণির লোককে কুরবানির গোশত খাওয়া বা খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে— কুরবানি দাতা, আত্মীয়-প্রতিবেশী এবং ফকির-মিসকিন।

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইব্রাহিম (আ.) তার প্রিয় পুত্রকে কুরবানি দিতে গিয়ে আত্মত্যাগের যে মহান দৃষ্টান্ত ও আদর্শ স্থাপন করেন, সেই স্মৃতিকে স্মরণ রেখে একদিকে যেমন আল্লাহর জন্য আত্ম-উৎসর্গের শিক্ষা দেয়, অপরদিকে অন্যের সাথে সামাজিক বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ক্রিকেটের জয়ন্তী

বিশ্বে ক্রিকেটে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৫ সালে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৫ সালে এই ওয়ানডে বিশ্বকাপের ৫০ বছর। এছাড়াও ২৬ জুন ২০০০ আইসিসির পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা তথা টেস্ট স্ট্যাটাস পায় বাংলাদেশ। সেই প্রেক্ষিতে সুবর্ণজয়ন্তী ও রজতজয়ন্তী নিয়ে এবারের আয়োজন।

প্রথম বিশ্বকাপ

৫ জানুয়ারি ১৯৭১ ওয়ানডে ক্রিকেট চালু হয় অস্ট্রেলিয়ায়। এর চার বছর পর ইতিহাসের প্রথম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে। প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত ক্রিকেটের বৃহৎ এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ইংল্যান্ডে। ৮টি দেশের অংশগ্রহণে ৭-২১ জুন পর্যন্ত ১৫ দিন ধরে চলে ক্রিকেটের প্রথম বৈশ্বিক আসর। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রথম বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশ

মোট ম্যাচ ৫১টি ➢ জয় : ১৬টি • পরাজয় : ৩২টি • ফলাফল হয়নি : ১টি • পরিত্যক্ত : ২টি ➢ ইনিংস • সর্বোচ্চ : ৩৩৩/৮; বিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া; ২০ জুন ২০১৯; নটিংহ্যাম • সর্বনিম্ন : ৫৮; বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৪ মার্চ ২০১১; ঢাকা • ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান : ১২৮; মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ; বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড; ১৩ মার্চ ২০১৫; হ্যামিল্টন • সর্বাধিক উইকেট : সাকিব আল হাসান; ৩৬ ম্যাচে ৪৩টি [২০০৭-২০২৩] • সেরা বোলিং; সাকিব আল হাসান; ৫/২৯; বিপক্ষ আফগানিস্তান; ২৪ জুন ২০১৯; সাউদাম্পটন।

প্রথম বিশ্বকাপজয়ী দল

১৯৭৫ সালে বিশ্বকাপ জয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ১৪ ক্রিকেটারের মধ্যে বেঁচে আছেন ১২ ক্রিকেটার। ৩১ মার্চ ২০২৫ সেই কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের নিয়ে বিশ্বকাপ জয়ের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করবে বলে জানায় ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (CWI)। বেঁচে থাকা ১২ ক্রিকেটার হলেন— লয়েড (৮০), ভিভ রিচার্ডস (৭৩), গর্ডন গ্রিনিজ (৭৩), অ্যালভিন কালীচরণ (৭৬), রোহান কানহাই (৮৯), বার্নার্ড জুলিয়েন (৭৫), ডেরিক মারে (৮১), ভ্যানবার্ন হোল্ডার (৭৯), অ্যান্ডি রবার্টস (৭৪), কলিস কিং (৭৩), ল্যান্স গিবস (৯০) ও মরিস ফস্টার (৮১)। না ফেরার দেশে চলে যাওয়া দুই ক্রিকেটার হলেন রয় ফ্রেডেরিকস ও কিথ বয়েস। ফ্রেডেরিকস ৫৭ বছর বয়সে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে মারা যান। আর ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে ৫৩ বছর বয়সে পরলোকে পাড়ি জমান বয়েস।

টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ

আইসিসি ট্রফি জয়ের মধ্যদিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটে নিজেদের অস্তিত্ব তুলে ধরে বাংলাদেশ। ১৯৯৮ সালে আইসিসি মিনি বিশ্বকাপের সফল আয়োজন ক্রিকেট দুনিয়াকে দেখিয়েছিল আয়োজক বাংলাদেশের সক্ষমতা। ১৯৯৯ বিশ্বকাপের সাফল্য বাংলাদেশের দাবিকে আরও জোরালো করে। অবশেষে ২৬ জুন ২০০০ আইসিসির পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা তথা টেস্ট স্ট্যাটাস পায় বাংলাদেশ। ১০ নভেম্বর ২০০০ বিশ্বের দশম টেস্ট খেলুড়ে দেশ হিসেবে নিজেদের মাঠের লড়াই শুরু করে বাংলাদেশ। ভারতের বিপক্ষে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ঐতিহাসিক টেস্ট খেলতে নামে টাইগাররা। ২৫ বছর পেরিয়ে গেছে টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ দল যাত্রা শুরু করে।

তথ্যকণিকা

- ২৫ বছর পেরিয়েও এখন পর্যন্ত আইসিসির টেস্ট র‍্যাংকিয়ে ৯ নম্বরে বাংলাদেশের অবস্থান।
- ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি ৪টি টেস্ট খেলে ৩টিতেই জিতে বাংলাদেশ, হার মাত্র ১টি। জয়ের হার ৭৫%।
- ২০০৯ সালে দেশের বাইরে প্রথম টেস্ট জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়।
- ২০১৭ সালে কলম্বোয় নিজেদের শততম টেস্ট জয় শ্রীলংকার বিপক্ষে।
- শুধু ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেই জিততে পারেনি বাংলাদেশ।
- ২০২২ এবং ২০২৪ সালে সর্বোচ্চ ১০টি টেস্ট খেলার সুযোগ পায়।
- ৩০ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত ১৫২ টেস্ট খেলে মাত্র ২৩ জয়, ১১১টি হার ও ১৮টি ড্র। দলীয় সর্বোচ্চ রান ৬৩৮, ২০১৩ সালে শ্রীলংকার বিপক্ষে। মাত্র ১২টি ৫ শতাধিক রানের সংগ্রহ রয়েছে বাংলাদেশের।

বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট জয়

দেশ	সময়কাল
জিম্বাবুয়ে	৬-১০ জানুয়ারি ২০০৫
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৯-১৩ জুলাই ২০০৯
ইংল্যান্ড	২৮-৩০ অক্টোবর ২০১৬
শ্রীলংকা	১৫-১৯ মার্চ ২০১৭
অস্ট্রেলিয়া	২৭-৩০ আগস্ট ২০১৭
নিউজিল্যান্ড	১-৫ জানুয়ারি ২০২২
আয়ারল্যান্ড	৪-৭ এপ্রিল ২০২৩
আফগানিস্তান	১৪-১৭ জুন ২০২৩
পাকিস্তান	২১-২৫ আগস্ট ২০২৪

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

খেলাধুলা

সামিত এখন বাংলাদেশের

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) বাংলাদেশ দলে কানাডা প্রবাসী ফুটবলার সামিত সোমকে পেতে চায়। এর জন্য যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতাও পূর্ণ করে ফেলেছে বাফুফে। ১ মে ২০২৫ সামিত কানাডা সকার অ্যাসোসিয়েশনের ছাড়পত্র পায়। ৫ মে ২০২৫ পেয়ে যান বাংলাদেশের পাসপোর্ট। ৬ মে ২০২৫ পান ফিফার প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির অনুমোদনও। ১০ জুন ২০২৫ ঢাকায় সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ দিয়ে লাল-সবুজের জার্সিতে অভিষেক হবে কানাডায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা সামিত সোমের। কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব কালাভরি এফসির মিডফিল্ডার সামিত। ২০২০ সালে কানাডা জাতীয় দলের হয়ে খেলেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ফুটবল দলে প্রবাসী খেলোয়াড় হিসেবে ২০১৩ সালে প্রথম যোগ দেয় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডেনমার্কের নাগরিক জামাল ভূইয়া।

ফেডারেশন কাপ

আয়োজন : ৩৬তম ‖ আয়োজক : বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ‖ সময়কাল : ৩ ডিসেম্বর ২০২৪-২৯ এপ্রিল ২০২৫ ‖ ভেন্যু : ৩টি শহর— ঢাকা, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ ‖ অংশগ্রহণকারী দল : ১০টি ‖ মোট ম্যাচ : ২৪টি ‖ চ্যাম্পিয়ন : বসুন্ধরা কিংস (চতুর্থবার) ‖ রানার্সআপ : ঢাকা আবাহনী ‖ সেরা খেলোয়াড় : তপু বর্মন (বসুন্ধরা কিংস) ‖ সেরা গোলরক্ষক : মিতুল মারমা (ঢাকা আবাহনী) ‖ ফেয়ার প্লে পুরস্কার : ঢাকা আবাহনী।

স্বীকৃত ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি

২০২৫ সালে স্বীকৃত ক্রিকেটে ৫০তম সেঞ্চুরি করেন এনামুল হক বিজয়। ২০ এপ্রিল ২০২৫ তিন সংস্করণ মিলিয়ে স্বীকৃত ক্রিকেটে ৫০তম সেঞ্চুরি করেন জাতীয় দলের ব্যাটসম্যান এনামুল হক বিজয়। ২০০৮ সালে স্বীকৃত ক্রিকেটে প্রথম ম্যাচ খেলা এনামুল ২০১০ সালের অক্টোবরে পান প্রথম সেঞ্চুরির দেখা।

বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান

সেঞ্চুরি	ব্যাটসম্যান	প্রথম শ্রেণি	লিস্ট 'এ'	টি-টোয়েন্টি
৫০	এনামুল হক	২৪	২৩	৩
৪৬	নাঈম ইসলাম	৩৩	১৩	০
৪৫	তামিম ইকবাল	১৭	২৪	৪
৩৪	ইমরুল কায়েস	২০	১৪	০
৩৩	মুমিনুল হক	২৯	৪	০
৩৩	মোহাম্মদ আশরাফুল	২১	১১	১
৩৩	তুষার ইমরান	৩২	১	০

♦ স্বীকৃত ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি ইংলিশ কিংবদন্তি জ্যাক হবসের। ২৯ বছরের ক্যারিয়ারে ১৯৯টি সেঞ্চুরি তার।

৪৮ দলের নারী বিশ্বকাপ

নারী ফুটবলের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা হতে যাচ্ছে। ২০৩১ নারী বিশ্বকাপ থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ৩২ থেকে বাড়িয়ে ৪৮ করা হবে। ৯ মে ২০২৫ বিখ্যাত বিনোদন ও ক্রীড়া বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফিফা কাউন্সিল সর্বসম্মতভাবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে, ২০৩১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিতব্য নারী বিশ্বকাপ থেকে প্রথমবারের মতো ১২টি গ্রুপে মোট ৪৮টি দল খেলবে। তবে ২০২৭ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিতব্য ফিফা নারী বিশ্বকাপে পূর্বের আসরের মতো ৩২ দলই অংশ নেবে।

ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ

আয়োজন : ১১তম • আয়োজক : বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (BCB) • সময়কাল : ৩ মার্চ-২৯ এপ্রিল ২০২৫ • ভেন্যু : ঢাকা • অংশগ্রহণকারী দল : ১২টি • মোট ম্যাচ : ৮৪টি • চ্যাম্পিয়ন : আবাহনী লিমিটেড • রানার্সআপ : মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব • সর্বোচ্চ রান : এনামুল হক বিজয় (৮৭৪) • সর্বোচ্চ উইকেট : মোসাদ্দেক হোসেন ও রাকিবুল হাসান; ৩০টি।

ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবনমন

৫ মে ২০২৫ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (ICC) ক্রিকেটের তিন সংস্করণের র‍্যাংকিংয়ের বার্ষিক হালনাগাদ করে। ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ ১০ নম্বরে নেমে গেছে। সর্বশেষ ২০০৬ সালে ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে দশে ছিল বাংলাদেশ।

আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ ১০

	টেস্ট	ওয়ানডে	টি-২০
১	অস্ট্রেলিয়া	ভারত	ভারত
২	ইংল্যান্ড	নিউজিল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া
৩	দ. আফ্রিকা	অস্ট্রেলিয়া	ইংল্যান্ড
৪	ভারত	শ্রীলংকা	নিউজিল্যান্ড
৫	নিউজিল্যান্ড	পাকিস্তান	ও. ইন্ডিজ
৬	শ্রীলংকা	দ. আফ্রিকা	দ. আফ্রিকা
৭	পাকিস্তান	আফগানিস্তান	শ্রীলংকা
৮	ও. ইন্ডিজ	ইংল্যান্ড	পাকিস্তান
৯	বাংলাদেশ	ও. ইন্ডিজ	বাংলাদেশ
১০	জিম্বাবুয়ে	বাংলাদেশ	আফগানিস্তান

কাতালোনিয়ার রাজধানী বার্সেলোনা

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

রোহিত ও কোহলির টেস্ট থেকে অবসর

- কোহলি ভারতের ২৬৯তম টেস্ট খেলোয়াড়।
- টেস্ট অভিষেক ➤ বিপক্ষ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ • ভেন্যু : কিংস্টন, ২০-২৩ জুন ২০১১।

- টেস্ট ক্যারিয়ার ➤ ম্যাচ (১২৩) • ইনিংস (২১০) • রান (৯,২৩০) • সর্বোচ্চ (২৫৪) • গড় (৪৬.৮৫) • ১০০/৫০ (৩০/৩১)
- টানা দুটি পঞ্জিকাবর্ষে ৭৫ বা এর বেশি গড়ে ১০০০ রান করেছেন কোহলি। টেস্ট ইতিহাসে এমন কীর্তি আর কারও নেই।
- অধিনায়ক হিসেবে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি জয়ও (৪০টি) কোহলির অন্যদিকে, ২৭ জয় নিয়ে দুইয়ে ধোনি।
- এছাড়াও রোহিত শর্মা ৭ মে ২০২৫ টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায়ের ঘোষণা দেন। ৬৭টি টেস্ট খেলেন তিনি। গড়ে ৪০.৫৭ মোট রান ৪,৩০১। ১২টি সেঞ্চুরির সাথে রয়েছে ১৮টি ফিফটি।

১৪তম সাউথ এশিয়ান গেমস ও অন্যান্য

২৩ এপ্রিল ২০২৫ ঢাকার সেনানিবাসস্থ আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (BOA) কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেগুলো হলো—

- ২৩-৩১ জানুয়ারি ২০২৬ পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য ১৪তম সাউথ এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ হতে ২৬টি ডিসিপ্লিনে দল প্রেরণ করবে।
- ২২-৩১ অক্টোবর ২০২৫ বাহরাইনে অনুষ্ঠিতব্য ৩য় এশিয়ান ইয়ুথ গেমসে বাংলাদেশ হতে ১৩টি ডিসিপ্লিনে দল প্রেরণের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ৭-২১ নভেম্বর ২০২৫ সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিতব্য ষষ্ঠ ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে ১১টি ডিসিপ্লিনে বাংলাদেশ অংশ নেবে।
- এছাড়া ১০ম বাংলাদেশ গেমস ২০২৬ সালের মার্চ মাসে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কোপা দেল রে

আয়োজন : ১২৩তম। আয়োজক : রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন। সময়কাল : ৯ অক্টোবর ২০২৪-২৬ এপ্রিল ২০২৫। স্বাগতিক : স্পেন। অংশগ্রহণকারী দল : ১২০টি। মোট ম্যাচ : ১২৬টি। চ্যাম্পিয়ন : বার্সেলোনা (৩২তম বার)। রানার্সআপ : রিয়াল মাদ্রিদ। সর্বোচ্চ গোলদাতা : ফেররান তোরেস (স্পেন) : ৬ গোল।

বিশেষ তথ্য

- বাংলাদেশ ক্রিকেটের রেকর্ড বইয়ের পাতায় শীর্ষে নাম তুলেছেন মুমিনুল হক। দেশের জার্সিতে ফিল্ডার হিসেবে এখন সবচেয়ে বেশি ক্যাচ তারই।
- ব্রাজিলের প্রথম বিদেশি কোচ হিসেবে নিয়োগ পান রিয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ২৬ মে ২০২৫ তিনি দায়িত্ব নিবেন বলে জানায় ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ফেডারেশন।
- ১২ মে ২০২৫ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পেস বোলিং কোচ হিসেবে যোগ দেয় অস্ট্রেলিয়ান পেস বোলার শন টেইট। ২০২৭ সাল পর্যন্ত তার সাথে চুক্তি করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।
- ICC'র এপ্রিল মাসের মাসসেরা নির্বাচিত হন বাংলাদেশি অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ।
- অভিষেক মৌসুমে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড এখন ফরাসি স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপ্পের।

উইজডেন বর্ষসেরা

২১ এপ্রিল ২০২৫ ক্রিকেটের বাইবেল খ্যাত উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালমানাক তাদের ১৬২তম সংস্করণ প্রকাশ করে।

এবারের তালিকায় নাম আসা ব্যক্তিরা হলেন—

- লিডিং ক্রিকেটার (পুরুষ) : যশপ্রীত বুমরা (ভারত)
- লিডিং ক্রিকেটার (নারী) : স্মৃতি মান্ধানা (ভারত)
- লিডিং টি-২০ ক্রিকেটার : নিকোলাস পুরান (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)

বর্ষসেরা ৫ ক্রিকেটার

- গাস অ্যাটকিনসন (ইংল্যান্ড ও সারে)
- জেমি স্মিথ (ইংল্যান্ড ও সারে)
- ড্যান ওরাল (ইংল্যান্ড ও সারে)
- লিয়াম ডসন (ইংল্যান্ড, হ্যাম্পশায়ার)
- সোফি একলেস্টন (ইংল্যান্ড)

মিচেল স্যান্টনার

উইজডেন ট্রফি

মিচেল স্যান্টনার (নিউজিল্যান্ড)

Laureus Awards

২১ এপ্রিল ২০২৫ প্রদান করা হয় 'ক্রীড়াঙ্গনের অস্কার' খ্যাত Laureus World Sports Awards। ২০০০ সাল থেকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২৬তম Laureus Awards বিজয়ীরা হলেন—

পুরস্কার	বিজয়ী (দেশ)
বর্ষসেরা পুরুষ ক্রীড়াবিদ	মন্ডো ডুপ্লান্টিস (সুইডেন)
বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদ	সিমোন বাইলস (যুক্তরাষ্ট্র)
বর্ষসেরা দল	রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন)
বর্ষসেরা উদীয়মান	লামিন ইয়ামাল (স্পেন)
বর্ষসেরা প্রত্যাবর্তন	রেবেকা আন্দ্রাদে (ব্রাজিল)
বর্ষসেরা বিশেষভাবে সক্ষম ক্রীড়াবিদ	জিয়াং ইউয়ান (চীন)
বর্ষসেরা অ্যাকশন স্পোর্টসম্যান	টম পিডকক (যুক্তরাজ্য)
স্পোর্ট ফর গুড অ্যাওয়ার্ড	কিকফোরলাইফ (লেসোথো)
স্পোর্টিং আইকন অ্যাওয়ার্ড	রাফায়েল নাদাল (স্পেন)
লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড	কেলি স্লেটার (যুক্তরাষ্ট্র)

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মারমা

নামকরণ

মারমারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। এরা নিজেদের 'মারমা লুম্যো' অর্থাৎ মারমা বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। 'ম্রাইমা' (Mraima) থেকে 'মারমা' শব্দের উৎপত্তি। ব্রিটিশ ও বাঙালিরা পূর্বে তাদেরকে 'মগ' বলে উল্লেখ করতেন। পার্বত্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের লোকেরাও মারমাদেরকে ঐ একই নামে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা মারমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লেখ করেন। যেমন— ম্রোরা মারমাদেরকে ডাকেন 'ম্রান'; লুসাই ও পাংখুয়ারা 'ম্রাং'; চাকরা 'ম্রাইং'; ত্রিপুরারা 'মুখু'; খুমীরা 'ক্রামো' এবং খিয়াংরা 'ওঅ' নামে ডাকেন।

তেলেইং থেকে মারমা

সতেরো শতকের প্রথম দিকে যখন চট্টগ্রাম অঞ্চলটি আরাকানের শাসনাধীন ছিল তখন মারমাদের আদি নিবাস ছিল মিয়ানমারের পেগু শহরে। ওই সময় হাঁইসাওয়াদি রাজ্যের রাজধানী ছিল পেগু। 'হাঁইসাওয়াদি' রাজ্যের রাজা ছিলেন নাইন্দাবরাং। অন্যদিকে দঙগ্যাওয়াদি তথা আরাকানের মহারাজা মাংরাজাগ্রী ছিলেন পরাক্রমশালী রাজা। ১৫৯৯ সালে আরাকানের রাজা মাংরাজাগ্রী ও তংগু রাজ্যের গভর্নর রেসিহ্‌'র মিলিত সামরিক অভিযানে পেগুর পতন এবং পেগুরাজ নাইন্দাবরাং নিহত হন। আরাকানরাজ মাংরাজাগ্রীর মৃত্যুর পর তার পুত্র মাংখমং আরাকানের রাজা হন। তার রাজত্বকালে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় পর্তুগিজ জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। এদিকে পেগুরাজ নাইন্দাবরাংয়ের পুত্র যুবরাজ মং-চ-প্যাইং কালক্রমে স্বীয় চেষ্টায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে একসময় আরাকান রাজা মাংখমংয়ের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন এবং ১৬১৪ সালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তারূপে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। মং-চ-প্যাইং তার অনুগত তলইং বাহিনীসহ চট্টগ্রামে আগমন করেন এবং পেগুর উদ্বাস্তু পরিবারগুলোও ম্রকউ ত্যাগ করে আরাকানি শাসিত চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন। কথিত আছে এরাই বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসকারী মারমাদের পূর্বপুরুষ। ১৬২০ সালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা মং-চ-প্যাইং অতি সাহসিকতার সাথে পর্তুগিজদের আক্রমণকে প্রতিহত করে এ অঞ্চলে আরাকানি শাসনকে সুসংহত রাখেন। তাতে আরাকান রাজা মাংখমং সন্তুষ্ট হয়ে পেগুর যুবরাজ মং-চ-প্যাইংকে 'বোমাংগ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্তমান বোমাং রাজপরিবার ভূতপূর্ব পেগু রাজার বংশধর। আর তাদের অনুগত জনগোষ্ঠীই সেই পেগুরাজের অনুগত তেলেইং সৈন্যরা। মারমারা নিজেদের কখনও 'মগ' বলে পরিচয় দেন না। পূর্বে এ জনগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের কাছে 'মগ' নামে পরিচিত ছিল কিন্তু 'মগ' শব্দটি নিয়ে অপব্যাখ্যা প্রয়োগ ও বিতর্ক হওয়ার প্রেক্ষিতে মারমাগণ 'মগ' শব্দটি বর্জন করে। এ প্রেক্ষিতে, বান্দরবান জেলার বোমাং সার্কেলের ১৪তম বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী ব্রিটিশ আমলে ব্যবহৃত 'মগ' শব্দের বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে নিজেদেরকে মারমা নামে পরিচয় দিতে আহ্বান জানালে তখন থেকে 'মারমা' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক কাঠামো

২০ জুন ১৮৬০ পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে একটি স্বতন্ত্র জেলা গঠন করা হয়। ট্যাক্স আদায়ের সুবিধার্থে ১ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করা হয়। ১৭ জানুয়ারি ১৯০০ The Chittagong Hill-tracts Regulation, ১৯০০-এর মাধ্যমে এই সার্কেলগুলো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। সার্কেল তিনটি হলো— চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল, মং সার্কেল। সার্কেল প্রধানরা অফিসিয়ালি বা সরকারি খাতায় সার্কেল চিফ নামে পরিচিত। তবে নিজ সার্কেলে বসবাসকারী জনগণের কাছে তারা রাজা বলেই পরিচিত। বোমাং রাজার রাজত্ব বান্দরবান। হেডম্যান, কার্বারির মাধ্যমে বোমাংগ্রীগণ প্রজাদের সামাজিক বিচার ও শাসনকার্য নিষ্পন্ন করেন। গ্রাম পর্যায়ের প্রশাসনিক প্রধান হলেন একজন কারবারি। মৌজা পর্যায়ের প্রধান হলেন একজন হেডম্যান। গ্রামের কারবারি, মৌজার হেডম্যান এবং সার্কেল প্রধানের মূল দায়-দায়িত্ব হলো জুম ট্যাক্স সংগ্রহ করা। রাজার সভাসদ দ্বারা সামাজিক বিচারকার্য সমাধা করা হয়। সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা, সামাজিক সংহতি বজায় রাখা এ সভাসদের উপর ন্যস্ত। এতদঞ্চলের প্রথম বোমাং রাজা মং-চ-প্যাইং থেকে শুরু করে বর্তমান ১৭তম উ চ প্রু চৌধুরী পর্যন্ত সামাজিক প্রধান হিসেবে সামাজিক শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে কার্যকর রেখে চলেছেন।

ধর্ম

মারমারা ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তারা আত্মা স্থানান্তরের ধারণায় বিশ্বাসী। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সন্তানকে অবশ্যই ক্যাং (বৌদ্ধমন্দির)-এ গিয়ে কমপক্ষে এক সপ্তাহ অবস্থান করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হয়। বৌদ্ধধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে মারমারা বার্মিজ সংস্কৃতিকে অনুসরণ করেন। তারা কর্মবাদী ও জন্মবাদী। তারা বিশ্বাস করেন প্রত্যেক মানুষ অতীতের কর্মফল অনুসারে জন্ম নেয়।

কাতালোনিয়া স্পেনের একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে ২০ জুন ১৯৩১

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ভাষা

ডিপার্টমেন্ট অব মিয়ানমার অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজের অধীন মিয়ানমার ল্যাংগুয়েজ কমিশনের মতে মারমা জনগোষ্ঠীর ভাষা মূলত, তিব্বতী-বর্মী ভাষা গোষ্ঠী। এর উৎপত্তি ঘটেছে উপমহাদেশীয় প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি হতে। আবার কোনো কোনো গবেষকের মতে মোন-ক্ষেমে লিপি থেকেও মারমা বর্ণমালার উৎপত্তি। এটি খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তবে এর আকার কালক্রমে ছয়বার পরিবর্তিত হয়। তার মধ্যে সর্বপ্রথম 'ব্রাহ্মী লিপি' পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে, দ্বিতীয় পরিবর্তিত রূপ পাথরের শিলালিপিতে 'কুশানাহ' পাওয়া যায় খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে, তৃতীয় পরিবর্তিত রূপ পিউ-মোন যুগে ব্রাজাদি পাথরে শিলালিপিতে 'গুটাহ' পাওয়া যায় ১১১২-১৩০০ শতকে, চতুর্থ পরিবর্তিত রূপ হাঁইসাউইদি যুগের শিলালিপিতে 'পুগাইঙ' পাওয়া যায় ১৫০০ শতকে, পঞ্চম পরিবর্তিত রূপ পিতলের ঘণ্টি ও বৌদ্ধশাস্ত্রীয় গ্রন্থে 'আংওয়াহ' পাওয়া যায় ১৬০০ শতকে এবং সর্বশেষ পরিবর্তিত রূপ ম্রাইম্মা (মারমা) পাওয়া যায় ১৭০০ শতকে। বর্তমানে মারমা লিপিতে বর্ণ সংখ্যা মোট ৪৫টি। তন্মধ্যে ৩৩টি ব্যঞ্জনবর্ণ ও ১২টি স্বরবর্ণ (অব্যয়সূচক স্বরধ্বনি)। মারমা, রাখাইন ও বার্মিজ ভাষার বর্ণমালা একই রকম। ভৌগোলিকভাবে কেবল দেশ, অঞ্চল ও এলাকাভেদে সুর ও উচ্চারণের একটু পার্থক্য দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে মারমা ভাষার সাহিত্যকলার মূল অবলম্বন বার্মিজ ভাষা।

সাংগ্রাই

মারমাদের সামাজিক উৎসবের মধ্যে প্রধান উৎসব সাংগ্রাই। সাধারণত বর্মীসনের চান্দ্র মাস অনুসারে এ উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। বর্মীসনের চৈত্রমাসের শেষ দুদিন ও নতুন বছরের প্রথমদিন (এপ্রিল ১৩ অথবা ১৪) তারা এ উৎসব পালন করেন। 'সাংগ্রাই' মারমাদের নিকট মহান ও বড় উৎসব। পুরাতন দিনের যা কিছু অমঙ্গল, অশুভ তা বর্জন করে নতুনের আহ্বান নিয়ে নববর্ষের উৎসব এ 'সাংগ্রাই'। তরুণ-তরুণীরা মৈত্রী পানি ছিটিয়ে একে অপরের মঙ্গল কামনা করে। মৈত্রী পানি ছিটিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকাকে হৃদয়ের কথা জানায়।

Fact File

♦ ইংরেজি নাম : Marma ♦ ভাষা : মারমা ♦ ধর্ম : বৌদ্ধ
♦ পরিবার : পিতৃতান্ত্রিক ♦ জনসংখ্যা : ২,২৪,২৯৯
♦ প্রধান পেশা : কৃষি ♦ জনপ্রিয় নৃত্য : ইয়েনপোয়ে
♦ গ্রাম পর্যায়ের প্রশাসনিক প্রধান : কারবারি
♦ মৌজার প্রধান : হেডম্যান ♦ সার্কেল প্রধান : রাজা
♦ প্রধান সামাজিক উৎসব : সাংগ্রেং বা সাংগ্রাইং
♦ বসবাসে শীর্ষ ➤ জেলা : বান্দরবান • উপজেলা : সদর (বান্দরবান)
♦ বোমাং সার্কেলের বর্তমান রাজা : উ চ প্রু চৌধুরী (২৪ এপ্রিল ২০১৩-বর্তমান)
♦ মারমা ভাষা থেকে বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান : মারমা-বাংলা অভিধান (সংকলক জুয়েল বড়ুয়া)
♦ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মারমাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ৩টি- কছুংলাপ্রে বা বুদ্ধপূর্ণিমা, ওয়াছো বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা এবং ওয়াগোয়াই বা প্রবারণা পূর্ণিমা
♦ জাতপোয়ে নামক পালা ও ইয়েনপোয়ে নামক নৃত্য হচ্ছে জনপ্রিয় বিনোদন
♦ ইউ কে চিং মারমা বীরবিক্রম সর্বোচ্চ খেতাবধারী একমাত্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মুক্তিযোদ্ধা।
♦ মারমা ভাষায় নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র প্রদীপ ঘোষ পরিচালিত 'গিরিকন্যা'।

জনসংখ্যা

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী মারমাদের মোট জনসংখ্যা ২,২৪,২৯৯ জন। এর মধ্যে তিন পার্বত্য জেলায় মারমাদের মোট জনসংখ্যা ২,০৯,৭৮৩ জন।

মারমা বসবাসে শীর্ষ ১০ উপজেলা ও জেলা

অবস্থান	উপজেলা		জেলা	
	নাম	জনসংখ্যা	নাম	জনসংখ্যা
১ম	সদর (বান্দরবান)	২৬৬২৮	বান্দরবান	৮৪১৭০
২য়	গুইমারা (খাগড়াছড়ি)	২০২৯৩	খাগড়াছড়ি	৭৪২১০
৩য়	কাউখালী (রাঙ্গামাটি)	১৮৪৭৭	রাঙ্গামাটি	৫১৪০৩
৪র্থ	কাপ্তাই (রাঙ্গামাটি)	১৫৮৪৪	চট্টগ্রাম	৮৩৮৬
৫ম	লামা (বান্দরবান)	১৫৮১৯	ঢাকা	২৩১২
৬ষ্ঠ	সদর (খাগড়াছড়ি)	১৪৭৯২	কক্সবাজার	১২৮৩
৭ম	মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি)	১৪৪৩১	সুনামগঞ্জ	৪৮২
৮ম	রোয়াংছড়ি (বান্দরবান)	১৩৭১৬	গাজীপুর	৪৩৩
৯ম	রাজস্থলী (রাঙ্গামাটি)	১০২১৩	কুমিল্লা	২৬৭
১০ম	রুমা (বান্দরবান)	১০০৯৭	ফেনী	১৬৬

পরীক্ষার প্রশ্নে মারমা

১. 'মারমা' উপজাতি কোন পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করে? [প্রশিক্ষণ ব্যুরোর পরিচালক : ২০০৭]
ⓚ চিম্বুক পাহাড় ⓛ লালমাই পাহাড়
ⓖ গারো পাহাড় ⓘ কুলাউড়া পাহাড়

২. মারমা উপজাতির পারিবারিক কাঠামো—[জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইন্সট্রাক্টর ২০১৮]
ⓚ মাতৃতান্ত্রিক ⓛ ভ্রাতৃতান্ত্রিক
ⓖ পিতৃতান্ত্রিক ⓘ ভগ্নিতান্ত্রিক

৩. বাংলাদেশের কোন নৃ-গোষ্ঠীর উৎসব 'সাংগ্রাই'? [প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অফিস সহকারী ২০২৫]
ⓚ গারো ⓛ সাঁওতাল ⓖ মারমা ⓘ চাকমা

৪. মারমাদের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম কী? [৪৬তম বিসিএস]
ⓚ বিজু ⓛ রাশ ⓖ সাংগ্রাই ⓘ বাইশু

৫. চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে কোন উপজাতিরা বাস করে? [রাবি 'এ' ইউনিট (গ্রুপ-২) ২০২০-২১]
ⓚ গারো ⓛ মুরং ⓖ চাকমা ⓘ মারমা

উত্তর

১.	ক
২.	গ
৩.	গ
৪.	গ
৫.	ঘ

কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার জন্য সর্বশেষ গণভোট হয় ১ অক্টোবর ২০১৭

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

প্রবন্ধ শিশুশ্রম ও মানবাধিকার

ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। অর্থাৎ আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুরাই আগামীর দেশ ও জাতি গড়ার কারিগর। শিশুশ্রম একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা, যা বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম উদাহরণ। শিশুদের শৈশব, শিক্ষা এবং বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে শ্রমে নিয়োজিত করা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে সারা বিশ্বে ১২ জুন 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ' দিবস পালিত হয়।

শিশুশ্রম

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সি ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে এবং ১৪-১৮ বছরের বয়সি শিশুদেরকে কিশোর-কিশোরী হিসেবে গণ্য করা হয়। সাধারণত যখন কোনো শিশু বেঁচে থাকার তাগিদে বা পারিবারিক চাপে কোনো কর্মে নিযুক্ত হয় তখন তাকে শিশুশ্রম বলা হয়। অন্যভাবে শিশুশ্রম বলতে শিশুদের পড়াশোনার সময় তাদের দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন কাজ এবং পরোক্ষভাবে গার্হস্থ্য শ্রমে নিযুক্ত করাকে বোঝায়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও জাতিসংঘ শিশু সনদ অনুযায়ী, 'যখন শ্রম বা কর্মপরিবেশ কোনো শিশুর স্বাস্থ্য বা দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায় তখন তা শিশুশ্রম হিসেবে বিবেচিত হবে।'

মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণে শিশুশ্রম

জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালায় এ কথা স্বীকৃত হয়, যে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক অথবা ভিন্নমত, জাতীয়তা কিংবা সামাজিক পরিচয়, শ্রেণি, জন্মসূত্র কিংবা অন্য কোনো মর্যাদা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়াই এ ঘোষণায় বর্ণিত সব ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী, প্রতিটি শিশুর নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশে বেড়ে ওঠার অধিকার রয়েছে। তাদের শিক্ষা, বিশ্রাম, খেলাধুলা এবং সৃষ্টিশীলতায় অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যতম দায়িত্ব। শিশুদের দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বা কষ্টসাধ্য কাজ করানো এ অধিকারগুলোর চরম লঙ্ঘন।

শিশু অধিকার ও আইন

শিশুর অধিকারকে সাধারণত দুই ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, যথা : দেশীয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইন।

■ **আন্তর্জাতিক আইন :** শিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ ১৯৮৯ সালে শিশু সনদ গ্রহণ করে যা ১৯৯০ সালে কার্যকর হয় এবং বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে এই সনদ স্বাক্ষর ও অনুমোদন দেয়। এছাড়াও শিশু অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সংস্থা UNCRC, ILO, IHL, UN Charter সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনে শিশুর শিক্ষা, বাসস্থান, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসহ শিশুর অন্যান্য মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ করে এবং এর সদস্য দেশগুলোকে তা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

■ **দেশীয় আইন :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের সাথে শিশুদেরও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও সমান অধিকার ভোগ করতে পারবে। সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে এবং ১৭ অনুচ্ছেদে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করছে। এছাড়াও ৩৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জবরদস্তি শ্রমে নিযুক্ত করা যাবে না। যদি করা হয় তবে তা ফৌজদারি অপরাধ হবে। আরও বলা যায় যে, শিশুরা দেশের নাগরিক হিসেবে ১৮, ১৯, ২০, ২৯, ৩১, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল মৌলিক অধিকার সমানভাবে ভোগ করতে পারবে।

■ **শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন :** শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন একটি গুরুতর সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, যার জন্য শিশুরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং নানা ধরনের নির্যাতন, বৈষম্য ও অন্যায়ের শিকার হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত 'মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০১৯' অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১-১৪ বছর বয়সি ৮৯% শিশু জরিপ-পূর্ববর্তী এক মাসের মধ্যে শারীরিক শাস্তির শিকার হয়। জরিপে আরও দেখা যায়, ৩৫% অভিভাবক মনে করেন শিশুকে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করতে ২০১১ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তারপরও শিশুরা শিক্ষকদের দ্বারা মারধর ও অপমানের শিকার হচ্ছে। এছাড়াও বাড়ি, প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রেও শিশুদের শারীরিক শাস্তি দেওয়া হয়, যা তাদের প্রতি চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন। শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষার অধিকার, শিশুশ্রম, যৌন নিপীড়ন ও পাচার, যুদ্ধ ও সংঘর্ষের শিকার, বৈষম্য ও সামাজিক অবহেলা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির খাবারের অভাব উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম

বাংলাদেশেও শিশুশ্রম বিদ্যমান। বাংলাদেশের শিশু শ্রমিকের মধ্যে একটি বিশাল অংশ হচ্ছে মেয়েশিশু। দরিদ্র পরিবারের বেশির ভাগ মেয়েশিশুকে গৃহকর্মীর

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

কাজে লাগানো হয়। এছাড়া নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন তো রয়েছেই। বাংলাদেশে শিশুশ্রম দিনদিন বেড়ে তা আজ আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌছেছে। বাংলাদেশে কারখানাসহ প্রায় ৪৭ ধরনের কাজ করানো হয় শিশুদের দিয়ে। বাংলাদেশে ৯৪% শিশুশ্রমিক কৃষি এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছে। জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০২২ অনুসারে, বাংলাদেশে ৫-১৭ বছর বয়সি ৩,৯৯,৬৪,০০৫ বা ৩৯.৯৬ মিলিয়ন শিশু রয়েছে; এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি শিশু, ৫১.৭৯% (২,০৬,৯৮,০৭৭ বা ২০.৭০ মিলিয়ন) ছেলে শিশু এবং বাকি ৪৮.২১% (১,৯২,৬৫,৩৭৫ বা ১৯.২৭ মিলিয়ন) মেয়ে শিশু। কর্মজীবী শিশুর সংখ্যা ৩৫,৩৬,৯২৭ (৩.৫৪ মিলিয়ন)। এসকল শিশু জনপ্রতি সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে কাজ করে থাকে। লিঙ্গ অনুসারে জনসংখ্যা এবং শিশুশ্রমের বণ্টন নিচে দেওয়া হলো—

বিষয়	পুরুষ	মহিলা	মোট
জনসংখ্যা	৮,৪০,৬২,৪০৪	৮,৫৭,৫৬,৭৫২	১৬,৯৮,১৯,১৫৬
৫-১৭ বছর বয়সি শিশু	২,০৬,৯৮,০৭৭	১,৯২,৬৫,৩৭৫	৩,৯৯,৬৩,৪৫২
শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা	২৭,৩৪,০৪৪	৮,০২,৮৮৩	৩৫,৩৬,৯২৭
শিশুশ্রমের সংখ্যা	১৩,৭৪,১৫৪	৪,০১,৯৪৩	১৭,৭৬,০৯৭
বিপজ্জনক শিশুশ্রমের সংখ্যা	৮,৯৫,১৯৫	১,৭৩,০১৭	১০,৬৮,২১২

[সূত্র: জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ বাংলাদেশ এনসিএলএস ২০২২]

কারণ ও প্রভাব

দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৪০% শিশু। তাদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের ওপরই নির্ভর করছে দেশ ও সমাজের অগ্রযাত্রা। কিন্তু এই শিশুরাই নানাভাবে বঞ্চিত হয় তাদের অধিকার থেকে। শিশুশ্রমের মূল কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সামাজিক অসচেতনতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং সস্তা শ্রমের চাহিদা ইত্যাদি। শিশুশ্রম কেবল একটি শিশু বা তার পরিবারের জন্য নয়, পুরো সমাজের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি ডেকে আনে। শিশুশ্রমের ফলে শিশুরা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত হয়। কঠোর পরিশ্রম তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে, শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেয় এবং তাদের জীবনের সম্ভাবনাগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। যেসব শিশুশ্রমিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত, তারা প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভোগে। শিশুশ্রমের সামাজিক প্রভাবও গভীর। এটি দারিদ্র্যের চক্রকে আরও পোক্ত করে। তথাপি শিশুরা যখন ছোটবেলায় শ্রমে জড়িয়ে পড়ে, তখন তারা সহজেই অপরাধমূলক কার্যকলাপ বা শোষণের শিকার হতে পারে।

শিশুশ্রম প্রতিরোধে করণীয়

- প্রথমত, আমাদের চাই সচেতনতা। শিশুদের স্কুলে পাঠানো, সরকারিভাবে বিনামূল্যে শিক্ষা ও মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা, দরিদ্র পরিবারকে অর্থনৈতিক সহায়তা এবং শিশুশ্রম নিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি, আমাদের মনেও পরিবর্তন আনতে হবে—
- শিশুশ্রমকে বলা হয় দারিদ্র্যের ফসল। শিশুশ্রমের মূলে রয়েছে দরিদ্রতা, শিশুশ্রম বন্ধ করতে হলে প্রথমে দরিদ্রতাকে নিরসন করতে হবে।
- প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৪ বছরের কম বয়সি শিশুদের সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান করতে হবে।
- শিশুশ্রম বন্ধে গ্রাম ও শহরভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। অভাবগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করে তাদের বিভিন্ন ভাতা দিতে হবে।
- শিশুশ্রম নিরসনে যেসব আইন রয়েছে তা বাস্তবায়ন এবং স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।
- শিশুশ্রম নিরসনের জন্য কোথায় কোথায় শিশুশ্রম হয় তা খুঁজে বের করা প্রয়োজন।
- স্বার্থলোভী মালিক শিশুদের দিয়ে কাজ করায়, এ মালিকদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকৌশলে শিশুশ্রমকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্ব দিতে হবে।
- শ্রমজীবী প্রতিটি শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিশুশ্রম এবং শিশুদের অধিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। শিশুশ্রম নিরসনে সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে হবে।
- একইসঙ্গে সংবাদমাধ্যমগুলোকে নির্যাতনের শিকার শিশু ও ভুক্তভোগীদের পরিচয়, গোপনীয়তা ও মর্যাদা সুরক্ষিত রেখে দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। পরিবার ও কমিউনিটির ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ এড়িয়ে চলার নীতি অবলম্বন করতে হবে।

> "এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি
> নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"
> —সুকান্ত ভট্টাচার্য

শৈশব মানে আনন্দ, স্বপ্ন আর সম্ভাবনার দিগন্ত। কিন্তু সেই শৈশব যখন কেটে যায় ইটভাটা, কারখানা কিংবা ক্ষতিকর পরিবেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের বোঝায়, তখন এটি একটি জাতির জন্য শুধু লজ্জা নয়, ভবিষ্যতের জন্য বড় হুমকি। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশে শিশুশ্রম একটি গভীর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দরিদ্রতাকে ভিত্তি করে শিশুশ্রম বৃদ্ধি পেলেও শুধু শিশুশ্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। অর্থের লোভ দেখিয়ে শিশু পাচার, অনৈতিক ও অপরাধমূলক কাজে তাদেরকে জড়ানো হচ্ছে। দেশের মানুষকে সচেতন করার জন্যে নানান ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, যা শিশুশ্রমকে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

Feature

Blue Economy : Unlocking Wealth of Oceans

As the world grapples with environmental challenges, economic inequalities and climate change, the concept of the Blue Economy has emerged as a transformative vision for sustainable development. It recognizes the ocean as a vital economic frontier, not just a source of resources but a foundation for inclusive growth, innovation and environmental stewardship.

Blue Economy

The Blue Economy refers to the sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods and jobs, while preserving the health of ocean ecosystems. According to the World Bank, the blue economy is the "sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods and jobs while preserving the health of ocean ecosystem." European Commission defines it as "All economic activities related to oceans, seas and coasts. It covers a wide range of interlinked established and emerging sectors." The Commonwealth of Nations considers it "an emerging concept which encourages better stewardship of our ocean or 'blue' resources."

According to the World Bank, it includes : Fisheries and aquaculture • Renewable ocean energy • Maritime transport • Coastal tourism • Waste management and marine biotechnology • Ocean-based climate mitigation strategies (e.g., carbon sequestration via mangroves)

Historical Context

The Rio+20 Conference (2012) was a turning point, where nations agreed that the ocean economy needed a sustainable framework — thus popularizing the Blue Economy. The idea evolved further through initiatives by SIDS (Small Island Developing States) and African Union's Agenda 2063, both heavily reliant on marine resources. The first-ever Sustainable Blue Economy Conference, held in Kenya in November 2018, brought together thousands of ocean experts and activists to discuss how to sustainably use our ocean.

Related terms

- **Blue Technology** : Blue Technology refers to the application of innovative and sustainable practices that aid to a healthier water economy. It's used in nearly every sector to advance or improve existing practices.
- **Ocean Economy** : A related term of blue economy is ocean economy. Ocean economy simply deals with the use of ocean resources and is strictly aimed at empowering the economic system of ocean. Blue economy focuses on the sustainability of ocean for economic growth. Therefore, blue economy encompasses ecological aspects of the ocean along with economic aspects.
- **Green Economy** : The green economy is defined as an economy that aims at reducing environmental risks, and that aims for sustainable development without degrading the environment. It is closely related with ecological economics. Therefore, blue economy is a part of green economy.
- **Blue Growth** : A related term is blue growth, which means "support to the growth of the maritime sector in a sustainable way." The term is adopted by the European Union as an integrated maritime policy to achieve the goals of the Europe 2020 strategy.
- **Blue Justice** : Blue Justice is a critical approach examining how coastal communities and small-scale fisheries are affected by blue economy and "blue growth" initiatives undertaken by institutions and governments globally to promote sustainable ocean development. Blue Justice acknowledges the historical rights of small-scale fishing communities to marine and inland resources and coastal space.

Sectors

Aquaculture (fish farms, but also algaculture) • Ocean conservation • Maritime biotechnology • Bioprospecting • Fishing • Desalination • Maritime transport • Coastal, marine and maritime tourism (Blue Tourism) • Mineral resources • Offshore oil and gas • Offshore wind power (also tidal and wave) • Shipbuilding and Ship repair • Carbon sequestration • Coastal protection • Waste disposal • Existence of biodiversity • Ocean development • Responsible Tourism • Transportation, Infrastructure and Trade • Biotechnology and Pharmaceuticals.

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

Importance of the Blue Economy

- **Economic Potential :** The global ocean economy is worth over $1.5 trillion annually, expected to double by 2030 (OECD, 2016). Sectors such as fisheries, tourism, maritime transport, and marine biotechnology drive this growth.
- **Food Security :** Oceans are the primary source of protein for over 3 billion people worldwide. Sustainable aquaculture helps reduce pressure on wild fish stocks and enhances food system resilience.
- **Climate Regulation :** Oceans absorb around 30% of global CO_2 emissions and over 90% of excess heat from greenhouse gases. Blue carbon ecosystems—such as mangroves, seagrasses, and salt marshes—serve as vital carbon sinks, aiding in climate mitigation.
- **Innovation and Technology :** Emerging sectors like marine biotechnology, offshore renewable energy (wind, wave, tidal), and deep-sea exploration open new avenues for sustainable economic growth.
- **Geopolitical Significance :** Control over Exclusive Economic Zones (EEZs) strengthens a country's strategic influence, access to marine resources and control of trade routes. EEZs also play a role in national security and diplomatic positioning, especially amid rising competition in maritime regions.

Future Prospects

The future of the Blue Economy lies in innovation, sustainability and global cooperation. Sustainable aquaculture, particularly Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA), offers eco-friendly ways to increase seafood production. Offshore renewable energy—including tidal, wave, and floating wind farms—promises cleaner energy for coastal nations. Blue carbon markets are emerging as tools for climate mitigation through ocean-based carbon credits. Digital ocean technologies such as AI, satellite tracking, and underwater drones will enhance marine resource management. Meanwhile, international efforts like the UN High Seas Treaty (2023) and the Decade of Ocean Science (2021–2030) are crucial for protecting marine biodiversity and guiding sustainable ocean governance.

Bangladesh and the Blue Economy

Bangladesh has made significant strides in establishing its maritime boundaries, thereby unlocking substantial opportunities within the Blue Economy. Through peaceful legal resolutions with neighboring countries, Bangladesh has secured sovereign rights over a vast expanse of marine territory in the Bay of Bengal. On 14 March 2012, the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) resolved the maritime boundary dispute between Bangladesh and Myanmar, affirming Bangladesh's entitlement to a 200-nautical-mile Exclusive Economic Zone (EEZ) and rights over the continental shelf beyond that limit. Subsequently, on 7 July 2014, the Permanent Court of Arbitration (PCA) in The Hague adjudicated the maritime boundary between Bangladesh and India, awarding Bangladesh approximately 19,467 square kilometers of the disputed 25,602 square kilometers in the Bay of Bengal. As a result of these legal victories, Bangladesh now possesses sovereign rights over an estimated 1,18,813 square kilometers of maritime territory, encompassing both its EEZ and extended continental shelf. This expansive marine domain offers immense potential for the sustainable development of various sectors, including fisheries, offshore energy, maritime trade, and coastal tourism. Recognizing these opportunities, the Government of Bangladesh has prioritized the development of the Blue Economy as a cornerstone of its national strategy. Efforts are underway to attract investment, enhance maritime infrastructure, and implement policies that ensure the responsible and equitable utilization of ocean resources.

The Blue Economy offers a powerful vision for reconciling human progress with planetary limits. As nations increasingly look to the sea for answers—whether for energy, food, or jobs—the challenge lies in ensuring that this growth is not extractive, but regenerative. Only by putting sustainability, equity, and innovation at the heart of ocean governance can the blue economy become a true driver of global transformation.

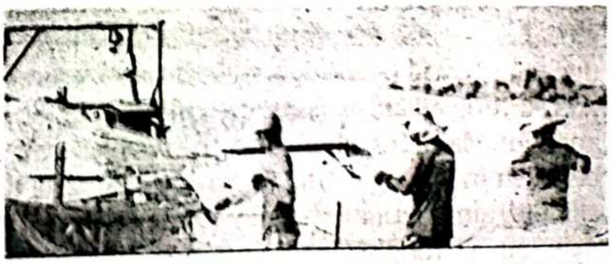

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

Short Notes

Auxiliary Force

An auxiliary force is a group of people who assist regular police or security personnel in fulfilling law enforcement or security duties. In Dhaka, the Dhaka Metropolitan Police (DMP) has introduced an auxiliary police force to bolster security, particularly in areas with high foot traffic or longer operating hours. The appointment of the Auxiliary Police Force falls under Section 10 of the Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976. The ordinance, specifically the section concerning the Constitution and Organization of the Dhaka Metropolitan Police, grants the police commissioner the authority to appoint auxiliary forces when additional law enforcement support is required. According to Subsection 2(b) of Section 10, once appointed, auxiliary force members will have the same powers, immunities, duties, and authority as regular police officers. Furthermore, these auxiliary members will receive legal protection equivalent to that of regular police officers. The purpose of auxiliary force is to enhance security and supplement the regular police force in areas like markets, malls and residential areas. They will not wear regular police uniforms but will be identified by armbands labeled 'Auxiliary Police Force'. Auxiliary members will undergo verification and training to ensure they are equipped to perform their duties effectively. Initially, the DMP recruited 500 security personnel for this force, with the possibility of increasing the number in the future based on the effectiveness of the initial recruitment.

Geopolitical tensions

Geopolitical tensions refer to conflicts and rivalries between nations or regions that arise from their geographical, political, and economic interests. These tensions can manifest through military confrontations, diplomatic disputes or economic sanctions, significantly influencing global relations and power dynamics. They are especially relevant in the context of shifting power after 1900, as emerging nations and declining empires redefined international alignments. Geopolitical tensions contributed to both World War I and World War II, with alliances forming based on shared interests and regional conflicts escalating into global wars. Economic competition during the 20th century, particularly over resources like oil, exacerbated geopolitical tensions between industrialized nations and emerging powers. Geopolitical tensions play a major role in shaping contemporary global issues and the South Asian context is especially complex due to historical rivalries, border disputes, economic competition and shifting alliances. Countries like Nepal, Bhutan, Sri Lanka, and the Maldives often find themselves balancing relations between India and China. Increased US-India ties (e.g., QUAD alliance) aim to counterbalance China, while Pakistan and China maintain a strong strategic partnership.

Pax Americana

Pax Americana—Latin for "American Peace"—refers to a period of relative peace and global stability under the influence or dominance of the United States, especially following World War II. It mirrors terms like, *Pax Romana* (Roman Peace) or *Pax Britannica* (British Peace), denoting an era when a global power enforced or maintained international order. After WWII, the U.S. emerged as a global superpower with unmatched military, economic and cultural influence. Institutions like the United Nations, World Bank, IMF, and NATO were formed with U.S. leadership to promote global governance, economic stability and collective security. Pax Americana coexisted with intense geopolitical rivalry—primarily with the Soviet Union. With the fall of the USSR, the U.S. became the sole superpower, reinforcing Pax Americana. China's rise, a resurgent Russia, and a more multipolar world have diluted the dominance of Pax Americana. The Global South, especially in Africa and Asia, is increasingly seeking autonomy from U.S.-led models and forming new alignments (e.g., BRICS+). Pax Americana is not over—but it's being redefined in a world where U.S. dominance is contested, alliances are shifting and global governance is being re-negotiated. Whether the U.S. can adapt and maintain a stabilizing role will shape the next phase of global order.

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

সাম্প্রতিক চাকরি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

Combined 8 Bank and 1 Financial Institution

Post : Senior Officer (General) | Exam : 16 May 2025 | Set B

1. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
A) উল্লেখিত বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।
B) লোকটি নিরাপরাধী কিন্তু নিরহংকারী নয়।
C) তোমার দুরাবস্থা দেখে ব্যথিত হলাম।
D) তিনি আরোগ্য হলেন।
[Note: উল্লিখিত অপশনে সবগুলোই অশুদ্ধ।]

2. অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত বাংলা শব্দ কোনটি?
A) ইতিমধ্যে B) সঠিক
C) উপরোক্ত D) আগের সবগুলো

3. 'মুক্তি' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করলে হবে—
A) মুক্ + তি B) মু + ক্তি
C) মুচ্ + ক্তি D) মোচন + তি

4. বাংলা লিপির উৎস—
A) গুপ্ত লিপি B) দেবনাগরী লিপি
C) নাগরী লিপি D) ব্রাহ্মী লিপি

5. 'খ্রিষ্টাব্দ' কোন কোন শব্দযোগে গঠিত?
A) ইংরেজি + তৎসম B) তৎসম + ফারসি
C) তৎসম + ইংরেজি D) ফারসি + তৎসম

6. 'ময়মনসিংহ গীতিকা' কে সম্পাদনা করেন?
A) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী B) দীনেশচন্দ্র সেন
C) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী D) রামমোহন রায়

7. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ—
A) পূণ্য, শূন্য B) দূর্যোগ, দুর্বার
C) বাধা, বাঁধা D) যন্ত্রণা, মন্ত্রনা

8. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আদিযুগ—
A) ৫০০-৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ B) ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ
C) ১৩০০-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ D) ১২০০-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ

9. 'পয়ঃ' শব্দের অর্থ—
A) পানি B) বাতাস C) বর্জ্য D) কাগজ

10. 'সাতপাঁচ ভেবে লাভ নেই।'-এখানে ব্যবহৃত বাগধারাটি কোন অর্থ প্রকাশ করছে?
A) অগ্র-পশ্চাৎ B) এলোমেলো
C) সস্তা কথা D) নানা প্রকার

11. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটক নয়?
A) শর্মিষ্ঠা B) তাসের ঘর
C) রক্তকরবী D) চিত্রাঙ্গদা

12. নিচের কোনটিকে ছড়ার ছন্দ বলা হয়?
A) মাত্রাবৃত্ত B) স্বরবৃত্ত
C) অক্ষরবৃত্ত D) মুক্তক অক্ষরবৃত্ত

13. 'যদিও হাত কাঁপে তথাপি ছোট ছোট করে চারটা চিঠি লিখলাম।'-এখানে দ্বিরুক্ত শব্দ কোন অর্থ প্রকাশ করছে?
A) সামান্য B) মার্জিত
C) পৌনঃপুনিকতা D) আধিক্য

14. 'ব্রজবুলি' ভাষা হলো—
A) মিথিলার স্থানীয় ভাষা B) কৃত্রিম ভাষা
C) কৃত্রিম কাব্যভাষা D) ব্রজভাষা

15. উপমিত কর্মধারয়ের উদাহরণ কোনটি?
A) বজ্রকঠিন B) সিংহপুরুষ
C) বরফশীতল D) কাজলকালো

16. 'ক্ষ' যুক্তবর্ণ গঠিত হয়েছে—
A) হ্ + ম B) হ্ + ষ C) ক + খ D) ষ্ + ক

17. 'To do or die'-বাংলা প্রবাদে এর অর্থ কী হতে পারে?
A) কেঁচো খুড়তে সাপ
B) বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী
C) মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন
D) পরাজয়ে ডরে না বীর

18. সন্ধিতে ই/ঈ-এর পরে অ/আ থাকলে উভয়ে মিলে কী হয়?
A) ও-কার B) এ-কার C) য-ফলা D) ব-ফলা

19. 'কুশীলব' শব্দের অর্থ—
A) কুমিরের অশ্রু B) যে মাটির জিনিস বানায়
C) যে অন্যের লেখা নিজের বলে চালায় D) কুমিরের ছানা

20. 'সদা সত্য কথা বলবে।'-এটি কোন ধরনের বাক্য?
A) বিবৃতিমূলক B) প্রশ্নবোধক
C) অনুজ্ঞাসূচক D) প্রার্থনাসূচক

21. 'অংশ' শব্দের উচ্চারণ—
A) অংশো B) ওঙ্শো C) অঙ্শো D) অংসো
[Note: (a) ও (b) উভয়ই সঠিক।]

22. 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক কে?
A) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ B) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
C) মীর মশাররফ হোসেন D) সুকুমার রায়

23. কোনটি মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের লেখা ভ্রমণকাহিনী?
A) বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন B) রাশিয়ার চিঠি
C) দেশে-বিদেশে D) তুরস্ক ভ্রমণ

24. যতিচিহ্ন ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচনা করা হয়?
A) ধ্বনিতত্ত্ব B) শব্দতত্ত্ব
C) বাক্যতত্ত্ব D) অর্থতত্ত্ব

প্রশ্ন সমাধান

1.	Note
2.	ⓒ
3.	ⓒ
4.	ⓓ
5.	ⓐ
6.	ⓑ
7.	ⓒ
8.	ⓑ
9.	ⓐ
10.	ⓓ
11.	ⓐ
12.	ⓑ
13.	ⓓ
14.	ⓒ
15.	ⓑ
16.	ⓐ
17.	ⓒ
18.	ⓒ
19.	ⓒ
20.	ⓒ
21.	Note
22.	ⓓ
23.	ⓐ
24.	ⓒ

স্পেন ন্যাটোর সদস্যপদ লাভ করে ৩০ মে ১৯৮২

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বাংলা শেখার পাঠশালা

শব্দ (গত সংখ্যার বাকি অংশ)

■ অর্থ অনুসারে শব্দ ৩ প্রকার। যথা—

❖ **যৌগিক শব্দ :** গায়ক = গৈ + ণক (অক), বাবুয়ানা = বাবু + আনা। এছাড়া দৌহিত্র, রাঁধুনি, চিকামারা, কর্তব্য, গায়ক, পাগলামি, মিতালি, পিতৃহীন ইত্যাদি।

❖ **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ :** গবেষণা = (গো + এষণা)। এছাড়া তৈল, হস্তী, বাঁশি, সন্দেশ, প্রভাত, প্রবীণ ইত্যাদি

❖ **যোগরূঢ় শব্দ :** পঙ্কজ = পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু পঙ্কজ শব্দটি একমাত্র পদ্মফুল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই পঙ্কজ একটি যোগরূঢ় শব্দ। এছাড়া রাজপুত, সরোজ, সুহৃদ, আদিত্য, বলদ, মহাযাত্রা, জলধি ইত্যাদি।

■ উৎপত্তি অনুসারে শব্দ ৫ প্রকার [পুরাতন ব্যাকরণ বই (নবম-দশম)]। নতুন ব্যাকরণ বই (নবম-দশম) অনুযায়ী ৪ প্রকার। অর্ধতৎসম শব্দকে নতুন ব্যাকরণ বইয়ে রাখা হয়নি। যথা—

❖ **তৎসম শব্দ :** চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য। শুধু তৎসম শব্দেই ষ, ণ ব্যবহৃত হয়।

❖ **অর্ধ-তৎসম শব্দ :** জ্যোৎস্না > জ্যোছনা, শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ, গৃহিণী > গিন্নী, বৈষ্ণব > বোষ্টম, কুৎসিত > কুচ্ছিত।

❖ **তদ্ভব শব্দ :** সংস্কৃত 'হস্ত' শব্দটি প্রাকৃততে 'হত্থ' আর বাংলায় এসে সেটা হয়ে গেছে 'হাত'। তেমনি, চর্মকার > চম্মআর > চামার।

❖ **দেশি শব্দ :** কুড়ি (বিশ)- কোলভাষা, পেট (উদর)- তামিল ভাষা, চুলা (উনুন)- মুণ্ডারী ভাষা।

❖ **বিদেশি শব্দ**

✓ **আরবি শব্দ :** ঈদ, উকিল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, কিতাব, খারিজ, দোয়াত, বাকি, মুন্সেফ, রায়।

✓ **ফারসি শব্দ :** চশমা, জবানবন্দি, তারিখ, দরবার, দোকান, দস্তখত, নালিশ, রসদ, আদমি, জিন্দা, নমুনা।

✓ **ইংরেজি শব্দ :** আফিম (opium), ইস্কুল (school), বাক্স (box), হাসপাতাল (hospital), বোতল (bottle)।

✓ **পর্তুগিজ শব্দ :** আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, পাদ্রি, বালতি।

✓ **ফরাসি শব্দ :** কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্তোঁরা।

✓ **ওলন্দাজ শব্দ :** ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন (তাসের নাম)।

✓ **গুজরাটি শব্দ :** খদ্দর, হরতাল, জয়ন্তি।

✓ **পাঞ্জাবি শব্দ :** চাহিদা, শিখ।

✓ **তুর্কি শব্দ :** চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা, বাবুর্চি, উজবুক।

✓ **চিনা শব্দ :** চা, চিনি, লুচি, এলাচি, সিন্দুর, সাম্পান।

✓ **মায়ানমার/বর্মি শব্দ :** ফুঙ্গি, লুঙ্গি।

✓ **জাপানি শব্দ :** রিক্সা, হারিকিরি, জুডো, টাইফুন, সুনামি।

এককথায় প্রকাশের ব্যতিক্রম

চক্ষু ফেরানো যায় না যার দিক থেকে = অসেচনক
চক্ষুর আড়ালে = পরোক্ষ
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত = চাক্ষুষ
উপকার করেন যিনি = উপকারক
উপকারীর অপকার করে যে = কৃতঘ্ন
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে = কৃতজ্ঞ
ঋণ গ্রহণ করে যে = অধমর্ণ
ঋণ নেই যার = অঋণী
ঋণগ্রস্ত অবস্থা = ঋণিতা
কষ্টে গমন করা যায় যেখানে = দুর্গম
কষ্টে দমন করা যায় যা = দুর্দমনীয়
কষ্টে জয় করা যায় যা = দুর্জয়
ছোট নদী = সারণি
ছোট নাটক = নাটিকা
ছোট নালা = নালি

সমোচ্চারিত শব্দ

অনিষ্ট (ক্ষতি) : পরের অনিষ্ট করতে গেলে নিজের অনিষ্ট হয়।
অনিষ্ঠ (নিষ্ঠাহীন) : অনিষ্ঠ ছাত্র জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

অবিরাম (অনবরত) : বর্ষার বৃষ্টিধারা অবিরাম ঝরছে।
অভিরাম (সুন্দর) : বর্ষার অভিরাম দৃশ্যে মন ভরে যায়।

আবাস (বাসস্থান) : লোকটির আবাস অনেক দূরে।
আভাস (ইঙ্গিত) : খেলা দেখার জন্য স্কুল বন্ধ থাকতে পারে বলে রফিক স্যার আভাস দিয়েছেন।

আসার (জলকণা) : আষাঢ়ে মেঘ থেকে আসার নামে।
আষাঢ় (মাস বিশেষ) : আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল।

আবরণ (আচ্ছাদন) : এ আবরণের ভেতরে রহস্য আছে।
আভরণ (অলংকার): মেয়েরা আভরণ পছন্দ করে।

উপাদান (উপকরণ) : বাবা আচারের সব উপাদান এনেছেন।
উপাধান (বালিশ) : উপাধান ছাড়া শোয়া যায় না।

বাংলা শব্দে বানানগত পার্থক্য

ঝাড়া = নাড়া দিয়ে পরিষ্কার করা
ঝারা = জলসেচন করার বহুছিদ্রযুক্ত জলপাত্র

মঙ্গল = সপ্তাহের বার বিশেষ
মোঙ্গল = মধ্য এশিয়ার জাতিবিশেষ

আবৃতি = আবরণ, আচ্ছাদন
আবৃত্তি = উচ্চকণ্ঠে পাঠ

আলসে = অলস, কুড়ে
আলশে = ছাদের প্রান্ত, কার্নিশ

সজন = জনসমাজ, জনগণের সঙ্গে
স্বজন = আত্মীয়

অ্যান্ডোরার রাজধানী Andorra la Vella

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

English Erudition

Dissection of idioms

Mad as a hatter

অর্থ : সম্পূর্ণ পাগল বা উন্মাদ।

উৎপত্তি : ১৭শ শতকে ফ্রান্সে টুপি তৈরির কারখানায় কাজ করা লোকেরা 'হ্যাট ফেল্ট' বানাতে পারদ (mercury) ব্যবহার করত। এর ফলে তারা বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হতো এবং মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে যেত। যেমন— অতিরিক্ত রাগ, আর হাত-পায়ে কাঁপুনি। এগুলো দেখে মানুষ ভাবত তারা পাগল হয়ে গেছে। এই অবস্থা 'Mad Hatter Disease' নামে পরিচিত ছিল।

Go the whole nine yards

অর্থ : কোনো কাজে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা বা নিজের সবটুকু দিয়ে পরিশ্রম করা।

উৎপত্তি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, যুদ্ধবিমান চালকদের গুলির ফিতার দৈর্ঘ্য ছিল নয় গজ। যখন সমস্ত গুলি শেষ হয়ে যেত, তখন বোঝা যেত যে তারা শত্রুকে হারানোর জন্য তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে।

Cat got your tongue?

অর্থ : কোনো ব্যক্তি হঠাৎ চুপ করে গেলে বা কিছু বলছে না— তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়।

উৎপত্তি : একটি সম্ভাব্য উৎস হলো ইংরেজ নৌবাহিনী, যেখানে 'Cat-o'-nine-tails' নামে একটি চাবুক দিয়ে কঠোর মারধর করা হতো। এতে মানুষ এতটাই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ত যে তারা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারত না। অন্য একটি উৎস হতে পারে প্রাচীন মিশর, যেখানে মিথ্যাবাদী বা ঈশ্বরনিন্দাকারীদের জিভ কেটে বিড়ালের খাবার হিসেবে দেওয়া হতো।

Rub the wrong way

অর্থ : কাউকে বিরক্ত বা উত্ত্যক্ত করা।

উৎপত্তি : আমেরিকায় ঔপনিবেশিক সময়ে, গৃহকর্মীদের বলা হতো যেন তারা ওক কাঠের মেঝে সঠিকভাবে মুছে দেয়— মানে, প্রথমে ভেজা কাপড় দিয়ে এবং পরে শুকনো কাপড় দিয়ে। উল্টো করলে দাগ পড়ত এবং বাড়ির মালিক বিরক্ত হতো। অন্যদিকে, এই কথার উৎপত্তি হতে পারে বিড়ালের গায়ে উল্টোভাবে হাত বুলানো থেকেও—যা বিড়ালদের খুব বিরক্ত করে।

Don't Throw the Baby out with the Bathwater

অর্থ : অপ্রয়োজনীয় কিছু ফেলে দেওয়ার সময় মূল্যবান জিনিসটিকেও যেন না ফেলে দিই—এই সতর্কবার্তা।

উৎপত্তি : ১৫০০ শতকের সময়ে, অনেক মানুষ বছরে মাত্র একবার গোসল করত। গোসলের জন্য বড় একটি টব গরম পানিতে ভরা হতো। পুরো পরিবারের সবাই সেই একই পানিতে গোসল করত। পরিবারের কর্তা পুরুষ আগে গোসল করার সুযোগ পেত, এরপর অন্যান্য পুরুষরা, তারপর নারীরা ও সর্বশেষে শিশুরা। ফলে শিশুরা যখন গোসল করত, তখন পানি এতটাই ময়লাযুক্ত আর ঘোলাটে হয়ে যেত যে, মায়েরা যখন সেই পানি ফেলে দিত, তখন বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হতো যাতে ভুল করে শিশুটিকেই না ফেলে দেয়! সেখান থেকেই এই প্রবাদটি এসেছে।

শব্দের খেলা

■ অনেক শব্দ আছে যেগুলো ব্রিটিশ বানান এবং আমেরিকান বানানে ভিন্ন হয়। এরকম কিছু পরিচিত শব্দের বানানের ভিন্নতা নিচে দেওয়া হলো :

British	American	British	American
Aeroplane	Airplane	Labour	Labor
Aluminium	Aluminum	Licence	License
Cancelled	Canceled	Litre	Liter
Centre	Center	Metre	Meter
Cheque	Check	Mould	Mold
Colour	Color	Plough	Plow
Diarrhoea	Diarrhea	Programme	Program
Favour	Favor	Pyjamas	Pajamas
Grey	Gray	Theatre	Theater
Honour	Honor	Travelling	Traveling

■ Phobia শব্দের অর্থ ভয়। Phobia-কে Suffix হিসেবে ব্যবহার করে অন্য শব্দের সাথে মিলিয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করা যায়। এমন কিছু শব্দের উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো :

Acrophobia	উচ্চতার ভয়
Agoraphobia	জনসমাগম বা খোলা জায়গার ভয়
Arachnophobia	মাকড়সার ভয়
Bibliophobia	বইয়ের প্রতি ভয়
Claustrophobia	সংকীর্ণ বা বদ্ধ জায়গার ভয়
Hydrophobia	পানির ভয়
Nyctophobia	অন্ধকারের ভয়
Thanatophobia	মৃত্যুর ভয়
Trypanophobia	সুচ বা ইনজেকশনের ভয়
Xenophobia	বিদেশিদের প্রতি ভয় বা বিদ্বেষ

Andorra la Vella ইউরোপের সর্বোচ্চ রাজধানী শহর

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ম্যাথ মেডিসিন

ভগ্নাংশের আদ্যোপান্ত

ভগ্নাংশ শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে, যাকে ইংরেজিতে বলে Fraction। ভগ্নাংশ শব্দটি বাংলা শব্দ ভগ্ন অর্থাৎ 'ভাঙা বা বিচ্ছিন্ন' এবং আংশ অর্থাৎ 'অংশ'-এর সমন্বয়ে গঠিত। ভগ্নাংশ শব্দের অর্থ হলো ভাঙা অংশ অথবা বিচ্ছিন্ন অংশ।

- দুইটি পূর্ণ সংখ্যাকে ভাগ বা অনুপাত আকারে প্রকাশ করলে যে রাশি পাওয়া যায় তাকে ভগ্নাংশ বলে।
- অন্যভাবে বলা যায়, যে সকল রাশি লব ও হর দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাকে ভগ্নাংশ বলা হয়। যেমন- যদি X এবং Y দুটি পূর্ণ সংখ্যা হয়, তাহলে ভগ্নাংশ হবে $\frac{X}{Y}$।

ভগ্নাংশ সাধারণত দুই প্রকার।

- **সাধারণ ভগ্নাংশ :** লব ও হর নিয়ে গঠিত ভগ্নাংশই হলো সাধারণ ভগ্নাংশ। যেমন- $\frac{৫}{৮}, \frac{২}{৩}, \frac{১}{৫}$ ইত্যাদি।
- **দশমিক ভগ্নাংশ :** যে সকল ভগ্নাংশকে দশমিক চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে দশমিক ভগ্নাংশ বলে। যেমন- ২.৫, ৩.২, ৬.৯ ইত্যাদি।

আকৃতি অনুসারে ভগ্নাংশ তিন প্রকার।

- **সরল ভগ্নাংশ :** যে সকল ভগ্নাংশ শুধুমাত্র স্বাভাবিক সংখ্যার লব ও হর নিয়ে গঠিত তাকে সরল ভগ্নাংশ বলে। যেমন- $\frac{২}{৫}, \frac{৭}{৩}$ ইত্যাদি।
- **জটিল ভগ্নাংশ :** যদি ভগ্নাংশের লব অথবা হর অথবা উভয়ই ভগ্নাংশ হয়, তবে তাকে জটিল ভগ্নাংশ বলে। যেমন- $\frac{\frac{১}{২}}{৩}, \frac{\frac{২}{৩}}{২}$ ইত্যাদি।
- **যৌগিক ভগ্নাংশ :** ভগ্নাংশের ভগ্নাংশকে যৌগিক ভগ্নাংশ বলা হয়। যেমন- $\frac{১}{২}$ এর $\frac{৭}{৫}$, $\frac{২}{৫}$ এর $\frac{৭}{১১}$ ইত্যাদি।

প্রকৃতি অনুসারে ভগ্নাংশ তিন প্রকার।

- **প্রকৃত ভগ্নাংশ :** যে ভগ্নাংশের লব, হরের চেয়ে ছোট হয় সেই ভগ্নাংশকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলে। যেমন- $\frac{১}{৫}, \frac{১৩}{১৭}$ এবং $\frac{৫}{১৮}$ ইত্যাদি।
- **অপ্রকৃত ভগ্নাংশ :** যে ভগ্নাংশের লব, হরের চেয়ে বড় হয় সেই ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলে। যেমন- $\frac{৭}{৩}, \frac{১৭}{১৩}$ এবং $\frac{১৮}{৫}$ ইত্যাদি।
- **মিশ্র ভগ্নাংশ :** যদি কোন ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা ও প্রকৃত ভগ্নাংশ দ্বারা গঠিত হয় তবে তাকে মিশ্র ভগ্নাংশ বলে। যেমন- $১\frac{৫}{৮}, ৩\frac{১}{৭}$ ইত্যাদি।

হর অনুসারে ভগ্নাংশ দুই প্রকার।

- **সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ :** যদি একাধিক ভগ্নাংশের হর একই বা সমান হয় তাহলে তাকে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ বলে। যেমন- $\frac{১}{৫}, \frac{২}{৫}, \frac{৪}{৫}$ ইত্যাদি।
- **অসমহরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ :** একাধিক ভগ্নাংশের বিভিন্ন ধরনের হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশকে অসমহারবিশিষ্ট ভগ্নাংশ বলে। যেমন- $\frac{১}{২}, \frac{৩}{৪}, \frac{১}{৫}$ ইত্যাদি।

প্রশ্ন : একটি সংখ্যার অর্ধেক তার এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে 17 বেশি। সংখ্যাটি কত?

সমাধান : মনে করি, সংখ্যাটি x

প্রশ্নমতে, $\frac{x}{2} = \frac{x}{3} + 17$ বা, $\frac{x}{2} = \frac{x+51}{3}$

বা, $3x = 2x + 102$

$\therefore x = 102$ **উত্তর :** সংখ্যাটি 102।

গণিতের জনক কে?

গণিতের জনক কে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা কঠিন। আসলে গণিতের ইতিহাস মানব সভ্যতার মতোই প্রাচীন। গ্রিক গণিতবিদ আর্কিমিডিসকে 'গণিতের জনক' বলে মনে করা হয়। তাকে ক্ল্যাসিক্যাল যুগেরও অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আর্কিমিডিসের গণিতসংক্রান্ত অবদান

- **জ্যামিতিতে অবদান :** তার কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো— গোলকের আয়তন = $(\frac{4}{3})\pi r^3$ এবং পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল = $4\pi r^2$।
- **π (পাই) এর মান নির্ধারণ :** আর্কিমিডিস প্রথম ব্যক্তি যিনি π (পাই) এর মানকে যথার্থভাবে নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। তিনি একটি বৃত্তের ভেতর ও বাইরে বহুভুজ আঁকে এবং পাইয়ের মানকে ৩.১৪ < π < ৩.১৪২৮৫ বলে প্রমাণ করেন।
- **প্যারাবোলার ক্ষেত্রফল :** তিনি প্রমাণ করেন যে, একটি প্যারাবোলার নিচের ক্ষেত্রফল সংশ্লিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের $\frac{2}{3}$ অংশ।
- **সংখ্যাতত্ত্ব :** 'The Sand Reckoner' গ্রন্থে তিনি বৃহৎ সংখ্যা গণনার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং বলে দেন কতটি বালুকণা গোটা বিশ্বে থাকতে পারে!

মগজ ধোলাই

প্রশ্ন: একটি সংসারে বাবা, মা ও ৫ বোন আছে এবং প্রত্যেক বোনের ১ টা করে ভাই আছে। তাহলে ঐ সংসারের জনসংখ্যা কত? **উত্তর :** ৮ জন।

সমাধান : সংসারে বাবা ও মা আছেন, যা মোট ২ জন। ৫ বোন আছেন, যাদের প্রত্যেকের একটি করে ভাই আছে। এর মানে হলো, ৫ বোনেরই একটি ভাই রয়েছে এবং সে ভাই সকলের ভাই।

তাহলে, পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা = ১ (বাবা) + ১ (মা) + ৫ (বোন) + ১ (ভাই) = ৮ জন।

অ্যান্ডোরার সরকারি ভাষা কাতালান

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

শব্দকাহন | বিজ্ঞানের রহস্য

এই মাসের প্রযুক্তি

জানা-অজানা

রকমারি বিজ্ঞান

নিহোনিয়াম

এশিয়ায় আবিষ্কৃত একমাত্র অতিভারী মৌল

পর্যায় সারণির ১১৩তম মৌলের নাম নিহোনিয়াম। পর্যায় সারণির সুপারহেভি বা অতিভারী মৌলগুলোর মধ্যে এটিই একমাত্র মৌল, যা আবিষ্কৃত হয় এশিয়া মহাদেশে। যার প্রতীক Nh, পারমাণবিক সংখ্যা ১১৩। এটিকে শুধু ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যায়, প্রকৃতিতে এখনও এর দেখা পাওয়া যায়নি। ২০০৩ সালে রুশ-মার্কিন বিজ্ঞানীরা যৌথভাবে রাশিয়ার দুবনায় জয়েন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে প্রথমবারের মতো মৌলটি তৈরি করার দাবি করেন। ২০০৪ সালে মৌলটি তৈরির দাবি করেন জাপানের ওয়াকোর আরেক দল বিজ্ঞানী। কিন্তু দুই দলের মধ্যে জাপানি দলকেই মৌলটি আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয়। তাই তাদের প্রস্তাবিত নামেই নাম রাখা হয় মৌলটির। বেশ কয়েকটি নামের প্রস্তাব ওঠে দেশটিতে। তবে শেষ পর্যন্ত এর নাম রাখা হয় নিহোনিয়াম। জাপানি ভাষায় জাপানের নাম নিহন। অনেকে শব্দটি উচ্চারণ করেন নিপ্পন। দুটোর অর্থই 'সূর্যোদয়ের দেশ'। সেখান থেকেই এর নাম হয় নিহোনিয়াম।

হামিংবার্ড

যে পাখি পেছনের দিকে উড়তে পারে

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি হামিংবার্ড। ক্ষুদ্রতম হামিংবার্ড-এর দৈর্ঘ্য প্রায় দুই ইঞ্চি। হামিংবার্ড পৃথিবীর একমাত্র পাখি যারা স্বাভাবিকভাবে পিছনের দিকে উড়তে পারে। এদের এ অদ্ভুত ও দুর্লভ ক্ষমতার পেছনে রয়েছে জটিল শারীরবৃত্তীয় গঠন এবং অ্যারোডাইনামিক নীতির নিখুঁত ব্যবহার। হামিংবার্ডের ওড়ার কৌশল অন্যসব পাখির থেকে আলাদা। অন্য পাখিরা যেখানে কেবল ওপর থেকে নিচে ডানা ঝাপটিয়ে উঠে যায়, সেখানে হামিংবার্ড তাদের ডানাকে 'ফিগার-৮ (∞)' আকৃতিতে নাড়ায়। এতে তারা চারদিকে, এমনকি উপর, নিচ, সামনে এবং পিছনেও উড়তে পারে।

মশাবাহিত ৭ রোগ

নাম	ইংরেজি	প্রধান বাহক
ম্যালেরিয়া*	Malaria	স্ত্রী অ্যানোফিলিস
ফাইলেরিয়া	Filariasis	কিউলেক্স এছাড়াও রয়েছে অ্যানোফিলিস ও এডিস
ডেঙ্গু**	Dengue	এডিস ইজিপ্টি
চিকুনগুনিয়া	Chikungunya	এডিস ইজিপ্টি ও এলবোপিকটাস
জাপানিজ এনসেফালাইটিস	Japanese encephalitis	কিউলেক্স
জিকা ভাইরাস	Zika virus	এডিস ইজিপ্টি
পীতজ্বর	Yellow fever	এডিস ইজিপ্টি

* WHO অনুমোদিত ভ্যাকসিন RTS,S এবং R21/Matrix-M

** WHO অনুমোদিত ভ্যাকসিন Q-denga® (TAK-003)

ইতিহাসে জুন মাস

- ২ জুন ২০০৩ : ইউরোপের প্রথম মঙ্গল অভিযান 'মার্স এক্সপ্রেস' উৎক্ষেপিত হয়।
- ৬ জুন ১৯৯৬ : বাংলাদেশে অনলাইন ইন্টারনেট চালু হয়।
- ১৪ জুন ১৯৭৫ : রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়ায় বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়।
- ১৫ জুন ১৬৬৭ : ফ্রান্সের ডাক্তার জঁ-ব্যাপটিস্ট ডেনিস প্রথমবারের মতো মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন করেন।
- ১৬ জুন ১৯৬৩ : রাশিয়া থেকে বিশ্বের প্রথম নারী নভোচারী ভেলেনটিনা তেরেসকোভা ভস্তক-৬ মহাকাশ যানে চেপে মহাকাশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।
- ২৬ জুন ১৯৩৬ : বিশ্বে প্রথমবারের মতো ব্যবহারিক হেলিকপ্টার উলফ এফ ডব্লিউ ৬১ আকাশে উড়ে।
- ২৬ জুন ১৯৭৪ : প্রথমবারের মতো বারকোড ব্যবহার করে কোনো খুচরা পণ্য বিক্রি করা হয়। পণ্যটি ছিল চিবানোর গাম।
- ২৭ জুন ১৯৬৭ : লন্ডনের বার্কলেস ব্যাংকের এনফিল্ড শাখায় পৃথিবীর প্রথম অটোমেটেড টেলার মেশিন (ATM) স্থাপন করা হয়।
- ২৯ জুন ২০০৭ : Apple তাদের প্রথম iPhone বাজারে উন্মোচন করে।
- ৩০ জুন ১৯৩৭ : বিশ্বে প্রথম আপৎকালীন টেলিফোন নম্বর '৯৯৯' চালু হয় লন্ডনে।

অ্যান্ডোরার মুদ্রা ইউরো

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ব্যাংক ভাইভা প্রস্তুতি

বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। এ নিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ভাইভা। এ Viva বা মৌখিক পরীক্ষায় একজন প্রার্থীকে নানাভাবে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়। সেসব বিষয় বিশ্লেষণ করে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ভাইভা নিয়ে এবারের এ নমুনা ভাইভার আয়োজন।

প্রার্থী : আস্সালামু আলাইকুম, আসতে পারি স্যার?

চেয়ারম্যান : ওয়ালাইকুম আস্সালাম। আসুন, বসুন।

প্রার্থী : ধন্যবাদ, স্যার।

চেয়ারম্যান : আপনার বাড়ি কোন জেলায়?

প্রার্থী : স্যার, ঝিনাইদহ জেলায়।

চেয়ারম্যান : আপনার উপজেলায় একজন বিখ্যাত ব্যক্তি রয়েছে, তার নাম বলতে পারবেন?

প্রার্থী : জী স্যার, বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান।

চেয়ারম্যান : তিনি কত নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন আর কবে শহিদ হন?

প্রার্থী : বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ৪নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন আর ২৮ অক্টোবর ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হন।

পরীক্ষক-১ : আপনি তো দেখছি ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ছাত্র, বলেন তো ব্যাংক কাকে বলে?

প্রার্থী : ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসাবে অর্থ জমা রাখে, ঋণ দেয় এবং ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি সম্পন্ন করে।

পরীক্ষক-১ : ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

প্রার্থী : আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, মুনাফা অর্জনের জন্য কাজ করা, স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন, টাকা নিরাপদে সংরক্ষণ, এলসি (LC), ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান ইত্যাদি।

পরীক্ষক-১ : বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী?

প্রার্থী : বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হচ্ছে সেভেরিজেস রিক্সব্যাংক (Sveriges Riks bank)।

পরীক্ষক-২ : What do you know about Philip Kotler?

প্রার্থী : Philip Kotler is an American marketing author, consultant and professor. Distinguished Professor of International Marketing at the Kellogg School of Management at Northwestern University (1962–2018). He is known for popularizing the definition of marketing mix.

পরীক্ষক-২ : Who was the founder of Microsoft?

প্রার্থী : Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Allen.

পরীক্ষক-২ : What is Risk Management?

প্রার্থী : Risk management is the process of identifying, assessing and controlling potential risks that could negatively impact an organization's objectives.

পরীক্ষক-৩ : বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী কোনটি?

প্রার্থী : পদ্মা নদী।

পরীক্ষক-৩ : সিন্ধু নদী কোন দুটি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে?

প্রার্থী : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে।

পরীক্ষক-৩ : সম্প্রতি বাংলাদেশে চালু করা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রতিষ্ঠান স্টারলিংক কোন দেশের কোম্পানি?

প্রার্থী : শীর্ষ ধনী ইলন মাস্কের মালিকানাধীন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি।

চেয়ারম্যান : বাংলাদেশে কতটি বিশেষায়িত ব্যাংক রয়েছে?

প্রার্থী : বাংলাদেশের তিনটি বিশেষায়িত ব্যাংক রয়েছে। এ ব্যাংকগুলো সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাংক তিনটি হলো— বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

চেয়ারম্যান : ব্যাংক আর এনজিও এর মধ্যে পার্থক্য কী?

প্রার্থী : ব্যাংক হলো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা সাধারণ জনগণের টাকা গ্রহণ করে পুঁজি গড়ে তোলে বা বৃদ্ধি করে। এই পুঁজিসমূহ বিভিন্ন উদ্যোক্তার মধ্যে ধার দিয়ে বিনিয়োগে সাহায্য করে। যার ফলে উদ্যোক্তারা অনেক উপকৃত হয়। ব্যাংকে একটি চুক্তির মাধ্যমে বড় লোন দেওয়া হয়। অপরদিকে, এনজিও হলো বেসরকারি অলাভজনক সংগঠন যারা দেশ সমাজ ও মানুষের উন্নয়নের জন্য নানামুখী কাজ করে এবং এরা সাধারণত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে।

চেয়ারম্যান : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি এখন আসুন।

প্রার্থী : আপনাদের সবাইকেও ধন্যবাদ স্যার, আস্সালামু আলাইকুম।

[সংগৃহীত ও পরিমার্জিত]

অ্যান্ডোরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য নয়, তবে ইউরো ব্যবহার করে

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

প্রশ্ন সমাধান

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৪-২৫

- GST
- রাবি
- খুবি
- কুবি

GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনিট : B (মানবিক) । সেট : 8

বাংলা

1. কোনটিতে ব-ফলার উচ্চারণ বহাল রয়েছে?— B) উদ্বেগ।
2. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?— B) অপরাহ্ন।
3. 'কেঁচে গণ্ডুষ' শব্দের অর্থ কী?— B) পুনরায় আরম্ভ।
4. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়েছে?— C) পণ।
5. 'রেখাচিত্র' কোন ধরনের রচনা?— D) দিনলিপি।
6. কোন রচনায় খনার বচনের উল্লেখ রয়েছে?— D) রেইনকোট।
7. 'করতল' শব্দের অর্থ— C) হাতের তালু।
8. Dialect-এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ— D) উপভাষা।
9. 'সিংহ' শব্দের সমার্থক শব্দ— A) মৃগেন্দ্র।
10. 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য'- এখানে কোন সত্তার প্রকাশ ঘটেছে?— D) প্রেম ও দ্রোহ।
11. 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ কোনটি?— C) মন।
12. মৌলিক শব্দ কোনটি?— B) গোলাপ।
13. নিচের কোনটি অল্পপ্রাণ ধ্বনি?— D) প।
14. 'সখ্য'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি?— A) বৈর।
15. নিচের কোনটি মহাপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি?— D) থ।
16. 'দুর্মূল্য' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ— B) দুরমুল্‌লো।
17. 'মায়া যেন ছলছল করে জেগে ওঠে।'-'লালসালু' উপন্যাসে কথাটি কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?— B) জমিলা।
18. 'পথ' অর্থে কোন বানানরূপটি সঠিক?— A) সরণি।
19. Invoice-এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ— D) চালান।
20. সাপেক্ষ সর্বনাম কোনটি?— A) যত চাও, তত লও।
21. 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ— D) সন্ধ্যা।
22. 'চাষার দুক্ষু' অনুযায়ী 'এন্ডি' কোথায় উৎপন্ন হয়?— D) আসাম ও রংপুর।
23. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কাব্যনাট্য?— C) চিত্রাঙ্গদা।
24. 'সন্ন্যাসী' শব্দে কয়টি অক্ষর রয়েছে?— B) ৩টি।
25. 'তখনই' শব্দের 'ই'-কে ব্যাকরণের ভাষায় কী বলা হয়?— C) বলক।
26. স্বরান্ত অক্ষরকে কী বলে?— B) মুক্তাক্ষর।
27. 'তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল।' অর্থাৎ তিনি ছিলেন— D) কৃষক।
28. ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘের পক্ষে 'আকাল' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন— A) সুকান্ত ভট্টাচার্য।
29. কোন বানানটি অশুদ্ধ?— B) কার্ত্তিক।
30. 'বড় দাদা > বড়দা' কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?— D) ব্যঞ্জনচ্যুতি।
31. 'হাটে হাটে বিকিয়ে তোর ভরা আপণ।'-এখানে 'হাটে হাটে' কী?— C) পদাত্মক দ্বিরুক্তি।
32. 'কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাস' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? — A) অজস্র ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস।
33. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে উপস্থাপিত ঘটনার সময়কাল— A) ১৭৫৬ সাল ১৯ জুন।
34. 'আমরা' শব্দটি কোন ধরনের সমাসের উদাহরণ?— D) একশেষ দ্বন্দ্ব।
35. 'মুরিদ' কোন ভাষার শব্দ?— B) আরবি।

English

1. Which of the following is the antonym of 'dearth'?— C) Abundance.
2. What does 'Innate' mean?— B) Something that is natural of inborn.
3. Choose the correct passive form of the following sentence.
'The authorities must address these environmental issues immediately'.— A) These environmental issues must be addressed by the authorities immediately.
4. He's got a sharp —. He might just got into troubles, if he isn't careful.— A) tongue.
5. She turned and made her way homeward. Here 'homeward' is a/an—.— C) adverb.
6. What is the appropriate synonym of 'clog up'?— B) obstruct.
7. What does the phrasal verb 'blurted out' suggest?— C) say something without thinking.
8. What does the idiom 'kick the bucket' mean?— C) to die.
9. He has done no wrong, the underlined word is an example of—.— A) noun.
10. That which cannot be avoided is—.— A) inevitable.

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

11. Which of the following sentences is correct?
A) The list of items are on the desk.
B) Neither the teacher nor the students were late.
C) Each of the players have a uniquestyle.
D) The dogs in the backyard barks loudly.
12. What is the meaning of 'brevity'?— B) shortness.
13. Which of the following word can be used as both verb and noun?— A) waste.
14. The song in the play cannot be deleted as it is — to the play.— D) integral.
15. My cousin — chicken pox this weekend. — C) came down with.
16. The passive voice of 'She made me do the interesting job' is—. — C) I was made to do the interesting job by her.
17. Which of the following words is in singular form?— D) appendix.
18. The antonym of the word 'concord' is— C) conflict.
19. He walked — the street without looking— C) across.
20. What is the antonym of 'expand'?— C) Shrink.
21. Identify the correct sentence— B) He suggested that I apply for the job.
22. I could not — the reason for this delay.— B) figure out
23. By the time they arrive, —. A) he'll have left.
24. Identify the correct passive form of : 'The authority recommended wearing formal attire.'— C) The authority recommended that formal attire should be worn.*
25. The family seemed — by the generosity of their neighbours.— C) taken aback.
26. The new offer of the job was alluring. Here 'alluring' means—. — B) tempting.
27. Choose the appropriate synonym of 'defamatory'.— A) Scandalous.
28. He is allergic— pollen.— C) to.
29. They made him — the entire speech.— A) repeat.
30. If you had followed the rules, you — disqualified.— D) Would not have been.
31. — your instruction, we have closed your bank account.— C) In accordance with.
32. In English grammar, — deals with the formation of sentences.— C) syntax.

Read the passage and answer the questions that follow (questions 33-35) :

Migration refers to the movement of people from one place to another, often driven by factors such as conflict, economic hardship, or the search for better living conditions. The Rohingya crisis is a key example of forced migration, driven by military persecution in Myanmar. Many fled to Bangladesh, settling in Cox's Bazar camps. Despite international supports, they faced dire conditions and an uncertain future. The only hope for them is a safe and dignified return to Myanmar, but political instability makes repatriation a bit challenging. International pressure and assistance thus here is utterly necessary in securing their rights and ensuring a humanitarian resolution. The UN Secretary and Chief Advisor of Bangladesh have shown solidarity, sharing an iftar meal this year with 100,000 refugees.

33. Which factor most directly contributed to the Rohingya migration?— C) Violent persecution and ethnic conflict in Myanmar.
34. Why is international pressure vital for Rohingya refugees?— B) To ensure that their return of Myanmar is safe.
35. In what specific location do the majority of Rohingya refugees reside in Bangladesh? — D) Cox's Bazar.

সাধারণ জ্ঞান

1. উইঘুর সম্প্রদায় কোন দেশের অধিবাসী?— D) চীন।
2. G-7 কোন ধরনের সংগঠন?— B) অর্থনৈতিক।
3. বিডিআর হত্যাকাণ্ড কখন সংঘটিত হয়?— D) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।
4. 'ম্যাগনাকার্টা' কোন ধরনের চুক্তি?— B) শান্তি চুক্তি।
5. ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত বিমসটেক সম্মেলনের প্রতিপাদ্য কী ছিল?— B) Prosperous, Resillent and Open BIMSTEC.
6. কোন দুইজন বিজ্ঞানী ২০২৪ সালে মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক এর ক্ষেত্রে অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন?— A) John J. Hopfield, Geoffrey E. Hinton.
7. SARS CoV-2-এর পূর্ণরূপ কী?— A) Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2.
8. বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল সম্প্রতি নিচের কোন পদক পেয়েছে?— C) একুশে পদক।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

9. আল মাহমুদের 'সোনালী কাবিন' কোন ধরনের রচনা?— C) কবিতা।
10. বাংলাদেশের একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?— B) রূপপুর, পাবনা।
11. নিচের কোনটি Three Zeros তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়?— A) Zero Hunger.
12. গাজায় ইসরাইলী বর্বরতা ও গণহত্যার বিরুদ্ধে কোন দেশ আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করেছে?— D) দক্ষিণ আফ্রিকা।
13. ISBN কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত?— A) বই প্রকাশনা।
14. জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ আবু সাঈদকে নিয়ে অঙ্কিত শিল্পকর্মের নাম কী?— A) উন্নত মম শির।
15. কোন নিয়মে জোয়ার-ভাটা নিরূপণ করা হয়?— D) মাধ্যাকর্ষণ নিয়মে।
16. 'September on Jessore Road' কবিতাটির রচয়িতা কে?— A) অ্যালেন গিন্সবার্গ।
17. কোন মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি?— B) এঁটেল মাটি।
18. নিচের কোনটি ইলন মাস্কের সাথে সম্পর্কিত নয়?— A) হোয়াটস অ্যাপ।
19. ভাষা শহিদ আবুল বরকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন?— B) রাষ্ট্রবিজ্ঞান।
20. বাংলাদেশের কোন জেলা ভারত ও মিয়ানমারের উভয় সীমান্তের সাথে যুক্ত?— D) রাঙ্গামাটি।
21. সুন্দরবনের কত শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত?
A) প্রায় ৩৪ শতাংশ B) প্রায় ৫১ শতাংশ
C) প্রায় ৬৬ শতাংশ D) প্রায় ৭৫ শতাংশ
[Note : সুন্দরবন বাংলাদেশ অংশে পড়েছে ৬০%]
22. বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?— B) ১৯৯৫।
23. 'যুক্তিবিদ্যা দর্শনের সারবস্তু'-উক্তিটি কার?— C) বার্ট্রান্ড রাসেল।
24. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ধারণাটির জনক কে?— D) জন ম্যাকার্থি।
25. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী কোন কাজটি করে?— B) যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় প্রশাসনকে সহায়তা করা।
26. ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্য কত?— B) ৬৬ ফুট।
27. জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার নাম কী?— B) UNHCR.
28. 'Ancient Society' গ্রন্থটি কার রচনা?— D) এল এইচ মরগান।
29. প্রেশার কুকারে রান্না তাড়াতাড়ি হয় কেন?— C) উচ্চচাপে তরলের স্ফুটনাংক বৃদ্ধি পায়।
30. ক্রমানুসারে পরবর্তী সংখ্যাটি কী হবে? ২, ৬, ১২, ২০, ৩০, —?— C) ৪২।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনিট : এ (গ্রুপ-১) । সেট কোড-৩

১. 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড' (GCF)-এর সদরদপ্তর কোথায় অবস্থিত?— ক) ইনচিয়ন, দক্ষিণ কোরিয়া।
২. ক্রিকেট বলের ওজন কত হয়?
ক) ৫.৫-৬.৫ আউন্স খ) ৪.৫-৫.৫ আউন্স
গ) ৬.৫-৭.৫ আউন্স ঘ) ৩.৫-৪.৫ আউন্স
[Note : ক্রিকেটে নতুন বলের ওজন সর্বনিম্ন ৫.৫ থেকে সর্বোচ্চ ৫.৭৫ আউন্স হয়।]
৩. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি?— গ) পূর্ব জার্মানি।
৪. উয়ারী বটেশ্বর কোথায় অবস্থিত?— গ) নরসিংদী।
৫. 'আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব' কোন সালে প্রকাশিত হয়?— ক) ১৯০৫।
৬. বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কতটি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে?— গ) ১১টি।
৭. কোন সময়কালকে Generation-Z (Gen-Z)-এর ব্যাপ্তি ধরা হয়?— খ) ১৯৯৭-২০১২।
৮. ২০২৪ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী কে?— খ) হান কাং।
৯. বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় কত তারিখে?— ঘ) ৮ আগস্ট ২০২৪।
১০. বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ সাহায্য এসেছে কোন দেশ থেকে?— ক) যুক্তরাষ্ট্র।
১১. 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৫৩' পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন সভায় পাস হয়— ক) ৩১ মার্চ ১৯৫৩।
১২. বিশ্বের প্রথম AI শিশুর নাম কী?— খ) টং টং।
১৩. জর্জিয়া-এর মুদ্রার নাম কী?— গ) ল্যারি।
১৪. বিশ্বের কোন দেশ গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে ক্ষুদ্র ঋণ চালু করে?— গ) জাপান।
১৫. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্তর্গত নয়— খ) গণতন্ত্রায়ন।
১৬. বাংলার ইতিহাসে কোন শাসকের উপাধি 'শাহ-ই-বাঙ্গালা'?— খ) শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
১৭. বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ফোন সেবা চালু হয় কবে?— খ) ১৯৯৩।
১৮. 'All the world's a stage/And all the men and women merely players...'-উদ্ধৃতিটি কার লেখা থেকে নেয়া?— গ) উইলিয়াম শেক্সপিয়ার।
১৯. শহিদ আবু সাঈদকে নিয়ে অঙ্কিত শিল্পকর্ম 'উন্নত মম শির'-এর শিল্পী কে?— গ) শহীদ কবির।
২০. দাবা খেলার আদি নাম— খ) চতুরঙ্গ।
২১. MNA কোন দেশের বার্তা সংস্থা?— খ) মায়ানমার।
২২. ১৫, ২০, ২৭, ৩৬ ... এই ধারার ১০ম পদ কত?— গ) ১৩২।
২৩. তক্ষশীলা কোন দেশে অবস্থিত?— খ) পাকিস্তান।
২৪. ই-মেইল কে উদ্ভাবন করেন?— খ) রে টমলিনসন।

অ্যান্ডোরার দুইজন সহ-রাজা রয়েছে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এবং স্পেনের উরজেলের বিশপ

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা

সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা ইউরেশিয়ার বৃহত্তম আঞ্চলিক জোট, যার জনসংখ্যা বিশ্বের প্রায় ৪০% এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন বিশ্বের ৩০%। নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে অসাধারণ ভাবমূর্তি থাকার কারণে সংস্থাটি এশিয়াজুড়েই বিশাল নজর কেড়েছে।

পটভূমি

সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO) মূলত একটি অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা। চীন, রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান এবং তাজিকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানদের দ্বারা সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে সামরিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ২৬ এপ্রিল ১৯৯৬ চীনের সাংহাইয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সাংহাই ফাইভ (Shanghai Five) গঠন করা হয়। ১৪-১৫ জুন ২০০১ সাংহাইতে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম দিন উজবেকিস্তানকে সাংহাই ফাইভে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৫ জুন ২০০১ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে নামকরণ করা হয় সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO)। যাত্রা শুরুর পর থেকেই সংস্থাটি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও আঞ্চলিক সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে জাতিসংঘের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, আসিয়ান ও রুশ নেতৃত্বাধীন কালেকটিভ সিকিউরিটি ট্রিটি অর্গানাইজেশন (CSTO) রয়েছে। ২০২১ সালে তাজিকিস্তানের দুশানবেতে SCO'র শীর্ষ সম্মেলনের সময় SCO'র সচিবালয় ও আরব লীগ সচিবালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকও সম্পন্ন হয়।

লক্ষ্য

- সদস্য দেশগুলোর পরস্পরের আস্থা, কল্যাণ, সমতা, আলাপ-আলোচনা, বহুপক্ষীয় সংস্কৃতি সম্মান করা ও যৌথ উন্নয়নে সহযোগিতা করা।
- আঞ্চলিক শান্তি, সামরিক ও যৌথ নিরাপত্তা ইস্যুগুলোতে পরস্পরকে সহায়তা করা।
- সম্মিলিতভাবে সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতা, চরমপন্থী, মাদকদ্রব্যের পাচার, অবৈধ অস্ত্র বিক্রি ও অন্যান্য আন্তঃদেশীয় অপরাধ দমন করা।
- অর্থ-বাণিজ্য ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।
- নিরপেক্ষ থাকা, অন্য দেশ ও সংস্থার মুখাপেক্ষী না হওয়া এবং বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত হওয়ার নীতিতে অবিচল থাকা।

আঞ্চলিক সন্ত্রাসবিরোধী কাঠামো

১৭ জুন ২০০৪ উজবেকিস্তানের তাসখন্দে অনুষ্ঠিত SCO'র রাষ্ট্রপ্রধানদের চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও চরমপন্থা মোকাবিলা এবং সন্ত্রাসবিরোধী নীতি সম্পর্কে তথ্য বিনিময় করার জন্য আঞ্চলিক সন্ত্রাসবিরোধী কাঠামো (Regional Anti-Terrorist Structure—RATS) প্রতিষ্ঠা করা হয়। RATS সন্ত্রাসে অর্থায়ন ব্যাহত করার লক্ষ্যে SCO নিরাপত্তা বাহিনী এবং সংস্থার প্রচেষ্টার মধ্যে অনুশীলনের সমন্বয় করে। RATS'র সদরদপ্তর উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে অবস্থিত।

সম্মেলন

বর্তমানে SCO দেশের নেতৃবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের নেতৃবৃন্দ পরিষদ হলো সর্বোচ্চ নেতৃস্থানীয় সংস্থা। প্রতি বছরে একবার নেতৃবৃন্দের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

- **রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন :** প্রথম ১৪-১৫ জুন ২০০১ (সাংহাই, চীন) • সর্বশেষ বা ২৪তম : ৩-৪ জুলাই ২০২৪ (আস্তানা, কাজাখস্তান) • ২৫তম : ২০২৫ সালে (তিয়ানজিন, চীন)
- **সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন :** প্রথম ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ (আলমাতি, কাজাখস্তান) • সর্বশেষ বা ২৩তম : ১৫-১৬ অক্টোবর ২০২৪ (ইসলামাবাদ, পাকিস্তান) • পরবর্তী বা ২৪তম : ২০২৫ সালে (রাশিয়া)।

সম্প্রসারণ

৯ জুন ২০১৭ ভারত এবং পাকিস্তানকে SCO'র পূর্ণ সদস্য করা হয়। এরপর ৪ জুলাই ২০২৩ SCO'র নবম সদস্যপদ লাভ করে ইরান। আর সর্বশেষ ৪ জুলাই ২০২৪ SCO'র দশম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় বেলারুশ।

Fact File : SCO

পূর্ণরূপ : Shanghai Cooperation Organisation • প্রতিষ্ঠা : ১৫ জুন ২০০১ • সদরদপ্তর : বেইজিং, চীন • প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ : ৬টি— চীন, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, রাশিয়া, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান • বর্তমান সদস্য : ১০টি— বেলারুশ, চীন, ভারত, ইরান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, পাকিস্তান, রাশিয়া, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান • সর্বশেষ সদস্য : বেলারুশ (৪ জুলাই ২০২৪) • পর্যবেক্ষক দেশ : ২টি— আফগানিস্তান ও মঙ্গোলিয়া • ডায়ালগ পার্টনার : ১৪টি—আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরাইন, কম্বোডিয়া, মিসর, কুয়েত, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, নেপাল, কাতার, সৌদি আরব, শ্রীলংকা, তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাত • SCO প্রধান : মহাসচিব • মহাসচিবের মেয়াদ : ৩ বছর • প্রথম মহাসচিব : বোলাত নুরগালিয়েভ (কাজাখস্তান); ১ জানুয়ারি ২০০৭-৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ • বর্তমান মহাসচিব : নুরলান ইয়ারমেকবায়েভ (কাজাখস্তান); ১ জানুয়ারি ২০২৫-বর্তমান।

অ্যান্ডোরার সংসদ এককক্ষ বিশিষ্ট

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

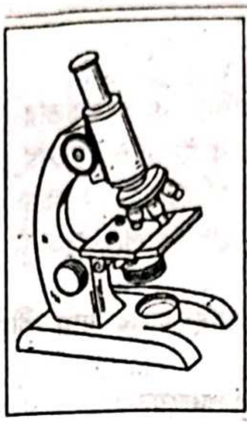

অণুবীক্ষণ যন্ত্র
গবেষণার অনন্য হাতিয়ার

আবিষ্কার
পর্ব ১১

যোদ্ধার কাছে যেমন অস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র, ঠিক তেমনি জীববিজ্ঞানীর কাছে অণুবীক্ষণ যন্ত্র একটি অপরিহার্য উপকরণ। এ যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র কোনো বস্তুকে বহুগুণ বড় করে দেখা যায়। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি অণুজীব আবিষ্কার সম্ভব হয়।

নামকরণ

অণুবীক্ষন যন্ত্রের ইংরেজি Microscope। Microscope শব্দটি গ্রিক শব্দ mikrós অর্থ 'ছোট' এবং skopéō অর্থ 'পরিদর্শন করা' থেকে আগত। মাইক্রোস্কোপ হলো এমন একটি যন্ত্র যা খালি চোখে দেখা যায় না এমন বস্তুগুলো পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে কোনো বস্তুকে প্রায় ৪০ লক্ষ গুণ পর্যন্ত বড় করে দেখা যায়। যে বিষয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রণালি আলোচনা করা হয় তাকে মাইক্রোস্কোপি বলে।

ইতিহাস

প্রায় ২০০০ বছর আগে রোমানরা লেন্স ব্যবহার শুরু করে। তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হয় আরও অনেক পরে, ১৫৯০ সালে। সে বছর ডাচ লেন্স নির্মাতা হ্যান্স লিপারশে এবং হ্যান্স জেনসেন অণুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি ১৬২৫ সালে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ১৬৬৩ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে পোকামাকড় ও উদ্ভিদের কোষ দেখতে পান এবং তার বিখ্যাত বই 'মাইক্রোগ্রাফিয়া' রচনা করেন। তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরিতে সবচেয়ে বড় অবদান অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েনহুকের। ডাচ সুতা ব্যবসায়ী লিউয়েনহুক তেমন শিক্ষিত ছিলেন না। তবে তিনি লেন্স তৈরিতে দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি একটি কাচ ঘষতে ঘষতে হঠাৎ এমন একটি লেন্স তৈরি করেন, যার বিবর্ধন ক্ষমতা ছিল ওই সময়ের অন্যান্য লেন্সগুলোর চেয়ে ১০ গুণ বেশি। এই লেন্সটি দিয়েই তিনি ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন। এর পাশাপাশি ওই লেন্সটি দিয়ে তিনি মানুষের লালা এবং রক্তকোষ পরীক্ষা করেন এবং জীবাণুর অস্তিত্ব দেখতে পান। তিনি এসব ছবি ১৬৭৬ সালে প্রকাশ করেন। তাকে অণুজীব বিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোস্কোপ

- **অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপ :** এগুলো মৌলিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র যা আলো ব্যবহার করে বস্তুকে বিবর্ধিত করে। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সগুলো আলোকে প্রতিসরণ করে যাতে তাদের নিচের বস্তুগুলো আরও কাছে দেখা যায়। বিভিন্ন ধরণের অপটিক্যাল অণুবীক্ষণ যন্ত্র হলো— সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র, যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি।
- **ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ :** আলোর পরিবর্তে, এই মাইক্রোস্কোপগুলো ইমেজ তৈরি করতে ইলেকট্রনের রশ্মি ব্যবহার করে। দুটি সুপরিচিত ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ হলো— TEM (ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ) • SEM (স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ)।
- **স্ক্যানিং প্রোব মাইক্রোস্কোপ :** স্ক্যানিং প্রোব মাইক্রোস্কোপ এমন একটি যন্ত্র যা একটি শলাকা (প্রোব) ব্যবহার করে নমুনার পৃষ্ঠ স্ক্যান করে ন্যানোস্কেলে উচ্চ-রেজ্যুলেশনের ছবি তৈরি করে।

ব্যবহার

- **জীববিজ্ঞান :** কোষের গঠন, জীবাণু, ভাইরাসের মতো ক্ষুদ্র জীব দেখা এবং তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার জন্য এটি অপরিহার্য।
- **চিকিৎসা বিজ্ঞান :** রোগ নির্ণয়, রক্ত পরীক্ষা, টিস্যু পরীক্ষা এবং বিভিন্ন রোগের কারণ খুঁজে বের করার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য।
- **পদার্থবিজ্ঞান :** কঠিন পদার্থের গঠন, ন্যানো পার্টিকেল এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র কাঠামো পর্যবেক্ষণে।
- **ভূ-বিজ্ঞান :** খনিজ এবং শিলার গঠন পরীক্ষা করার জন্যে।
- **ফরেনসিক বিজ্ঞান :** অপরাধ তদন্তে ক্ষুদ্র আলামত পরীক্ষার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভাইরাস কীভাবে দেখা যায়

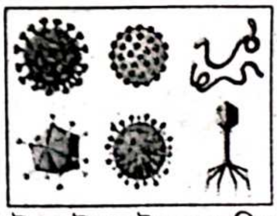

ভাইরাস এতই ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখা যায় না। সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তুলনামূলকভাবে বড় আকারের ভাইরাস দেখতে পাওয়া যায়। যেমন— গুটিবসন্তের ভাইরাস ভ্যারিওলা। কিন্তু ছোট আকারের ভাইরাস দেখা হয় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে। TEM মাইক্রোস্কোপে ইলেক্ট্রন পদার্থের ভেতরে ট্রান্সমিশনের সময় তার শক্তির যে পরিবর্তন হয়-সেই তথ্য থেকে পিক্সেল টু পিক্সেল ডাটা তৈরি হয়ে পুরো ছবি পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে ভাইরাসের আকার ও আকৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয় ক্রায়োজেনিক ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপির সাহায্যে। ক্রায়োজেনিক ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি হলো একটি ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি কৌশল যা নমুনাকে ক্রায়োজেনিক তাপমাত্রায় (সাধারণত -150°C থেকে -270°C) শীতল করে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

অ্যান্ডোরার সংসদে আসন সংখ্যা ২৮টি

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বিশ্ব-জ্ঞান-দৃষ্টি

পর্ব-১০

সাধারণ জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক। এ ব্যাপকতার মধ্যে জানার জন্য প্রয়োগ করতে হয় নানা ধরনের কৌশল। তাই এবারের পর্বে রয়েছে— বিভিন্ন দেশের আইনসভা।

১. ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নাম কী? [পূবালী ব্যাংকের অফিসার ২০১২]
ⓚ কংগ্রেস ⓛ ডায়েট
● পার্লামেন্ট ⓜ চেম্বার

২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদের নাম— [চবি ২০১৫-১৬]
● কংগ্রেস ⓛ হাউস অব কমনস
ⓜ ক্যাপিটাল ⓝ হোয়াইট হাউস

৩. কংগ্রেস কোন দেশের আইনসভার নাম? [জনপ্রশাসনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৭]
ⓚ ভারত ⓛ সুইডেন
● যুক্তরাষ্ট্র ⓝ দক্ষিণ আফ্রিকা

৪. চীনের আইনসভার নাম কী? [ঢাবি ২০০৫-০৬]
● গণ কংগ্রেস ⓛ কংগ্রেস
ⓜ রাজসভা ⓝ পার্লামেন্ট

৫. কানাডার পার্লামেন্টের নাম কী? [জবি ২০১৫-১৬]
● পার্লামেন্ট ⓛ ডায়েট
ⓜ কংগ্রেস ⓝ ডুমা

৬. রাশিয়ার পার্লামেন্টের নাম কী? [মার্কেন্টাইল ব্যাংকের অফিসার ২০১৩]
ⓚ ফোকেটিং ● ফেডারেল অ্যাসেম্বলি
ⓜ সিনেট ⓝ পার্লামেন্ট

৭. স্টেট ডুমা কোন দেশের আইনসভা? [জবি ২০১০-১১]
ⓚ জাপান ⓛ তুরস্ক
ⓜ জার্মানি ● রাশিয়া

৮. ফ্রান্সের আইনসভার নাম কী? [BREB'র অফিস সহকারী ২০১৮]
ⓚ কংগ্রেস ⓛ ডায়েট
● পার্লামেন্ট ⓝ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি

৯. নেপালের পার্লামেন্ট বা আইনসভার নাম কী? [১৯তম বিসিএস]
ⓚ সিনেট ⓛ পঞ্চায়েত
ⓜ কংগ্রেস ● ফেডারেল পার্লামেন্ট

১০. ইরানের আইনসভার নাম কী? [জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ১৯৯৩]
● মজলিস ⓛ জাতীয় সংসদ
ⓜ শূরা ⓝ কংগ্রেস

১১. ইসরায়েলের আইনসভার নাম কী? [JBC'র সহকারী পরিচালক ২০২১]
ⓚ চেম্বার ● নেসেট
ⓜ ফোকেটিং ⓝ সিনেট

১২. নরওয়ের পার্লামেন্টের নাম কী? [শিক্ষা প্রকৌশলের উপ-সহকারী প্রকৌশলী]
ⓚ ডুমা ⓛ নেসেট
● স্টরটিং ⓝ লিবান

১৩. সুইডেনের পার্লামেন্টের নাম কী? [ঢাবি ২০১০-১১]
● রিকসড্যাগ ⓛ ক্রোটন
ⓜ খুরাল ⓝ সিনেট

১৪. মঙ্গোলিয়ার পার্লামেন্টের নাম কী? [উপজেলা মহিলা কর্মকর্তা ২০০৭]
ⓚ কংগ্রেস ⓛ চেম্বার
ⓜ ডয়ান ● খুরাল

১৫. সীম কোন দেশের পার্লামেন্টের নাম? [রাবি ২০০৫-০৬]
ⓚ মালয়েশিয়া ● পোল্যান্ড
ⓜ সুইডেন ⓝ নেদারল্যান্ড

বিভিন্ন দেশের আইনসভা-উচ্চকক্ষ-নিম্নকক্ষ

আইনসভা

- Congress ➤ যুক্তরাষ্ট্র । ফিলিপাইন । কলম্বিয়া।
- Diet ➤ জাপান । লিচটেনস্টাইন।
- Legislative Council ➤ ব্রুনাই । ফিলিস্তিন।
- National Congress ➤ আর্জেন্টিনা । ব্রাজিল । চিলি । হন্ডুরাস । পালাউ । ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র।
- Parliament ➤ আলবেনিয়া । অস্ট্রেলিয়া । কানাডা । ডেনমার্ক । মিসর । ভারত । ইতালি । জর্ডান । লেবানন । মালয়েশিয়া । দক্ষিণ আফ্রিকা । শ্রীলংকা । ভানুয়াতু । জিম্বাবুয়ে।

উচ্চকক্ষ

- Council of States ➤ ভারত।
- Senate ➤ আর্জেন্টিনা । ফ্রান্স । ইতালি । আইভরি কোস্ট । মালয়েশিয়া । পাকিস্তান । যুক্তরাষ্ট্র । উজবেকিস্তান । জর্ডান।

নিম্নকক্ষ

- Chamber of Deputies ➤ ব্রাজিল । মেক্সিকো । আর্জেন্টিনা।
- House of Commons ➤ কানাডা । যুক্তরাজ্য।
- House of Representatives ➤ বেলারুশ । মিসর । মালয়েশিয়া । মরক্কো । মিয়ানমার । নেপাল । যুক্তরাষ্ট্র । কলম্বিয়া । জর্ডান।
- House of the People ➤ ভারত । সোমালিয়া।

অ্যান্ডোরার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জেভিয়ার এসপট জামোরা

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ক্যারিয়ার যখন কপিরাইটিং

ফেসবুক, ইউটিউব কিংবা অন্যান্য ওয়েবসাইটের জন্য যারা কপিরাইটিং করে তাদের বলা হয় কপিরাইটার। বর্তমানে এটি অনলাইনে উপার্জনের অন্যতম জনপ্রিয় ও সহজ মাধ্যম। প্রতিটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং অনলাইন ব্যবসায় ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের চাহিদা রয়েছে। এ কারণেই কপিরাইটারদের চাহিদা অনেক বেড়েছে। চাইলে ঘরে বসেও কাজটি করা যায়। তাই মানসম্পন্ন কন্টেন্ট তৈরি করতে পারলেই এ ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব।

কপিরাইটিং

কপিরাইটার হলেন একজন পেশাদার যিনি একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন প্রচারের কথা মাথায় রেখে আকর্ষণীয় ফেসবুক পোস্ট বা ব্লগ পোস্ট ইত্যাদি তৈরি করেন। এভাবে যখন তার তৈরি করা পোস্ট বা আর্টিকেল মানুষের কাছে পৌছায়, তখন মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর ফলে সেই পণ্য বা পরিষেবার চাহিদা বেড়ে যায়। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্য বিক্রি বা পরিষেবার জন্য নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ নিতে হয়। তাই, একজন কপিরাইটারের কাজ হলো কোম্পানির পণ্যের জন্য স্ক্রিপ্ট লেখা, স্লোগান তৈরি করা এবং গুরুত্বপূর্ণ ট্যাগ লাইন তৈরি করা। যাতে সেগুলো পড়ে সেটি কেনা বা সেবা নেওয়ার আগ্রহ জন্মায়।

কাজের ধরন

কপিরাইটারদের কাজ বহুমুখী। স্লোগান লেখা, ক্যাচ লাইন লেখা। ক্রেতার দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট লেখা। যে কোম্পানিতে তিনি কাজ করেন তার ব্র্যান্ডকে কার্যকর ও আকর্ষণীয়ভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা। কোম্পানির স্টাইল এবং নির্দেশিকা অনুসারে আর্টিকেল তৈরি করা। কোম্পানির পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কে আকর্ষণীয় পোস্ট বা আর্টিকেল তৈরি করা। এছাড়া ক্যাটালগ, বিজ্ঞাপন, লেন্ডিং পেজ, ইমেইল ক্যাম্পেইনের জন্য ইমেইল ব্রাউসিং, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ভিডিও বিজ্ঞাপনের স্ক্রিপ্ট ইত্যাদি লেখাও তার কাজ। এর বাইরে আরও অসংখ্য কাজ রয়েছে, যেগুলো কপি রাইটাররা করেন।

কাজের ক্ষেত্র

ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এবং ইনভেস্টমেন্ট ফার্মগুলোতে কপিরাইটারদের কাজের সুযোগ রয়েছে ◆ ফুড ম্যানুফ্যাকচাররা ব্যবহার করে থাকেন কপিরাইটারদের ◆ মেডিকেল সাপ্লাই এবং ফার্মাসিটিক্যালস কোম্পানিগুলোতে কাজের সুযোগ রয়েছে ◆ সাপ্লিমেন্ট কিংবা অন্যান্য কমপ্লিমেন্টারি হেলথ প্রোডাকশন প্রডিউসারেরা ব্যবহার করেন ◆ লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার, যেমন হেয়ার সেলুন, ফিটনেস, পার্সোনাল ইম্প্রুভমেন্ট টাইপের কোচ এর প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে কপি রাইটারদের। আসলে কপিরাইটারদের কাজের ক্ষেত্রের কোনো নির্দিষ্ট গন্ডি নেই। ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি, বিভিন্ন অনলাইন সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ রয়েছে।

বেতন

শুরুতে একজন কপিরাইটার কাজ হিসেবে পারিশ্রমিক পেতে পারেন। আবার কাজের শুরুতে প্রতি মাসে ২০-২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন অভিজ্ঞতা অর্জন হয়, তখন তার প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকা বা এর বেশিও বেতন হতে পারে। আবার যারা নিজেরা ব্যবসা শুরু করেন তারা প্রতি মাসে ১ লাখ টাকার বেশি আয় করতে পারেন।

কপিরাইটারের যোগ্যতা

প্রফেশনাল কপিরাইটার ইংরেজি, অ্যাডভার্টাইজিং, মার্কেটিং, জার্নালিজম বিষয়ে ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকলে ভালো। এর পাশাপাশি সেই ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে রিসার্চ করার মন মানসিকতা। আপনার মধ্যে সৃজনশীলতা থাকলে একজন প্রফেশনাল কপিরাইটার হতে পারবেন। আর ডিজিটাল মডার্ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মানুষ প্রতিনিয়ত অনেক রকম মার্কেটিং রিলেটেড বিজ্ঞাপন তাদের ফোনেই পাচ্ছে ফলে সময় যত যাচ্ছে কপিরাইটারের প্রয়োজনীয়তা ততই বেড়ে চলেছে।

যেভাবে হবেন কপিরাইটার

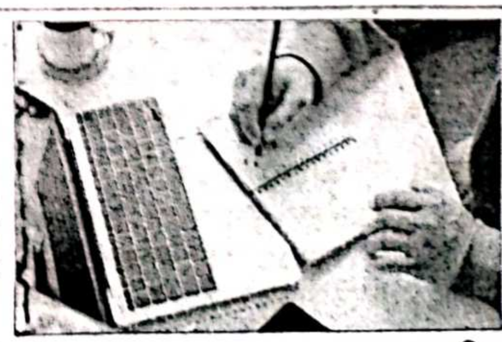

আপনি যদি একজন কপিরাইটার হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে চান, আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে ন্যূনতম এইচএসসি পাস। এ সংক্রান্ত ডিপ্লোমা বা স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমাও করতে পারেন। অনেক ইনস্টিটিউট এবং বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখান থেকে এই কোর্সটি করা যায়। এছাড়াও ইউটিউবে এ সংক্রান্ত কোর্স রয়েছে যা দেখে শিখে দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। যে ভাষায় লিখবেন তার ওপর খুব ভালো নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে একজন কপিরাইটারের। সঙ্গে যোগাযোগ দক্ষতা ও ভালো কম্পিউটার জ্ঞানও জরুরি। রিসার্চ করে, অনেক পড়াশুনা করে এবং নতুন বিষয় আয়ত্ত করার মাধ্যমে লেখালেখি করার পাশাপাশি ক্রেতার মনোভাব বোঝার মাধ্যমে ভালো কপিরাইটার হতে পারবেন। আবার নিজের পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারলেও প্রচুর কাজের সুযোগ পাবেন।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

BOGURA | PUNDRA CIVILIZATION

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বগুড়া

পটভূমি

বগুড়াকে বাংলার প্রাচীনতম শহর হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল থেকেই প্রতিষ্ঠিত। অশোক যখন বাংলা (বঙ্গ) অঞ্চল জয় করেন, তখন তিনি বগুড়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর নাম দেন পুণ্ড্রবর্ধন। প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধনই হলো বর্তমান এ বগুড়া জেলা। মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন রাজাদের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল প্রাচীন জনপদ বগুড়া। ১৩ এপ্রিল ১৮২১ রাজশাহী জেলার ৪টি থানা (আদমদিঘি, বগুড়া, শেরপুর ও নওখিল), দিনাজপুরের ৩টি থানা (লালবাজার, বদলগাছী ও ক্ষেতলাল) এবং রংপুরের ২টি থানাসহ (গোবিন্দগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ) মোট ৯টি থানা নিয়ে বগুড়া জেলা গঠিত হয়। পরবর্তীতে জেলার ৯টি থানা প্রাথমিক কাঠামো থেকে বাদ দিয়ে নতুন সাতটি থানা সংযোজন করে বৃহত্তর বগুড়া জেলা গঠন করা হয়। ১৮৫০ সালে বগুড়া জেলা শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১ জুলাই ১৮৭৬ বগুড়া পৌরসভা গঠিত হয়।

নামকরণ

বগুড়ার প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্ধন এবং এটি বরেন্দ্রভূমি বলে খ্যাত অঞ্চলের অংশ বিশেষ। দিল্লির শাসক গিয়াস উদ্দিন বলবনের পুত্র ছিলেন নাসির উদ্দিন বগড়া। তিনি ১২৭৯-১২৮২ পর্যন্ত এ অঞ্চলের শাসক ছিলেন। মূলত তার নাম অনুসারে এ জেলার নামকরণ হয় বগড়া। পরবর্তীতে কালের বিবর্তনে সেই বগড়া থেকে আজকের বগুড়া নামের উৎপত্তি।

সাধারণ তথ্যাবলি

- প্রতিষ্ঠা : ১৩ এপ্রিল ১৮২১
- সীমানা : উত্তরে গাইবান্ধা ও জয়পুরহাট জেলা, দক্ষিণে নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলা, পূর্বে জামালপুর ও যমুনা নদী এবং পশ্চিমে নওগাঁ জেলা
- আয়তন : ২,৮৯৮.৬৮ বর্গ কিমি
- জনসংখ্যা : ৩৭,৩৪,২৯৭ জন [জনশুমারি ২০২২]
- ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) : ১,২৮৮ জন
- সাক্ষরতা (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব) : ৭৪.৬% [SVRS ২০২৩]

প্রশাসনিক কাঠামো

- উপজেলা : ১২টি— বগুড়া সদর, শেরপুর, ধুনট, নন্দীগ্রাম, কাহালু, আদমদিঘি, দুপচাঁচিয়া, গাবতলী, শিবগঞ্জ, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও শাজাহানপুর
- থানা : ১২টি
- পৌরসভা : ১২টি
- ইউনিয়ন : ১০৯টি
- জাতীয় সংসদের আসন : ৭টি।

- প্রধান নদনদী ➢ যমুনা, করতোয়া, নাগর, ইছামতি, ইরামতি, সুখদহ, বাঙালী, গজারিয়া, গাংনাই, নুনগোলা, বরিষা, বানিয়াইয়ান, ভদ্রা, ভেলকা, মহিষাবান, মানস, লোহাগড়া ইত্যাদি।

সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী

২০১৬ সালে মহাস্থানগড়কে সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২৪ নভেম্বর ২০১৬ সার্ক কালচারাল সেন্টারের ঢাকায় সফররত পরিচালক ওয়াসাস্থে কোতোয়ালার নেতৃত্বে সংস্থার একটি দল এ ঘোষণা চূড়ান্ত করে। ২১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে এ ঘোষণা কার্যকর হয়। ২০১৫ সাল থেকে সার্ক কালচারাল সেন্টার সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে কোনো একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী অঞ্চলকে সার্কের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর ইংরেজি নামের আদ্যক্ষরের ভিত্তিতে দেশগুলোর স্থান নির্বাচন করা হয়।

জানেন কি : বগুড়া জেলা

- আয়তনে : দেশের ১৭তম
  রাজশাহী বিভাগে : দ্বিতীয়
- জনসংখ্যায় : দেশের ৯ম
  রাজশাহী বিভাগে : ১ম

মুক্তিযুদ্ধে বগুড়া

- সেক্টর ➢ ৭নং
- হানাদার বা শত্রুমুক্ত দিবস
  ২৯ নভেম্বর : সারিয়াকান্দি
  ১৩ ডিসেম্বর : বগুড়া সদর, কাহালু, দুপচাঁচিয়া, নন্দীগ্রাম ও শাজাহানপুর
  ১৪ ডিসেম্বর : ধুনট, আদমদিঘি, শিবগঞ্জ ও সোনাতলা
  ১৫ ডিসেম্বর : গাবতলী
  ১৬ ডিসেম্বর: শেরপুর

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

- রাজনীতিবীদ ➢ মোহাম্মদ আলী (পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী), ফজলুল বারী (পাকিস্তানের সাবেক স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী), প্রফুল্ল চাকী (ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা), মাহমুদুর রহমান মান্না (ডাকসুর সাবেক ভিপি), তারেক রহমান (BNP'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান)।
- কবি ও লেখক ➢ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (ঔপন্যাসিক), মনোজ দাশগুপ্ত (কবি ও লেখক), রোমেনা আফাজ (ঔপন্যাসিক)
- সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ➢ ওস্তাদ আলা উদ্দীন সরকার (গায়ক ও অভিনেতা), অপু বিশ্বাস ও ডন (চলচ্চিত্র অভিনেতা), সোহানুর রহমান সোহান (পরিচালক), আঞ্জুমান আরা বেগম (সংগীত শিল্পী), খুরশিদ আলম (কণ্ঠশিল্পী)
- খেলোয়াড় ➢ মুশফিকুর রহিম, তৌহিদ হৃদয়, শফিউল ইসলাম।
- অন্যান্য ব্যক্তিত্ব ➢ খাদেমুল বাশার (বীরউত্তম), সাদত আলী আখন্দ (শিক্ষাবিদ), আজিজুল জলিল পাশা (স্থপতি)।

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার

বগুড়া বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের একটি শিল্প ও বাণিজ্যিক জেলা। বগুড়াকে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বলা হয়। মূলত ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গের জেলা যেমন গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাটে যেতে হলে বগুড়াকে অতিক্রম করতে হয় বলেই এরকম বলা হয়ে থাকে।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

উল্লেখযোগ্য স্থাপনা ও দর্শনীয় স্থান

- **বগুড়া সদর :** শহিদ চান্দু ক্রিকেট স্টেডিয়াম, বগুড়া স্টল বিমান বন্দর ও সরকারি মুস্তাফাবিয়া কামিল মাদরাসা
- **শেরপুর :** পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ও ঐতিহাসিক খেরুয়া মসজিদ
- **কাহালু :** যোগীর ভবন ও পাঁচপীর মাজার
- **আদমদিঘি :** সান্তাহার রেলওয়ে স্টেশন ও বাবা আদমের মাজার
- **গাবতলী :** ঐতিহ্যবাহী পোড়াদহ মাছের মেলা
- **শাজাহানপুর :** জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি

মহাস্থানগড়

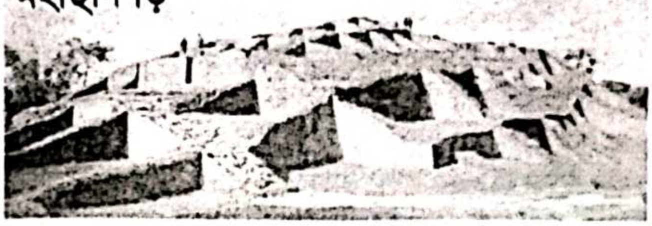

মহাস্থানগড় বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তি। প্রসিদ্ধ এই নগরী ইতিহাসে পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর নামেও পরিচিত ছিল। এক সময় মহাস্থানগড় বাংলার রাজধানী ছিল। এটি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন সাম্রাজ্যের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৮০৮ সালে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন প্রথম মহাস্থানগড়ের অবস্থান চিহ্নিত করেন। ১৮৭৯ সালে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম প্রথম এ প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরীকে পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানীরূপে চিহ্নিত করেন। দীর্ঘসময় অনুসন্ধান ও খননের ফলে দুর্গ নগরীর অভ্যন্তরে খ্রিস্টাব্দ চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে মুসলিম যুগ পর্যন্ত প্রায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন নিদর্শন উন্মোচিত হয়। ১৮টি স্তরে প্রাক্ মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও মুসলিম যুগের কাঁচা পাকা ঘর বাড়ি, রাস্তা, নর্দমা, নালা কুপ, মন্দির, মসজিদ, তোরণ, বুরুজ ইত্যাদি অনুসন্ধানে খুঁজে পাওয়া যায়। গোবিন্দ ভিটা, গোকুল মেধ, বৈরাগীর ভিটা, শীলাদেবীর ঘাট, ধনভাণ্ডার টিবি, তোতারাম পণ্ডিতের ধাপ, খোদার পাথর ভিটা, মানকালীর কুন্ড, ভাসু বিহার, পরশুরামের প্রাসাদ ইত্যাদি নিদর্শন মহাস্থানগড়ের অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

বগুড়ার দই GI পণ্য

বগুড়ার দই বাংলাদেশের বগুড়া জেলার বিখ্যাত মিষ্টান্ন। প্রায় দেড়শ বছর আগে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার ঘোষ পরিবারের হাত ধরে বগুড়ার দইয়ের উৎপাদন শুরু হয়।

বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি, বগুড়া জেলা শাখা 'বগুড়ার দই'র জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্যের আবেদন করে। যার আবেদন নং ২৯। ১ জানুয়ারি ২০১৮ বগুড়ার দই GI পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

বিশেষ তথ্য

- জনসংখ্যায় দেশের বৃহত্তম পৌরসভা বগুড়া সদর
- আয়তনে দেশের বৃহত্তম পৌরসভা বগুড়া সদর
- বাংলাদেশের একমাত্র মশলা গবেষণা কেন্দ্র বগুড়ার শিবগঞ্জে অবস্থিত
- দেশের প্রথম সৌর সাইলো বগুড়ার শান্তাহারে অবস্থিত
- বগুড়ার প্রথম নারী জেলা প্রশাসক হোসনা আফরোজা
- দেশের প্রথম মধুর হাট চালু হয় বগুড়ায়
- বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধা মাছুদুল আলম খানের (চান্দু) নামানুসারে বগুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা বগুড়া শহরে অবস্থিত স্টেডিয়ামটিকে 'শহিদ চান্দু স্টেডিয়াম' নামে নামকরণ করে
- বগুড়া জেলা রাজশাহী বিভাগের একটি শিল্প শহর।

জিয়াউর রহমান (বীরউত্তম)

(১৯ জানুয়ারি ১৯৩৬-৩০ মে ১৯৮১) বাংলাদেশের অষ্টম রাষ্ট্রপতি, সাবেক সেনাপ্রধান, মুক্তিযুদ্ধের ১নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ও জেড ফোর্সের অধিনায়ক। মেজর জিয়াউর রহমান ২৬ মার্চ ১৯৭১ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর ২৭ মার্চ তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবারও স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা করেন। সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা জিয়াউর রহমান ২০০৩ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন। বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার সহধর্মিণী।

এম. আর. আখতার মুকুল

(৯ আগস্ট ১৯৩০-২৬ জুন ২০০৪) ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের চরমপত্রের লেখক ও কথক। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ২০০১ সালে তিনি স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। 'আমি বিজয় দেখেছি' এম. আর. আখতার মুকুলের আত্মকাহিনি ভিত্তিক গ্রন্থ- যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসনির্ভর।

আবু নছর মোহাম্মদ গাজীউল হক

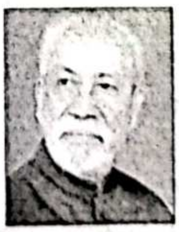

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯-১৭ জুন ২০০৯) সাহিত্যিক, গীতিকার এবং ভাষাসৈনিক। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তৎকালীন সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের অন্যতম ছিলেন গাজীউল হক। গাজীউল হকের 'ভুলব না ভুলব না ভুলব না এ একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না' একুশের প্রথম গান। ২০০০ সালে তাকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

স্বাস্থ্যবার্তা

প্রতি বছর ৮ জুন বিশ্ব ব্রেন টিউমার দিবস এবং ৩ জুন বিশ্ব মুগুর পা বা ক্লাবফুট দিবস পালিত হয়। পরিচিত রোগ দুটি নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন।

ব্রেন টিউমার

ব্রেন বা মস্তিষ্কের আশেপাশের কোষগুলোর অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ব্রেন টিউমার বলে। ব্রেন টিউমার একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগটি মস্তিষ্কের কোষ এবং টিস্যুগুলোর গ্রুপ সৃষ্টি করে। মানব মস্তিষ্ক মাথার খুলির ভেতরে একটি নির্দিষ্ট আকৃতির মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। অস্বাভাবিক কোনো পিণ্ড বা জমাটবদ্ধ কোষ (টিউমার) বেড়ে গেলে তা মস্তিষ্কের ওপর চাপ তৈরি করে, মস্তিষ্কের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটায়।

■ কেন হয়

ব্রেন টিউমার হওয়ার সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে গবেষণায় সম্ভাব্য কিছু কারণ বের হয়েছে। সেগুলো হলো— পরিবারে কারো যদি ব্রেন টিউমার হয়ে থাকে তাহলে অন্য সদস্যদেরও ব্রেন টিউমার হওয়ার ঝুঁকি বেশি • রেডিয়েশন বা বিকিরণের সংস্পর্শে আসার কারণে • কিছু ক্ষতিকারক কেমিক্যাল এবং বিষাক্ত বস্তুর সংস্পর্শে ব্রেন টিউমারের ঝুঁকি বাড়ে এবং • জিনগত মিউটেশনের কারণে।

■ লক্ষণসমূহ

স্নায়বিক ক্রিয়া ব্যাহত • কথা বলায় ঝাপসা ভাব • হাঁটার অসুবিধা • দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তির পরিবর্তন • ক্রমাগত মাথা ব্যথা হয়, সকালে মাথা ব্যথার তীব্রতা বাড়ে • বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া • স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায় • ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় • দুর্বলতা দেখা যায়।

■ চিকিৎসা

ব্রেন টিউমারের ধরন, আকার ও অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে রোগীর চিকিৎসা নির্ধারণ করা হয়। চিকিৎসা হিসেবে ব্রেনের টিউমার অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়। রেডিয়েশন থেরাপি, কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। এছাড়াও রোগীকে টার্গেটেড থেরাপি, ইমিউনোথেরাপি দেওয়া হয়। ব্রেন টিউমারের লক্ষণ প্রকাশ পেলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রেন টিউমার শনাক্ত হলে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ থাকা সম্ভব।

■ প্রতিরোধ

ক্ষতিকারক কেমিক্যাল বা রাসায়নিক ও বিষাক্ত বস্তু থেকে নিজেকে বাঁচানো বা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে • রেডিয়েশন বা বিকিরণ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে হবে • স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে • মোবাইল ফোন এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সরঞ্জামের ব্যবহার কমাতে হবে • পর্যাপ্ত ঘুম এবং দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকতে হবে।

ক্লাব ফুট বা মুগুর পা

জন্মগত বিকলাঙ্গতা নিয়ে অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে কমন হলো বাঁকা পা, যাকে বলে ক্লাব ফুট। ফলে পায়ের একটি বা দুটি পাতা গোড়ালির অস্থিসন্ধির হাড়ের অবস্থাগত তারতম্যের জন্য ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থাকে, যা গলফ খেলার স্টিক বা ক্লাবের মতো দেখায়। তাই এর নামকরণ হয় ক্লাব ফুট। রোগটি মুগুর পা নামেও বিভিন্ন এলাকায় পরিচিত। ইংরেজিতে এ রোগটিকে কনজেনিটাল টেলিপেস ইকুইনো ভেরাস (সিটিইভি) বলে।

■ কারণ

জন্মগত বাঁকা পা নিয়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। তবে কিছু বিষয়কে দায়ী করা হয়। যেমন— গর্ভকালীন বিভিন্ন সংক্রমণ, বিশেষ করে রুবেলা, সাইটোমেগালো ভাইরাস, টক্সোপ্লাজমা ইত্যাদি জীবাণুর সংক্রমণ হলে। এছাড়া গর্ভবতী মায়ের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, থাইরয়েডের সমস্যা বা কোনো জটিল রোগ থাকলে • মা-বাবা বা তাদের নিকটাত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কারো বাঁকা পা থাকলে • গর্ভকালীন অ্যামনোয়েটিক ফ্লুইড বা পানি কম থাকলে • মায়ের অপুষ্টি, বিশেষ করে ফলিক এসিড বা আয়োডিনের অভাব হলে • মা-বাবা ধূমপায়ী হলে, অ্যালকোহল ও নেশাদ্রব্য সেবনকারী হলে।

■ লক্ষণসমূহ

ক্লাব ফুট শিশুদের পায়ের পাতা ও হিল সামনের দিক থেকে ভেতরের দিকে বেঁকে যায়। চারটি লক্ষণ দ্বারা ক্লাব ফুট বোঝা যায়, যাকে সংক্ষেপে CAVE বলে। C = Cavus, A = Adductus, V = Varus, E = Equinus. পায়ের ব্যথার কারণে ক্লাব ফুট শিশুরা বেশিক্ষণ হাঁটতে পারে না।

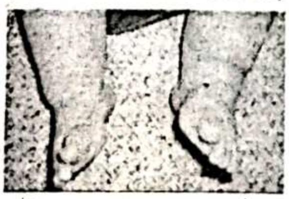

■ চিকিৎসা

- **পনসেটি মেথড :** জন্মের দুই সপ্তাহের মধ্যে প্লাস্টার করে পা সোজা করা যায়, যাকে বলে 'পনসেটি মেথড'।
- **টেপ ও স্প্লিন্ট লাগানো :** এ পদ্ধতিতে চিকিৎসকরা শিশুর পা স্বাভাবিক পজিশনের কাছাকাছি এনে বিশেষ টেপ ও স্প্লিন্টের মাধ্যমে বেঁধে রাখেন। এরপর শিশুকে নিয়মিত স্ট্রেচিং অনুশীলন ও রাতে স্প্লিন্ট পরিয়ে রাখার মাধ্যমে পা সঠিক পজিশনে রাখা হয়, যত দিন পর্যন্ত না শিশুটি হাঁটতে শেখে।
- **শল্যচিকিৎসা :** ওপরের চিকিৎসায় ৯৫% ক্ষেত্রে পা ভালো হয়ে যায়। কোনো কারণে ভালো না হলে শিশুর বয়স তিন বছর হওয়ার পর টেন্ডন ট্রান্সফার করার প্রয়োজন হয়।

অ্যান্ডোরায় কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নেই

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

৩৮ হাজারের বেশি চামচ সংগ্রহে

যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যের ক্যামি পোল নামের এক নারী দাবি করেন, তার সংগ্রহে নানা ধরনের ৩৮,১৬১টি চামচ রয়েছে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তথ্যমতে, বর্তমানে বিশ্বে সর্বোচ্চ সংখ্যক চামচ আছে অস্ট্রেলিয়ার ডেস ওয়ারেন নামের এক ব্যক্তির। তার চামচের সংখ্যা ৩০,০০০। রেকর্ডটি গিনেসে নথিভুক্ত হয়েছিল ১৯৯০ সালে। তার দাবি সত্যি হলে তিনি শিগগিরই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস ভেঙে ফেলবেন।

৯ বছর বয়সে উল্কিশিল্পী

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে মাত্র ৯ বছর বয়সি নাপাত মিটমাকোর্ন বেশ দক্ষতার সঙ্গে নিবিষ্ট মনে ট্যাটু বা উল্কি আঁকে। নাপাতের বাবা নাট্টাবুট স্যাংটঙ্গ বলেন, শৈশবেই তিনি ছেলেকে প্রথাগত বিষয়ের বাইরে গিয়ে ট্যাটুশিল্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। নাট্টাবুট নিজেও মোটামুটি উল্কি আঁকতে পারেন। বাবা-ছেলে মিলে টিকটক টিউটোরিয়ালস থেকে উল্কি আঁকার বিষয়টি আরও ভালোভাবে শিক্ষা নেন। বাবা-ছেলে মিলে টিকটক চ্যানেলও চালান, যার নাম 'দ্য ট্যাটু আর্টিস্ট উইথ মিল্ক টিথ'।

৩ লাখ পাউন্ডে চিঠি বিক্রি

টাইটানিক জাহাজের এক যাত্রীর চিঠি যুক্তরাজ্যে ৩ লাখ পাউন্ডে নিলামে বিক্রি হয়। ২৭ এপ্রিল ২০২৫ কর্নেল আর্চিবল্ড গ্রেসির লেখা ওই চিঠি লন্ডনের উইল্টশায়ারের একটি নিলাম হাউসে বিক্রি হয়। চিঠিটিতে ভবিষ্যতের কথা লেখা রয়েছে। চিঠিতে কর্নেল গ্রেসি তার পরিচিত একজনকে টাইটানিক জাহাজ সম্পর্কে নিজে মতামত তুলে ধরার পর লেখেন তিনি যাত্রা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছেন। চিঠিতে তারিখ লেখা হয়েছে ১৯১২ সালের ১০ এপ্রিল। ওই দিন কর্নেল গ্রেসি সাউদাম্পটন থেকে টাইটানিক জাহাজে উঠেছিলেন। এর পাঁচ দিন পর নর্থ আটলান্টিকে একটি বিশাল আকারের বরফখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষের পর টাইটানিক ডুবে যায়।

জন্মের পর থেকে ভাত খাননি রাব্বি

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বাউরা ইউনিয়নের নবীনগর গ্রামের ২০ বছর বয়সি ছেলে রাব্বি ইসলাম। ছয় মাস বয়সে তার মুখে ভাত দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিবারই ফেলে দিতেন তিনি। জোর করে ভাত খাওয়ালে অসুস্থ হন রাব্বি। এরপর থেকে তিনি আর ভাত খাননি। বাবা রমজান আলী পেশায় ঝালমুড়ি বিক্রেতা। মা ফরিদা বেগম গৃহিণী। তিন ভাইয়ের মধ্যে রাব্বি দ্বিতীয়। শুধু ভাত নয়, চাল দিয়ে তৈরি বিরিয়ানি, পায়েস ও শাকসবজিও তিনি খেতে পারেন না। এসব মুখে দিলেই তার বমি আসে। দুই বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মায়ের বুকের দুধ ও গরুর দুধ খেতেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুটির পাশাপাশি নুডলস, ডিম, মুড়ি ও ফলমূল খেতে শুরু করেন। এখন বাড়িতে রান্না করা নুডলস, মাছ, মাংসের তরকারি তার প্রধান খাবার।

একসঙ্গে ২৪৬১ মানুষের গোসল

চেক প্রজাতন্ত্রের ২৪৬১ জন একসঙ্গে 4°C কম তাপমাত্রার পানিতে গোসল করেন। যেটাকে বলা হয় 'পোলার বিয়ার ডিপ'। 'সাহসী' এই কাজের লক্ষ্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখানো। চেক প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় বৃহৎ হ্রদ মোস্ট লেকে ১ মার্চ ২০২৫ ওই গোসলের আয়োজন করা হয়। ওই আয়োজনের উদ্যোক্তা ছিলেন ডেভিড ভেনকল। তিনি একজন ফ্রিডাইভার। 'কোল্ড থেরাপি' পরামর্শক হিসেবেও চেক প্রজাতন্ত্রে তার নামডাক আছে। সাঁতারের পোশাকে ঠান্ডা পানিতে নেমে 'পোলার বিয়ার ডিপ' করতে হয়। অনেক দেশেই এ ধরনের আয়োজন করা হয়। আগে 'পোলার বিয়ার ডিপ'-এর রেকর্ড ছিল পোল্যান্ডের একটি দলের। ২০১৫ সালে পোল্যান্ডের ১৭৯৯ জনের একটি দল ঠান্ডা পানিতে গোসল করে সেই রেকর্ড গড়ে।

২ শতাধিক সাপের কামড় খাওয়া ব্যক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা টিম ফ্রিডে একজন স্বশিক্ষিত সাপ বিশেষজ্ঞ। প্রায় ১৮ বছর ধরে ফ্রিড নিজেকে ইচ্ছাকৃত সাপের বিষে আক্রান্ত করেন কখনো ইনজেকশনের মাধ্যমে, কখনো সরাসরি সাপের কামড় খেয়ে। বিশ্বের সবচেয়ে বিষাক্ত কিছু সাপ যেমন— কোবরা, মাম্বা ও র‍্যাটলস্নেকের বিষ নিজ শরীরে শত-শতবার ইনজেকশন দেন এবং ইচ্ছাকৃত নিজেকে সাপের কামড় খেতে দেন। এর ফলে তার শরীরে এমন অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, যা একাধিক সাপের নিউরোটক্সিনের বিরুদ্ধে একসঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরপর ফ্রিডের দেওয়া ৪০ মিলিলিটার রক্তে বিজ্ঞানী জ্যাকব গ্ল্যানভিলের গবেষণা দল খুঁজে পান বিরল অ্যান্টিবডি। আট বছর গবেষণার পর সেই রক্ত থেকে সংগ্রহ করা অ্যান্টিবডি ও একটি ভেনম-ব্লকার ওষুধের মাধ্যমে তৈরি হয় এমন এক অ্যান্টিভেনম, যা ১৯টি বিষাক্ত সাপের কামড়ের বিরুদ্ধে কার্যকর সুরক্ষা দিতে সক্ষম।

অ্যান্ডোরার নিজস্ব সেনাবাহিনী নেই

Follow our FB Page —" JOB study BEE " (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)